উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮৫,১৩৮.২৭ (-৫০৩.৬৩)

নিফটি : ২৬,০৩২.২০ (-১৪৩.৫৫)

২২০৮ থেকে নেমে মাত্র ৪৮০

একরাতেই সংখ্যা বদল। মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটার নেই এমন বুথের সংখ্যা ২২০৮-এর থেকে কমে এসে দাঁড়াল মাত্র ৪৮০। কমিশন তলব করার পরই ডিইও-রা এমন রিপোর্ট দিলেন। » ৫

সঞ্চার সাথী বাধ্যতামূলক নয়

সঞ্চার সাথী অ্যাপ নিয়ে ঢোঁক গিলল কেন্দ্র। সাধারণের ফোনে আড়িপাতা হবে, এমন অভিযোগ তুলে সরব বিরোধীরা। কেন্দ্র জানিয়ে দিল, অ্যাপটি বাধ্যতামূলক নয়। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১৫°	২৮°	১৫°	২৮°	১৫°	২৫°	১৩°

রোকো ম্যাজিকে আজ সিরিজ জয়ে নজর » ১২

১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 3 December 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 194

চাপ বাড়ল প্রশান্তর, এরপর?

রিমি শীল

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : জামিন পেলেও রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের অস্বস্তি বাড়াল পুলিশ। তাঁর জামিন খারিজ করার জন্য মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের তরফে হাইকোর্টে আর্জি জানানো হয়েছে। বিডিও'র বিরুদ্ধে অভিযোগের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে পুলিশ দ্রুত শুনানি চেয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার মামলা দায়েরের প্রাথমিক পর্ব শেষ হয়েছে। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে মামলাটি শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শুধু জামিন খারিজের আর্জি নয়, প্রশান্তর নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের হওয়া মামলাটির শুনানি চলতি সপ্তাহে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে শুরু হওয়ার কথা। হাইকোর্টে মামলাটি ৯ বছর ঝুলে থাকায় তাঁর প্রভাবশালী তকমা নিয়ে আলোচনা চলছে। জামিন খারিজের মামলা দায়ের হওয়ায় তাই আরও চাপ বাড়ল রাজগঞ্জের বিডিও'র ওপর।

বিষয়টি অস্বীকার করছেন না হাইকোর্টে তাঁর আইনজীবী

অমলেশ সরকার। তিনি বলেন, 'আমাকে জানিয়েছেন বিডিও। এতে চাপ বাড়ল। আদালতে কী হবে দেখা যাবে।'

অন্যদিকে, তাঁর নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার অন্যতম আইনজীবী শামিম আহমেদ বলেন,

জামিন খারিজ চেয়ে হাইকোর্টে পুলিশ

'জোড়া মামলার ফলে বিডিও'র ওপর চাপ তো অবশ্যই বাড়ল। তাঁর আগাম জামিন বাতিলের আর্জি সংক্রান্ত মামলাতেও যুক্ত হওয়ার আবেদন জানাব।'

পরীক্ষায় পাশ না করেও বিডিও হিসেবে তাঁর নিযুক্তির ওই অভিযোগ নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। গত সপ্তাহেও মামলাটি শুনানির তালিকায় ছিল। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহে শুনানি হবে। অন্যদিকে, সল্টলেকের দত্তাবাদের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে খুন এবং অপহরণের মতো গুরুতর অভিযোগ থাকলেও গত বুধবার বারাসত জেলা ও দায়রা আদালত বিডিও'র জামিন মঞ্জুর করেছিল।

পুলিশ ইতিমধ্যে ওই ঘটনায় উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন নথি, সিসিটিভি ফুটেজ এবং *এরপর দশের পাতায়*

আমি এক যাযাবর...

পরিবার নিয়ে ফুটপাথে সংসার। তিলোত্তমার রাস্তায়। কলকাতায় মঙ্গলবার। -পিটিআই

ডিসানে নার্সিং পড়ে
ডিসানেই নার্স!
হ্যাঁ, তাই।
90 5171 5171
Desun Nursing School & College
Kolkata | Siliguri
(A Desun Hospital Initiative)

ছাব্বিশের টক্কর

এসআইআর প্রক্রিয়া ফুরোলেই বঙ্গে বাজবে ভোটের বাদ্যি। তাই ভোটারদের মনে দাগ কাটতে উঠেপড়ে লেগেছে তৃণমূল-বিজেপি। ১৪ বছরের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে ময়দানে নামছেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রীকে জব্দ করতে পালটা বিজেপির চার্জশিট নিয়ে দুয়ারে যাবেন শুভেন্দুরা।

তৃণমূলের সভার অনুমতিতে বিতর্ক

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ২ ডিসেম্বর : একই জায়গায় দুই সভার অনুমতি নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে।

চ্যাংরাবান্ধার ভিআইপি মোড়ে গত শনিবার সভা করার জন্য বিজেপি পুলিশের অনুমতি পায়নি। সভা করার জন্য শেষপর্যন্ত হাইকোর্ট থেকে অনুমতি আনতে হয়। পরে ওই জায়গায় সভা করতে গেলেও পুলিশের বাধায় পদ্ম নেতা-কর্মীরা তাদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়ান। আর ঠিক ওই জায়গাতেই সভা করতে পুলিশ মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসকে অনুমতি দেয়। শাসক শিবিরের সভা নিয়ে পুলিশকে এদিন পুরোপুরি নির্বাক ভূমিকায়

অভিযুক্ত পুলিশ

- চ্যাংরাবান্ধার ভিআইপি মোড়ে গত শনিবার সভা করার জন্য বিজেপি পুলিশের অনুমতি পায়নি
- একই জায়গায় মঙ্গলবার তৃণমূল রাস্তা আটকে সভা করলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ
- এনিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে বিজেপি সরব হয়েছে, অভিযোগ পেলে ব্যবস্থার আশ্বাস পুলিশের

দেখা গিয়েছে। তৃণমূল এদিন রাস্তা আটকে সভা করে বলে অভিযোগ। তা সত্ত্বেও পুলিশকে কোনও ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। আর এতেই বিরোধী শিবির বেশ ক্ষুব্ধ।

বিজেপির জলপাইগুড়ির সাধারণ সম্পাদক দধিরাম রায়ের কথায়, 'পুলিশ যে শাসক শিবিরের দলদাসে পরিণত হয়েছে তা এদিনের ঘটনায় পরিষ্কার। আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা হবে আর শাসকদলের জন্য পুলিশ নিজেরাই সভার ব্যবস্থা করে দেবে।' এনিয়ে তাঁরা পুলিশের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেবেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে দধিরাম জানিয়েছেন। এদিনের সভার জন্য পণ্যবাহী ট্রাক চলাচল বিঘ্নিত হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিক পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী দীপক মণ্ডল বললেন, 'সভার জন্য সাময়িকভাবে কোনও রাস্তা বন্ধ করা যেতেই পারে। এছাড়া, এদিন এলাকার একটি রাস্তা দিয়ে পণ্যবাহী ট্রাক চলাচল করেছে। কারও তো কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বললেন, 'আজকের সভা শান্তিপূর্ণ হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

উন্নয়নের পাঁচালি মমতার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : মমতার 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' ইভিএমে তৃণমূলের লক্ষ্মীলাভ ঘটিয়েছিল ২০২১ সালে। আরও একটি নির্বাচন দোরগোড়ায় থাকতে 'উন্নয়নের পাঁচালি' গাইতে শুরু করলেন মুখ্যমন্ত্রী। দুটিই সরকারি প্রকল্প। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) চলাকালীন এই পাঁচালি আসলে তৃণমূল রাজত্বের সাড়ে ১৪ বছরের রিপোর্ট কার্ড। প্রকারান্তরে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের নির্বাচনি ইস্তাহারের অংশবিশেষও বলা যায়।

নবান্নের সভাঘরে মঙ্গলবার ওই রিপোর্ট কার্ড প্রকাশের অনুষ্ঠানে আক্ষরিক অর্থে উন্নয়নের পাঁচালি গেয়ে শোনান সংগীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তী। গানটি যে তাঁর মনে ধরেছে, তা স্পষ্ট হয় উঠে দাঁড়িয়ে তিনি তারিফ করায়। গানটি এরপর সরকারের তরফে প্রচার করা হবে কি না, তা অবশ্য বলেননি কেউ। ওই গানে মমতা জমানায় উন্নয়নের দাবির ফিরিস্তি তুলে ধরা হয়েছে।

রিপোর্ট কার্ড প্রকাশের ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য আগাগোড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার অভিযোগে সোচ্চার ছিলেন। কখনও তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের টাকা আটকে রেখেছে। কিন্তু রাজ্যের মানুষকে আমরা বঞ্চিত করিনি।' আবার কখনও তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে, 'গ্রামীণ রাস্তা, আবাস সহ একাধিক প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। একশো দিনের কাজ প্রকল্পের বরাদ্দ আটকে রাখায় রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে গরিব মানুষকে কাজ দিচ্ছে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এখনও পর্যন্ত ১ লক্ষ ৮৭ হাজার কোটি টাকার বেশি পাই। বারবার অনুরোধ করেও সেই টাকা পাচ্ছি না।'

মঙ্গলবারের সরকারি অনুষ্ঠানে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে মমতা ফের বলেন, 'আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হাতজোড় করে অনুরোধ করছি, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বাঁচাতে শত্রুতা নয়,

এরপর দশের পাতায়

রাজ্যের রিপোর্ট কার্ড

- ১০ বছরে দারিদ্র্যসীমার ওপরে ১ কোটি ৭২ লক্ষ
- কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি ৯.১৬ গুণ, বেকারত্ব হ্রাস ৪০ শতাংশ
- ক্ষুদ্রশিল্পে কর্মসংস্থান ১ কোটি ৩০ লক্ষ
- ৩১ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে ৫০০০ টাকা
- লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ব্যয় ১২ হাজার কোটির বেশি
- রূপশ্রী-তে ব্যয় ৫৫৫৮ কোটি, কন্যাশ্রী ১ কোটির বেশি
- দুয়ারে র‍্যাশনে খরচ ৭ কোটি ৪১ লক্ষ
- ২ কোটি ৪৫ লক্ষ পরিবারকে স্বাস্থ্যসাথী

'ঢপের পাঁচালি', কটাক্ষ শুভেন্দুর

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২ ডিসেম্বর : উন্নয়নের পাঁচালি 'গেয়েছেন' মমতা। আর চার্জশিট দখলের হুমকি দিলেন শুভেন্দু। জানালেন, জানুয়ারি মাস থেকে রাজ্যের সব বিধানসভায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করবে বিজেপি।

মঙ্গলবার পুরাতন মালদায় এসেছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির এই নতুন কর্মসূচির ঘোষণা করেন। জানান, তিনি নিজে এবং সঙ্গে দলের বিধায়করা প্রতিটি বিধানসভায় যাবেন। সেখানকার বাসিন্দাদের বলবেন, মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নের কী কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আর তার কতখানিই বা রেখেছে তৃণমূল সরকার। তুলে ধরবেন প্রতিশ্রুতিভঙ্গের কথা। সেটাই হবে মমতার বিরুদ্ধে বিজেপির চার্জশিট।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর পেশ করা উন্নয়নের পরিসংখ্যান পুরোপুরি অতিরঞ্জিত বলে শুভেন্দু অধিকারীর দাবি। তাঁর কথায়, 'এটি ঢপের পাঁচালি'। মঙ্গলবার পুরাতন মালদার এক হোটেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, 'উন্নয়ন নিয়ে এটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আইপ্যাডে তৈরি একটি ফ্লপ চিত্রনাট্য। এটা ঢপের পাঁচালি, হতশ্রীর পাঁচালি।'

নানা তথ্য দিয়ে শুভেন্দু এদিন মমতার নানা দাবিকে ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। বিরোধী দলনেতার কথায়, 'উনি বলেছেন রাজ্যের এক কোটি ৭২ লক্ষ মানুষকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে তোলা হয়েছে। চাকরি দেওয়া নিয়ে নানা দাবি করছেন।

এরপর দশের পাতায়

লোকদেখানো কাজ, কটাক্ষ বিরোধীদের

মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে শহর সাফাই

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর কোচবিহার সফরের আগে পুরসভার টনক নড়ল। আবর্জনায় ভরা কোচবিহার শহর পরিষ্কার করতে মঙ্গলবার তড়িঘড়ি সাফাইয়ের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করলেন পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। শহরের বিভিন্ন জায়গায় জমে থাকা আবর্জনা দ্রুত পরিষ্কারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই রাজার শহর কোচবিহারে আবর্জনা জমে থাকা নিয়ে বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। পুরসভার বিরুদ্ধে একাধিকবার ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাঁরা। তাতে পুরসভার ঘুম না ভাঙলেও ৯ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহার সফরে আসার আগেই আবর্জনা সাফাইয়ে বাড়তি জোর দেওয়া হচ্ছে।

পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের কথা, 'সাফাইয়ের দায়িত্বে যাঁরা থাকেন তাঁদের নিয়ে নিয়মিত বৈঠক করা হয়। এটি নতুন কিছু নয়। শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ ঠিকমতো চলছে কি না সেটাই খতিয়ে দেখা হল।' তবে পুরো বিষয়টি লোকদেখানো বলে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। বিজেপির সহ সভাপতি বিরাজ বসুর বক্তব্য, 'বর্তমান পুর বোর্ড পরিষেবা দিতে একেবারেই ব্যর্থ। শহরের প্রতিটি জায়গায় আবর্জনার স্তূপ জমে রয়েছে। অথচ সাফাইয়ের বালাই নেই। মুখ্যমন্ত্রী আসবেন বলে এখন তারা লোকদেখানো কাজের উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ বুঝে গিয়েছে এগুলি আসলে ভাঁওতা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

কোচবিহার শহরে আবর্জনা সাফাই বড় সমস্যা। পুরসভা সূত্রে খবর, শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য ২৮ জন নির্মল সাথী সহ শতাধিক সাফাইকর্মী রয়েছেন। তবে তাতেও নিয়মিত শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। শহরের এমজেএন রোড, সিলভার জুবিলি রোড, রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ রোড সহ রাসমেলা মাঠ ও বিভিন্ন বাজার সংলগ্ন এলাকায় আবর্জনা জমে থাকতে দেখা যায় প্রতিদিনই। ভবানীগঞ্জ বাজার, দেশবন্ধু বাজার, নতুন বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে নিয়মিত আবর্জনা নিয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও মাঝেমধ্যেই সেখানে আবর্জনার স্তূপ দেখা যায়। ব্যবসায়ী শুভাশিস দাসের কথা, 'ভবানীগঞ্জ বাজারের পাশে অধিকাংশ সময়ই আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুরসভা যদি নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কার করে তাহলে আর আমাদের সমস্যায় পড়তে হয় না।'

কোচবিহারের রাজবাড়িতে পড়ে রয়েছে আবর্জনা। ছবি : জয়দেব দাস

সিলভার জুবিলি রোডের বাসিন্দা অনুকূল রায়ের দাবি, 'রাস্তার পাশে মাঝেমধ্যেই আবর্জনার স্তূপ জমে থাকে। কখনও পুরসভার সাফাইকর্মীরা আবর্জনা নিয়ে যান, আবার কখনও নেন না। নিয়মিত পরিষ্কার করা প্রয়োজন। আবার অনেকসময় সাফাইকর্মীরা আবর্জনা নিয়ে যাওয়ার পর কিছু অসচেতন মানুষ রাস্তায় আবর্জনা ফেলে দিয়ে যান। তাঁদেরও সতর্ক হতে হবে।'

এরপর দশের পাতায়

রসিকবিল মুখরিত পাখিদের কলতানে

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২ ডিসেম্বর : শীতের শুরুতেই কোচবিহারের রসিকবিলে হাজির হয়েছে ভিনদেশি অতিথিরা। ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে বিলের ওপর আকাশে। জলাশয়ের ধারে কান পাতলেই ভেসে আসছে তাদের কলতান। সুদূর সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া থেকে গ্রে হেডেড ল্যাপউইং, লেজার হুইসলিং ডাক, ব্ল্যাক হেডেড আইবিস, ইনটেল, মালার্টের মতো পাখিরা এখানে এসেছে। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে এখানকার ডাহুক, পানকৌড়িদের। বিভিন্ন প্রজাতির বকও এখানে এসেছে। সারা বছর সেখানে নানা প্রজাতির পাখির দেখা মিললেও মূলত শীতকালে দেশ-বিদেশের অতিথির আগমনে সরগরম হয়ে ওঠে রসিকবিল।

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রসিকবিলের জলাভূমিতে শীতে প্রতি বছরই প্রচুর পরিযায়ী পাখির ভিড় হয়। মূলত পরিযায়ী পাখিদের জন্যই ওই এলাকা পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে এখানকার বিশাল জলাশয় লাগোয়া চত্বরে মিনি জু গড়ে ওঠে। তবে এখনও শীতের মরশুমে পাখি দেখার টানেই প্রচুর পর্যটক প্রতি বছর সেখানে যান। বন বিভাগের কোচবিহারের এডিএফও বিজনকুমার নাথ বলেন, 'রসিকবিলে পরিযায়ী পাখির দল আসতে শুরু করেছে। আশা করছি, এদের সংখ্যা অনেকটাই বাড়বে।'

যাঁরা পাখির ছবি তুলতে ভালোবাসেন তাঁদের ভিড় এখন জলাশয়ের চারধারে। মঙ্গলবার বিকেলে রসিকবিলে পরিযায়ী পাখি দেখতে আসা রাজেশ সরকার বললেন,

এরপর দশের পাতায়

কমলার সুবাস কাঁটাতারের ওপারেও

শিলিগুড়ির কাছে বাংলাদেশের পঞ্চগড়, গাজীপুর, ঠাকুরগাঁও, পীরগঞ্জ, নীলফামারি, চুয়াডাঙ্গার মতো অনেক এলাকাতেই মিলছে দার্জিলিংয়ের মান্দারিন।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : কয়েকশো একরজুড়ে চা বাগান, সকালে ঘুম ভেঙে দেখা মিলছে শ্বেতশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘার; আর অসম্পূর্ণ বৃত্ত সম্পন্ন করেছে কমলার সুবাস। শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়ি নয়, এ ছবি কাঁটাতারের ওপারের উত্তরবঙ্গের। ডিসেম্বরে যেন মিনি দার্জিলিং হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের পঞ্চগড় বা ঠাকুরগাঁও। ভারতের উত্তরবঙ্গ আভিজাত্যে মোড়া। সে যেন তার উচ্চতা ও শীতল মেজাজ নিয়ে গর্বিত। তার গল্পে পাহাড়ি স্রোত আর বন্য হাতির ডাক। আর এক উত্তরবঙ্গ কাঁটাতারের ওপারে, বাংলাদেশে, সে মাটির কাছে ঋণী। তার অহংকার ফসলের মাঠে। সে কঠোর পরিশ্রমী, তার গল্প ধরলার বাঁকে আর শীতের তীব্রতায় লেখা। একজন হিমালয়ের ছায়ায় বিলাস খোঁজে, অন্যজন প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবন ফলায়। আপাতত দুই উত্তরবঙ্গকে মিলিয়েছে পাতলা চামড়ার রসালো সোনালি ফল। স্বাদে-গন্ধে হুবহু এক না হলেও দার্জিলিংয়ের প্রজাতির কমলা ফলিয়ে তাক লাগিয়েছে ওপার বাংলার উত্তরবঙ্গ।

শিলিগুড়ির কাছে বাংলাদেশের পঞ্চগড়, গাজীপুর, ঠাকুরগাঁও, পীরগঞ্জ, নীলফামারি, চুয়াডাঙ্গার মতো অনেক এলাকাতেই মিলছে দার্জিলিংয়ের মান্দারিন। যে কমলার নাম শুনলেই পাহাড়ি ঠান্ডা আর কুয়াশার ছবি ভেসে উঠত, তা এখন সমতলের আঙিনায় দুলছে। শখে নয়, বাংলাদেশে কমলার চাষ হচ্ছে বাণিজ্যিকভাবেই। সেদেশের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পঞ্চগড় (বিশেষ করে তেঁতুলিয়া), ঠাকুরগাঁওতেই সবচেয়ে বেশি চাষ হচ্ছে দার্জিলিংয়ের মান্দারিন। সিলেট, মৌলভীবাজার, সাজেক, বাঘাইছড়ি, খাগড়াছড়ি অঞ্চলেও অল্প পরিমাণে চাষ করা হচ্ছে। ২০১০-এর শুরুর দিকে পরীক্ষামূলকভাবে দার্জিলিং কমলার উন্নত জাতের চারা নিয়ে গিয়ে চাষ শুরু করা হয়েছিল। ২০১৫ সালের পর পঞ্চগড়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং কিছু কৃষকের চেষ্টায় বাণিজ্যিকভাবে চাষের এলাকার বিস্তার ঘটে।

টেলিফোনে ঠাকুরগাঁও-এর একটি কমলা বাগানের ম্যানেজার ওমর আলি বলেন, "প্রথম দিকে আমরা বিশ্বাসই করতে পারিনি যে দার্জিলিংয়ের কমলা সমতলে জন্মাতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান আর পরিশ্রম মিলে যখন প্রথম কয়েকটি গাছে টুকটুকে ফল এল, সবাই তো রীতিমতো অবাক।

এরপর দশের পাতায়

আবহাওয়ার বদলে বক্সায় কমলার ফলনে ধাক্কা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২ ডিসেম্বর : একটা সময় উত্তরবঙ্গজুড়ে বক্সার কমলার সুনাম ছিল। তবে কয়েকবছর ধরে সেই কমলার ফলন যেমন কমেছে, ঠিক তেমন কমলার খ্যাতিও তলানিতে ঠেকেছে। কৃষকরা জানিয়েছেন, চলতি বছরও কমলার ফলন ভালো হয়নি। এরই মধ্যে বক্সার কমলা চাষে সুদিনের স্বপ্ন দেখাচ্ছে দার্জিলিংয়ের মান্দারিন। বক্সার কৃষকদের প্রায় ১০ হাজার মান্দারিন প্রজাতির কমলা গাছের চারা দেওয়া হয়েছে। এই গাছ বড় হয়ে ফল দিতে প্রায় ৫ বছর সময় লাগবে। বর্তমানে সেই সুদিনের অপেক্ষায় দিন গুনছেন বক্সার কমলাচাষিরা।

মূলত, নভেম্বর মাস থেকে বক্সার কমলা আলিপুরদুয়ার শহরের বিভিন্ন এলাকায় পাওয়া যায়। তবে এবছর ফলন কম হওয়ায় জানুয়ারি মাসেও কমলা পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। বক্সার লেপচাখার কমলাচাষি পাসাং দজি ডুকপা বললেন, 'গত বছর কমলার যা ফলন হয়েছিল, সে তুলনায় এবছরের ফলন অনেকটাই কম। আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্যই এমন হচ্ছে।' কমলার ফলন কম হওয়া নিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার উদ্যানপালন আধিকারিক দীপক সরকারের বক্তব্য, 'এবছর শীত দেরিতে পড়েছে। আবহাওয়ায় পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন সবজি, ফুলের ফলন কম হচ্ছে। বক্সার কমলার উপরও এর প্রভাব পড়েছে।'

হাতেগোনা কয়েকজন এখন বক্সা পাহাড়ে কমলা চাষ করছেন।

> গত বছর কমলার যা ফলন হয়েছিল, সে তুলনায় এবছরের ফলন অনেকটাই কম। আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্যই এমন হচ্ছে।
>
> **পাসাং দজি ডুকপা** কমলাচাষি

১৯৯৩ সালের বন্যায় বক্সা পাহাড়ের প্রচুর কমলা গাছ নষ্ট হয়। এছাড়াও বন্যার ফলে সেখানকার মাটির চরিত্র বদলে যায়। আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে অনেক চাষি কমলা চাষ বন্ধ করে দেন। মূলত সেই সময় থেকেই বক্সার কমলা চাষে অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করে। দিন যত এগিয়েছে, সেই অন্ধকার আরও গাঢ় হয়েছে। এখন হাতেগোনা কয়েকজন বক্সা পাহাড়ে কমলা চাষ করছেন। তবে এবছর ফলন কম হওয়ায় সেই চাষিদেরও মন খারাপ। অন্যদিকে, আগের তুলনায় কমলা চাষে খরচও অনেকটা বেড়েছে বলে জানাচ্ছেন কৃষকরা। এই অবস্থায় ফলন কম হওয়ায় মাথায় হাত কৃষকদের। বক্সা বিকাশ অভিযানের সম্পাদক বিকাশ থাপার কথায়, 'বক্সার কমলা চাষের যে পরিস্থিতি ছিল সেটার বদল হয়েছে। আগে কীটনাশক ছাড়াই ভালো ফলন হত। তবে এখন কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই খরচ বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতেও সেভাবে আগের মতো ফলন হচ্ছে না।'

এইডস সচেতনতা

নিউজ ব্যুরো

২ ডিসেম্বর : এইচআইভি প্রতিরোধ এবং নিরাপদ যৌন সম্পর্ক নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ ম্যানকাইন্ড ফার্মার কন্ডোম ব্র্যান্ড ম্যানফোর্স কন্ডোমসের। বিশ্ব এইডস দিবসে বিখ্যাত ডিজাইনার অ্যাশলে রেবেলোর সঙ্গে যৌথভাবে একটি ফ্যাশন শো-র আয়োজন করে ব্র্যান্ডটি।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মালাইকা অরোরা এবং সানি লিওনি। ফ্যাশন শো-র পাশাপাশি যৌন সুস্থতা নিয়েও আলোচনা করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে 'সাথী' নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে ১১ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করা হয় ম্যানকাইন্ড ফার্মার তরফে। এই সংস্থা ২০৩০ সালের মধ্যে ভারত থেকে এইডস নির্মূল করার লক্ষ্যে কাজ করছে। পাশাপাশি, ২০০২ সাল থেকে প্রান্তিক মানুষদের স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা নিয়েও কাজ করে আসছে।

কর্মখালি

একজন বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে কোলকাতায় চিকিৎসা করার জন্য ৫/৬ দিনের আয়া (মাসি) দরকার। M : 8944803768.

●

আলিপুরদুয়ার/কুচবিহারবাসীদের বাড়ি থেকে কাজ করে দারুণ আয়ের সুযোগ (Age-25-60)। 9474875922. (K)

●

Wanted an Assistant Teacher, B.Sc (Pass) in Bio-Science with B.Ed in Maternity Leave Vacancy, SC Category upto 10.04.2026. Apply to the Secretary, Siliguri Netaji High School, P.O. Siliguri, Dt. Darjeeling with attested copies of testimonials within 10 days. (C/119465)

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা বয়স 35-এর মধ্যে। অভিভাবক ও Document সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M No- 9679967639. (C/119461)

অ্যাফিডেভিট

আমি Charu Mandal S/o- Digambar Mandal, Vill- Boro Gosaipur, P-O- Khaskol Chandipur, P.S.- English Bazar, Pin-732207. আমার ছেলের জন্ম সংসাপত্রে যার Reg. No- 5510 Dt. -11/05/2012 আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 9/09/2025-এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট মালদার অ্যাফিডেভিট বলে Kumar Sanu Mandal থেকে Sanu Kumar Mandal করা হলো। (C/115443)

●

আমি Tasbir Fatema W/o- Md. Mahafuj Alam Vill- Kamaltipur P.O. K.B Jhowbona P.S. Manikchak Dist Malda Pin-732209. আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে নং-B/2023/442559 dt. 17/04/2023 ও তার আধার কার্ডে (নং 2698 7733 5444) আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত ৯.১০.২৫-এ প্রথম শ্রেণী J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Sabasirin Fatema থেকে Shirin Fatema করা হল যা উভয় একই ও অভিন্ন ব্যক্তি। (M-115444)

●

আমি Sreebash Chandra Saha মধ্যপাড়া ওয়ার্ড নং-১২ ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি E.M. কোর্ট-এ অ্যাফিডেভিট (নং-২২৮৩৭ তাং ২১/১১/২০২৫) শপথ করিয়া ঘোষনা করিলাম যে, Sreebash Chandra Saha এবং Sree Sribash Chandra Saha এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, এবং আমার পিতা Phonindra Mohan Saha (সঠিক) ও Phanindra Mohan Saha এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (A/B)

অ্যাফিডেভিট

আমি Subir Kumar Das, পিতা Late Shankar Das, ঠিকানা- টিউমল পাড়া, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, পিন-734001। আমার বিভিন্ন সরকারি নথিতে আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 18/11/2025 তারিখে শিলিগুড়ি মহকুমা দেওয়ানী ও ফৌজদারি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবার নাম Chinmoy Das থেকে Shankar Das করা হইল। যা উভয় নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তির। (C/119464)

●

I, Sarita Sharma, D/o Bhim Prasad Sharma, W/o Dwarika Sharma, Residing at Purba Khayerbari, Madarihat, Alipurduar-735220, shall henceforth be known as Sarita Kharel Sharma as declared before the Notary Public at Alipurduar Court, vide affidavit no 14/25, dated 02.12.2025. Sarita Sharma & Sarita Kharel Sharma both are same and identical person. (C/118752)

●

আমি Ranjan Kumar Mandal S/o- Lt. Mahendra Nath Mandal, গ্রাম-মানিকপুর, পোঃ মাদাপুর, থানা- ইংরেজবাজার, মালদা, আমার ছেলের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg No- 6340, Dt. 28/03/2016 আমার ছেলের ডাক নাম থাকায় গত 20/11/25-এ প্রথম শ্রেণী J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Swadhin Mandal থেকে Samrat Mandal করা হলো। (M-115445)

মাহুতদের যত্নে বড় হচ্ছে লাকি

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২ ডিসেম্বর : মাহুতকে ফিডিং বোতলে গুঁড়ো দুধ আনতে দেখলেই ছুটে আসছে নাদুসনুদুস চেহারার প্রাণীটি। নাদুসনুদুস চেহারার প্রাণীটি অর্থাৎ 'লাকি', গত দুর্যোগের সময় উদ্ধার হওয়া যে হস্তীশাবকটির নামকরণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বনকর্তারা জানাচ্ছেন, খাওয়াদাওয়ার পর ঘুম দেওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়েছে লাকি-র। বাকি সময়টা কেটে যাচ্ছে মাহুতদের সঙ্গে খুনশুটি করে। হলং সেন্ট্রাল পিলখানায় সকলের পরিচর্যা ও আদরে বড় হয়ে উঠছে হস্তীশাবকটি।

হলং সেন্ট্রাল পিলখানায় সকলের পরিচর্যায় বড় হয়ে উঠছে হস্তীশাবক লাকি।

বস্তুত, ৫ অক্টোবর মেচি নদীতে ভেসে যাওয়ার সময় শাবকটিকে উদ্ধার করা হয়। ৮ অক্টোবর সেটিকে জলদাপাড়ায় আনা হয়। এরপর ১৫ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শাবকটির নাম দেন 'লাকি'। উদ্ধার হওয়ার সময় লাকি-র বয়স ছিল মাত্র ১৫ দিন। বর্তমানে লাকি-র বয়স ৪০ দিন পেরিয়েছে। একরত্তিটিকে মাতৃস্নেহে বড় করে তুলছেন জলদাপাড়ার অভিজ্ঞ দুই মাহুত ফারুক ইসলাম ও নির্মল কুজুর। পাশাপাশি প্রাণী চিকিৎসক উৎপল শর্মার চিকিৎসা ও বনকর্তাদের নজরদারিতে অনেকটাই বিপন্মুক্ত সে।

বনকর্তাদের বয়ান অনুযায়ী, খাবারের প্রতি তেমন কোনও অনীহা নেই মাদি হস্তীশাবকটির। লাকি-র সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য, ফিডিং বোতলে গুঁড়ো দুধ। মাহুতরাও সেটিকে জড়িয়ে ধরে আদর করেন। দৃশ্যত মনে হয়, যেন বাবা-মেয়ের খুনশুটি চলছে। জলদাপাড়ার বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান বললেন, 'বর্তমানে হস্তীশাবকটিকে আইসোলেশন সেন্টার থেকে বের করে একটু জঙ্গলের পরিবেশে রপ্ত করানো হচ্ছে।'

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ

মাদারিহাট

নবিকান্ত ঝা জানালেন, সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমানোর আগে পর্যন্ত লাকি-র ওপর নজর রাখা হয়। নিয়মিত শরীর-স্বাস্থ্যের পরীক্ষা করানো হয়। তবে তিনি এ-ও বলেন, 'হলং সেন্ট্রাল পিলখানায় অন্য দুই অনাথ শাবক, গজরাজ ও তিস্তারানি রয়েছে। কিন্তু ওরা অনেকটাই বড়। সেইজন্য লাকি-কে এখনও ওদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়নি।'

প্রাণী চিকিৎসক উৎপল শর্মা বললেন, 'শাবকটি অনেকটাই ভালো রয়েছে। তবে, হাতির শাবকেরও মানুষের বাচ্চার মতো অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ওরা যেহেতু কথা বলতে পারে না, তাই লাকি-কেও মানুষের বাচ্চার মতো পরিচর্যা করা হচ্ছে।'

বিভাগীয় বনাধিকারিক বলেন, 'যে কোনও হস্তীশাবককে মায়ের দুধ ছাড়া বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ে। তবে আমাদের পরিকাঠামো যথেষ্ট মজবুত। সেইজন্যে এখনও পর্যন্ত আমরা এব্যাপারে ৯৯ শতাংশ সফল।'

মাহুত ফারুক ইসলাম বলেন, 'লাকি-রা আমাদের সন্তানের মতোই। ওরা অবোলা প্রাণী। কথা বলতে পারে না। সেইজন্য ওদের প্রতি বেশি যত্নশীল হতে হয়। সারাক্ষণ ওর সঙ্গেই থাকি। আত্মীয়পরিজনদের বাড়ি যাওয়াও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে আমাদের। আর ওইটুকু দুধের শিশুকে একা ফেলে যেতেও মন চায় না।' ক্রমে সকলের নয়নের মণি হয়ে উঠছে 'লাকি'।

দলছুট তিন হাতি ভাবাচ্ছে বনকর্মীদের

শুভাশিস বসাক,

ধূপগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : জঙ্গলে ফিরলেও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকছে না জখম হাতি। তোতাপাড়া থেকে রেতি জঙ্গল হয়ে দলগাঁও ফিরতে পারে হাতিটি। এই পরিস্থিতিতে করিডরে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এদিকে দলগাঁও জঙ্গলে ঢুকে যাওয়া দলের অপর হাতি দুটিও মাদারিহাটের দিকে এগোচ্ছে। এই তিনটি হাতিই এখন মাথাব্যথার কারণ বন দপ্তরের। দলছুট হাতিগুলিকে নিয়ে বর্তমানে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন মোরাঘাট, বিন্নাগুড়ি ও দলগাঁও রেঞ্জের বনকর্মীরা।

ট্রেনের ধাক্কায় দুই হাতির মৃত্যুতে তাদের দলটি দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। আহত হাতিটি এবং তার দলের আরও দুই সঙ্গী দলগাঁও জঙ্গলে যাওয়ার ফলেই দলটি বর্তমানে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। একসঙ্গে তিন সঙ্গীকে আনা সম্ভব হলেই বন দপ্তরের মাথাব্যথা কমবে। কিন্তু এই কাজটাই চ্যালেঞ্জ।

মোরাঘাটের রেঞ্জ অফিসার চন্দন ভট্টাচার্য বলেন, 'জখম হাতিটি খুট্টিমারির জঙ্গলে একাই ছিল। আর একাই তোতাপাড়া জঙ্গলে ঢুকেছে। তারপর দলগাঁও জঙ্গলে ঢুকতে পারে। সেই কারণে করিডরে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।'

এদিকে বন দপ্তর সূত্রে খবর, দুটি হাতি ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যুর পর দলের বাকি তিনটি হাতি বিক্ষিপ্তভাবে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এর মধ্যে একটি সামান্য জখম হয়ে মোরাঘাট জঙ্গলে ঢুকে যায় এবং বাকি দুইটি হাতি দলগাঁও জঙ্গলে চলে যায়। বর্তমানে দলগাঁও জঙ্গলেও দুটি হাতি এক স্থানেই দাঁড়িয়ে থাকছে না। জঙ্গলপথে ক্রমশ মাদারিহাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

জলদাপাড়া জঙ্গলেই বেশি ঘোরাফেরা করত পাঁচটি হাতির ওই দলটি। দুই সঙ্গী হারানোয় বাকি তিনটি হাতিকে এক জায়গায় করে দিলে হয়তো একাকিত্ব ঘুচতে পারে। তা না হলে জখম হাতি কতটা হিংস্র হতে পারে, তা ভাবাচ্ছে বনকর্মীদের। বর্তমানে তোতাপাড়া জঙ্গলে জখম হাতিটি

ধূপগুড়ি

থাকলেও সেটি বানারহাট হিন্দি কলেজের করিডর হয়ে রেতি জঙ্গলে ঢুকলেই বনকর্মীদের চাপ অনেকটা মিটবে।

এক বন আধিকারিকের কথায়, 'রেতি জঙ্গলের সঙ্গে দলগাঁও রেঞ্জের জঙ্গলপথে খুব সহজেই চলাচল করা যায়। আর হাতিটিও একই দিকে এগোচ্ছে। কোনও অস্বাভাবিক কিছু না দেখায় জখম হাতিটিকে বিরক্ত করা হচ্ছে না। একইসঙ্গে ক্ষতচিহ্নও বিশেষ নজরে আসেনি। যত দ্রুত সম্ভব স্বাভাবিকভাবেই দলের সবক'টি হাতি এক জায়গায় চলে এলেই চিন্তা মিটবে এবং কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে।'

১৫টি স্টেশনে টিকিট ভেন্ডিং মেশিন

জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : অসংরক্ষিত কামরার টিকিট পেতে যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে তিন জেলার ১৫টি স্টেশনে অটোম্যাটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন বসাল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশনের অধীনে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার ১৫টি স্টেশনে ২১টি অটোম্যাটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন বসানো হয়েছে। নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, আলিপুরদুয়ার জংশন, হাসিমারা, নিউ মাল, দিনহাটা, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, ফালাকাটা, বামনহাটের মতো স্টেশনে অসংরক্ষিত কামরার জন্য এই ভেন্ডিং মেশিনগুলি বসেছে। যাত্রীরা এই মেশিন থেকে প্ল্যাটফর্ম টিকিটও কাটতে পারবেন। রেলের থেকে নির্দিষ্ট মূল্যের স্মার্ট কার্ড আগে তৈরি করতে হবে। ভেন্ডিং মেশিনে সেই স্মার্ট কার্ড ঢুকিয়ে টিকিট কাটা যাবে। সেজন্য স্মার্ট কার্ড থেকে ব্যালেন্স কেটে নেবে মেশিন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানিয়েছেন, কাউন্টারে ভিড়ে না দাঁড়িয়েই এই ভেন্ডিং মেশিনের মাধ্যমে প্ল্যাটফর্ম এবং অসংরক্ষিত কামরার টিকিট কাটার সুবিধা পাবেন যাত্রীরা।

ঝলসে মৃত্যু বৃদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : ভোররাতে নিজের ঘরেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। ঘটনাটি দার্জিলিং শহর লাগোয়া পুল বিজনবাড়ি ব্লকের স্টেনথাল চা বাগানের। মৃতের নাম রূপমণি রাই (৬৯)। তিনি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। চা বাগান লাইনের বহু পুরোনো কাঠের বাড়িতে স্বামী মহাবীর রাই ও ছেলেকে নিয়ে রূপমণি বসবাস করতেন। স্থানীয়দের দাবি, মঙ্গলবার ভোর ৩টা নাগাদ ওই বাড়িতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। প্রথমে নাকি কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি পরিবারের সদস্যরা। পরে বিষয়টি টের পেয়ে বাবা আর ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। এগিয়ে যান প্রতিবেশীরাও। পরিবার ও প্রতিবেশীদের দাবি, আগুন পুরো ঘরটি গ্রাস করেছিল। ফলে শয্যাশায়ী রূপমণিকে উদ্ধার করতে আর ভেতরে ঢোকা সম্ভব হয়নি। বিছানায় শুয়েই অগ্নিদগ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয় বীরেন লামা জানালেন, বাড়িতে আগুন লাগার খবর পেয়ে দার্জিলিং দমকলকেন্দ্র থেকে একটি ইঞ্জিন এলেও বাগানের সংকীর্ণ রাস্তার কারণে ইঞ্জিন ঢুকতেই পারেনি।

সিডেটিভ ড্রাগস সহ ধৃত

জয়গাঁ, ২ ডিসেম্বর : সিডেটিভ ড্রাগস সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল জয়গাঁ থানার পুলিশ। এদিন সন্ধ্যায় জয়গাঁ শহরের গেরিগাঁও থেকে এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে মোট ৩৫৪টি সিডেটিভ ট্যাবলেট পাওয়া যায়। ধৃতদের নাম মহম্মদ হাসান, রাজেন্দ্র ছেত্রী ও কুমার রায়। তাঁরা প্রত্যেকেই জয়গাঁর বাসিন্দা। আগামীকাল তাঁদের আদালতে তোলা হবে।

ধৃতরা কোথা থেকে সিডেটিভ নিয়ে এসেছিল, চক্রের পান্ডা কারা তা জানার চেষ্টা চলছে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন ৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

Notice

Notice is hereby given that my client namely, Sudesh Singha, Son of Gajen Singha and others, resident of Putimari, P.O. & P.S. Bagdogra, Dist. Darjeeling have applied for correction of Khatian/ Record-of-Rights before the B.L.&L.R.O, Naxalbari, Dist. Darjeeling, with respect to the land, in Plot No. R.S. 341, L.R. 268/516, J.L. No. 100, Mouza-Putimari, P.S. Bagdogra, Dist. Darjeeling. Any person/s who have purchased the said land after 08-05-2017 by virtue of Power of Attorney vide No. 460/2015 have any claim/ objection in the said land may contact/inform the B.L.&L.R.O, Naxalbari, Dist. Darjeeling within 7 days from the date of publication of this notice.

Armita Paul
Advocate, Siliguri

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৯১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৬০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৬১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা : ৪২৩১/ বিডিও (বালুরঘাট) তারিখ : ০২/১২/২০২৫

ডাঙ্গা বিজয়শ্রী জুনিয়র বেসিক স্কুল আশ্রম হোস্টেল-এ ১(এক) বছরের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে একজন করে হোস্টেল সুপার, কুক (রাঁধুনি) ও হেল্পার (সহায়িকা) নিয়োগ করা হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১২-১২-২০২৫ দুপুর ৩.০০ টা পর্যন্ত। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ, বালুরঘাট-এ আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে।

বিস্তারিত তথ্য ও আবেদনপত্রের জন্য সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ, বালুরঘাট-এর অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ এবং ডাঙ্গা বিজয়শ্রী জুনিয়র বেসিক স্কুল-এ যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষরিত/-
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, বালুরঘাট

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ আবার বিবাহ অভিযান, দুপুর ১২.৪৫ অগ্নি, বিকেল ৪.০০ মস্তান, সন্ধে ৭.১৫ বাঘ বন্দি খেলা, রাত ১০.৩০ অন্যায় অবিচার
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মান মর্যাদা, দুপুর ১.০০ খোকা ৪২০, বিকেল ৪.০০ রণক্ষেত্র, সন্ধে ৭.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, রাত ১০.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ শপথ নিলাম, দুপুর ১২.০০ আক্রোশ, ২.৩০ অভিমন্যু, বিকেল ৫.০০ আশ্রয়, রাত ১০.৩০ বিরোধ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মেজ দিদি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অনুরোধ
জি সিনেমা : দুপুর ১.০২ গদর- এক প্রেম কথা, বিকেল ৪.৫৪ সূরয়া-দ্য সোলজার, রাত ৮.০০ সিংহম এগেইন, ১০.৫০ দ্য রিয়েল ডন রিটার্নস-টু
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.০৫ দিওয়ানা মস্তানা, বিকেল ৩.০০ দিল হ্যায় তুমহারা, সন্ধে ৬.৫৫ অর্জুন, রাত ১০.১৫ অমর আকবর অ্যান্থনি
জি বলিউড : বেলা ১১.২৩ দিল কা কেয়া কসুর, দুপুর ২.১৯ অনোখা বন্ধন, বিকেল ৫.১৯ ম্যায় তেরা দুশমন, রাত ৮.০০ নদিয়া কে পার

অমর আকবর অ্যান্থনি রাত ১০.১৫ কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

দ্য বিগ ড্রাই রাত ১০.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

আবার বিবাহ অভিযান সকাল ১০.১৫ জলসা মুভিজ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : স্ত্রীর প্রচেষ্টায় ব্যবসায় ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন। সন্তানের পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয়ে চিন্তা কেটে যাবে। আর্থিক শুভ। বৃষ : আজ রাস্তাঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। বাড়ির কোনও কাজে খরচ বেশি হবে। মিথুন : বাবার পরামর্শে সংসারের অচলাবস্থা কেটে যাবে। সামান্য কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। কর্কট : দূরের কোনও আত্মীয়ের সুপারিশে ভালো সংস্থায় চাকরি পেতে পারেন। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে আনন্দ। সিংহ : রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভোগান্তি হতে পারে। ব্যবসায়ে আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হওয়ায় মানসিক চাপ বাড়বে। কন্যা : সামান্য বিষয় নিয়ে বাড়িতে অশান্তি হতে পারে। বন্ধুর কারণে কিছু টাকা গচ্চা যেতে পারে। তুলা : শিল্পী ও কলাকুশলীরা নতুন কাজের বরাত পাবেন। কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। অনিদ্রাজনিত রোগকে অবহেলা করবেন না। বৃশ্চিক : উচ্চশিক্ষার পড়ুয়ারা ভিনরাজ্যে ভালো সুযোগ পেতে চলেছেন। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। ব্যবসায় আজ বিনিয়োগ করতে পারেন। ধনু : ব্যবসায় কর সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে মানসিক চাপ বাড়বে। বহুদিনের কোনও স্বপ্নপূরণের দিন আজ। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পাবেন। মকর : পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিবাদে সংসারে শান্তি বিঘ্নিত হবে। অতিরিক্ত বিলাসিতায় খরচ বাড়বে। বিদ্যার্থীদের শুভ। কুম্ভ : পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব বাড়বে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। মীন : কোনও কারণে মানসিক অস্থিরতা বাড়বে। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ১২ অগ্রহায়ণ, ৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬ অঘোন, সংবৎ ১৩ মার্গশীর্ষ সুদি, ১১ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৭, অঃ ৪।৪৮। বুধবার, ত্রয়োদশী দিবা ৯।৫৮। ভরণীনক্ষত্র সন্ধ্যা ৪।৪৯। পরিঘযোগ অপরাহ্ন ৪।২৮। তৈতিলকরণ দিবা ৯।৫৮ গতে গরকরণ রাত্রি ৮।৪৮ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, সন্ধ্যা ৪।৪৯ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১০।২৪ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তের শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, সন্ধা ৪।৪৯ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে দিবা ৯।৫৮ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৮।৪৭ গতে ১০।৭ মধ্যে ও ১১।২৭ গতে ১২।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৭ গতে ৪।২৭ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, প্রাতঃ ৬।২২ গতে পূর্ব্বেও নিষেধ, দিবা ৯।৫৮ গতে যাত্রা নাই, সন্ধা ৪।৪৯ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৮।৪৭ গতে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৯। ৫৮ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপ্রতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের ও অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২ মধ্যে ও ৭।৪৪ গতে ৮।৩২ মধ্যে ও ১০।৩৩ গতে ১২।৪০ মধ্যে ও রাত্রি ৫।৪৮ গতে ৬।৪১ মধ্যে ও ৮।২৯ গতে ৩।৩৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।২ গতে ৭।৪৪ মধ্যে ও ১।১২ গতে ৩।২৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধলুয়াবাড়িতে ধিক্কার মিছিলে সিপিএম জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়।

বাম, বিজেপির ওপর হামলা তৃণমূলের

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ২ ডিসেম্বর : নির্বাচন আসতে এখনও বাকি কয়েক মাস। তবে তার আগেই কোচবিহারে রাজনৈতিক অশান্তি বাড়ছে। সোমবার রাতে কোচবিহার-১ ব্লকের ধলুয়াবাড়ি ও পাকুড়তলা এলাকায় সিপিএমের দুটি কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। একই সঙ্গে স্থানীয় এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতেও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। দুটি ঘটনাতেই নিশানায় শাসকদল তৃণমূল। বিরোধীদের অভিযোগ, জনসমর্থন হারিয়ে ভোটের অনেক আগে থেকেই সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করছে তারা। যদিও যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে ঘাসফুল শিবির। ঘটনায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কোতোয়ালি থানা চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সিপিএম। থানায় একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করে নেতৃত্ব। এদিকে থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

সিপিএম নেতৃত্বের দাবি, সোমবার বিকেলে ধলুয়াবাড়িতে তাদের কার্যালয়ে কৃষকসভার একটি বৈঠক ছিল। তা শেষ হওয়ার পর রাতে তৃণমূলের লোকজন সেখানে ও পার্শ্ববর্তী পাকুড়তলা এলাকার কার্যালয়ে চড়াও হন বলে অভিযোগ। দুটি জায়গাতেই দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয় বলে জানানো হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সিপিএম-এর জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় সহ দলীয় নেতৃত্ব ওই এলাকায় আসেন। দুটি কার্যালয়ের সামনে পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি তাঁরা ধিক্কার মিছিলে করেন। অনন্ত বলেন, 'ভাঙচুর, সন্ত্রাসই তৃণমূলের সংস্কৃতি। আসলে তৃণমূলস্তর থেকে শুরু হওয়া 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা'য় ব্যাপক জনসমাগম দেখে ওদের মাথা ঘুরে গিয়েছে। তাই এই আক্রমণ। তবে এভাবে আমাদের রোখা যাবে না।' ধলুয়াবাড়ির ঘটনা তিনি ব্যক্তিগতভাবে জেলার পুলিশ সুপারের নজরে এনেছেন বলে জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, একই রাতে ধলুয়াবাড়ি মসজিদপাড়া এলাকায় বিজেপি কর্মী রবীন্দ্র চন্দ-র বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। এর আগেও তৃণমূলের বিরোধিতার কারণে ২০১৪ সালে তাঁর বাড়িতে আক্রমণ হয়েছিল বলে জানান রবীন্দ্র। তবে এখনও পর্যন্ত এনিয়ে কোনও লিখিত অভিযোগ হয়নি। এই ঘটনায় শাসকদল তৃণমূলকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। এনিয়ে দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী বললেন, 'ক্ষমতা হারানোর আতঙ্কে তৃণমূল এখন থেকেই সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করছে। তবে আমাদের দলীয় কর্মীদের সঙ্গে ওরা যা করছে সেটাই যেন সুদে-আসলে ফেরত নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে।' এদিকে সিপিএম-বিজেপি উভয়ের তোলা অভিযোগই নস্যাৎ করে দেন তৃণমূলের কোচবিহার-১ (বি) ব্লক সভাপতি আবদুল কাদের হক। তাঁর দাবি, 'সিপিএমের পার্টি অফিসে তো কেউ যায় না। সেখানে আবার কে ভাঙচুর চালাবে? আমাদের দলের কেউ এর সঙ্গে যুক্ত নয়।' পাশাপাশি তাঁর কথায়, 'যতদূর শুনেছি সোমবার বিজেপির জেলা কার্যালয়ে ওদের নিজেদের মধ্যেই ঝামেলা হয়েছে। তার জন্যই হয়তো ধলুয়াবাড়িতে এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীর বাড়ি ভাঙচুর করেছে। সেসব ওদের ব্যাপার।'

যা ঘটেছে

- সোমবার বিকেলে ধলুয়াবাড়িতে সিপিএম কার্যালয়ে কৃষকসভার একটি বৈঠক ছিল
- তা শেষ হওয়ার পর রাতে তৃণমূলের লোকজন সেখানে ও পার্শ্ববর্তী পাকুড়তলা এলাকার কার্যালয়ে চড়াও হন বলে অভিযোগ সিপিএমের
- দুটি জায়গাতেই দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয়েছে বলে জানানো হয়
- একই রাতেই ধলুয়াবাড়ি মসজিদপাড়া এলাকায় বিজেপি কর্মী রবীন্দ্র চন্দর বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে

উত্তরে ঘর গোছানোর পরিকল্পনা আরএসএস-এর

তারুণ্যে আস্থা মোহনের

পূর্ণেন্দু সরকার ও রাহুল মজুমদার

জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : লক্ষ্য শুধু বিধানসভা ভোটে নয়, আরও অনেক দূর। উত্তরবঙ্গের যুবশক্তি ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে নিয়ে আমজনতার মধ্যে নিজেদের মতাদর্শের বীজ ছড়িয়ে দিতে কাজ শুরু করছে আরএসএস। তারই প্রথম পর্ব শুরু হচ্ছে ডিসেম্বরে। ১৮-১৯ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে দুটি বৈঠকে হাজির থাকবেন সংঘপ্রধান মোহন ভাগবত। প্রথম বৈঠকে উত্তরবঙ্গের বাছাই করা তরুণ-তরুণীকে আরএসএস-এর আদর্শে কাজ করার পাঠ দেবেন তিনি। দ্বিতীয় বৈঠকে উত্তরবঙ্গের বাছাই করা প্রায় ১৫০ বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তাঁর মতবিনিময় হবে। ওই বুদ্ধিজীবীদের তালিকাও তৈরি করা হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগেই পাড়ায় পাড়ায় নিজেদের জনভিত্তি তৈরির কাজ করবে সংঘের আদর্শে উদ্বুদ্ধ তরুণ লিয়াজোঁ টিম।

শিলিগুড়ির অনুষ্ঠানের পরের দিনই একই ধরনের কর্মসূচি রয়েছে কলকাতায়। সংঘের শতবর্ষ উদযাপনের আওতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হলেও এর পিছনে রাজনৈতিক অঙ্ক থাকছেই। রাজনৈতিক মহলের মতে, আরএসএস-এর মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফল ভোটে গেরুয়া শিবির পাবেই। যদিও আরএসএসের দাবি, এর সঙ্গে রাজনীতি বা বিজেপির কোনও যোগ নেই। সংঘের এক কর্তার বক্তব্য, 'মোহন ভাগবতজি সংঘের অনুষ্ঠানে আসবেন। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই।'

সংঘ সূত্রেই জানা গিয়েছে, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলা থেকে সংঘের মানসিকতায় বিশ্বাসী এমন বাছাই করা তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ দেবেন ভাগবত। জেলা স্তর থেকে এই বাছাইয়ের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ। ভাগবতের প্রশিক্ষণে যোগ দেওয়ার আগে জেলায় জেলায় ওই তরুণ-তরুণীদের সংঘের নেতৃত্বে প্রস্তুতি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

সংঘের এক প্রবীণ নেতা জানিয়েছেন, যুবশক্তির ওই প্রশিক্ষণে ৩৫ বছরের বেশি বয়সি সদস্য-সদস্যাদের প্রবেশ নিষেধ। তাঁর ব্যাখ্যা, আমরা যা শেখাব, যা দেওয়ার দিয়েছি। কিন্তু নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের এখন থেকেই সংঘের নির্দেশে কাজ করার সময় এসেছে।'

মোহন ভাগবতের মতো শীর্ষ নেতার কাছে কী বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাবেন তরুণ-তরুণীরা? সংঘের ওই নেতা বলেছেন, 'সংঘ এই মুহূর্তে পারিবারিক ও সামাজিক চেতনা বিকাশের উপর নজর দিয়েছে। সপ্তাহে পাঁচদিন নিজের বা পরিচিতের পরিবারকে সময় দেওয়া, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করা, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন ওই প্রশিক্ষিতরা। নিজের ও পরিচিতের পরিবারের যে কোনও সমস্যায় পাশে থাকতে হবে তাঁদের। জনসংযোগের মাধ্যমে সংঘের আদর্শ ছড়িয়ে দিতে হবে কার্যত নিঃশব্দে। পাড়ার মন্দিরে যাওয়া, লোকজনের সঙ্গে কথা বলা ও পাড়া বৈঠকে মানুষের কথা শোনা বাধ্যতামূলক। কোথায় কারা, কী আলোচনা করছেন তা শোনা এবং সেই আলোচনায় ঢুকে যেতে হবে। আলোচনা যাই হোক না কেন, নিজের মতামতকে কখনোই সংঘের লাইনের বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে না। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি শহরে ওই বৈঠকের রূপরেখা তৈরি করতে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসেছিলেন আরএসএস-এর উত্তরবঙ্গের শীর্ষ নেতারা। ওই বৈঠকের পরই এক শীর্ষ নেতা জানান, মোহন ভাগবতের প্রশিক্ষণে অংশ নিতে বাছাই করা তরুণ-তরুণীদের নিজের মোবাইল নম্বর ও আধার কার্ড দিয়ে অংশগ্রহণের জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু করেছে সংঘ। শিলিগুড়ির শতাব্দী ভবনের মাঠে মঞ্চ করে সভা হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, উত্তরবঙ্গ বিজেপির শক্ত গড়। কিন্তু গত কয়েকটি নির্বাচনে কয়েকটি আসনে বিজেপিকে ব্যাকফুটে যেতে হয়েছে। ধূপগুড়িতে বিজেপির বিধায়কের মৃত্যুর পর সেই আসন আর দখলে রাখতে পারেনি গেরুয়া শিবির। কোচবিহারে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে হারতে হয়েছে। এই জায়গাগুলিতে নিজেদের লাগাম শক্ত করতে মরিয়া গেরুয়া শিবির। আরএসএস-এর মাধ্যমে তার ভিত তৈরির কাজ চলছে।

আদর্শের পাঠ

- ১৮-১৯ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে দুটি বৈঠকে হাজির থাকবেন সংঘপ্রধান মোহন ভাগবত
- প্রথম বৈঠকে উত্তরবঙ্গের বাছাই করা তরুণ-তরুণীকে আরএসএস-এর আদর্শে কাজ করার পাঠ দেবেন তিনি
- দ্বিতীয় বৈঠকে উত্তরবঙ্গের বাছাই করা প্রায় ১৫০ বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তাঁর মতবিনিময় হবে

জলপ্রকল্প চালু

ফুলবাড়ি, ২ ডিসেম্বর : অবশেষে সচল হল মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব বালাসুন্দর বাজারের সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলপ্রকল্প। দীর্ঘ পাঁচ মাসের বেশি অচল হয়ে পড়ে ছিল প্রকল্পটি। পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছিলেন বাজারের ব্যবসায়ী সহ এলাকার মানুষ। হাট কমিটির সম্পাদক সুব্রত মণ্ডলের কথায়, গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সমস্যা মিটেছে। মঙ্গলবার রিজার্ভার পরিষ্কার করা হয়। দু'-একদিন পরে জলপান করা যাবে। বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্ত দে বলেন, 'টাকা না থাকায় আমরা এতদিন প্রকল্পটি মেরামত করতে পারিনি। সোমবার বিকেলে প্রকল্পটিতে নতুন মেশিন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

সন্দেহে আটক

বক্সিরহাট, ২ ডিসেম্বর : বাংলাদেশি সন্দেহে এক ফেরিওয়ালাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন গ্রামবাসী। মঙ্গলবার বক্সিরহাট থানার বোচামারি এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, গ্রামে গ্রামে শীতবস্ত্র বিক্রি করছিলেন হাসিবুল শেখ নামে ওই ব্যক্তি। তবে তাঁর কথাবার্তায় অসংগতি পাওয়ায় পরিচয় যাচাই করতে বলা হয়। দেখা যায়, ভোটার কার্ডে বাবার নাম মইনুদ্দিন মণ্ডল আর আধার কার্ডে মইনুদ্দিন শেখ। দুই নথিতে ভিন্ন তথ্য দেখে গ্রামবাসী তাঁকে আটক করে থানায় খবর দেন। যদিও ফেরিওয়ালা দাবি করেছেন, তিনি মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। বাংলাদেশি নন। ঘুরে ঘুরে কম্বল বিক্রি করছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, নথিপত্র যাচাই ও পরিচয় নিশ্চিত করতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।

অপহরণ

শীতলকুচি, ২ ডিসেম্বর : নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগ উঠল এক কিশোরের বিরুদ্ধে। নগর লালবাজার গ্রামের নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, তাদের মেয়ে বড়মরিচা দেলোয়ার হোসেন হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। সোমবার সকালে প্রতিদিন দেওয়ার জন্য স্কুলে যায় নাবালিকা। কিন্তু, সারাদিন কেটে গেলেও তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। এলাকারই এক কিশোর, বিদ্যালয় চত্বর থেকে নাবালিকা মেয়েকে ফুঁসলিয়ে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। নাবালিকার অভিভাবকরা এবিষয়ে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন। শীতলকুচি থানার পুলিশ জানায়, অভিযোগ খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। নাবালিকাকে উদ্ধারের চেষ্টা করছে পুলিশ।

স্কুলে চাষ

নিশিগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : নিশিগঞ্জের খেজুরতলা নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের হাতে গড়ে উঠেছে একটি দেশীয় সবজির বাগান। শিক্ষা দপ্তরের ৩৮ হাজার টাকা অনুদানে বিদ্যালয়ের পড়ুয়া ও শিক্ষকদের তৈরি এই বাগান শিক্ষার্থীদের কৃষিশিক্ষা ও পরিবেশবান্ধব চিন্তাধারা গড়ে তুলবে। স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি সাবলু বর্মন জানান, এই সবজিক্ষেত থেকে উৎপাদিত সবজি মিড-ডে মিলে ব্যবহার করা হবে। শিক্ষক মাধব কর জানান, বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের সামনের টুকরো জমিতে শুরু হয়েছে সবজি চাষের তোড়জোড়।

দুই ইয়ারি কথা।। মঙ্গলবার কোচবিহার শহরে অর্পণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

৪০ বছর বাদে বাড়ি ফিরলেন সলমান

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : এভাবেও ফিরে আসা যায়! প্রায় ৪০ বছর আগে মহম্মদ সলমান পরিচিত কয়েকজন সঙ্গে দিল্লিতে ধর্মীয় প্রচারে (চিল্লার) যান। সেসময় প্রচার সেরে সবাই ফিরে এলেও তিনি আসেননি। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৭ বছর। দীর্ঘ চার দশক পর মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি মাধবডাঙ্গা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম হারমতি এলাকায় গ্রামের বাড়িতে এসে সলমান উপস্থিত হন। এত বছর পর ছেলেকে দেখে সলমানের মা সালেমা খাতুন সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। বিস্ময়ে হতবাক প্রতিবেশীরাও।

চিল্লারে বেরিয়ে ফিরে না আসার ব্যাপারে সলমানের সঙ্গীরা জানায়, দিল্লি যাওয়ার পর কোনওভাবেই তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাড়ির লোকেরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও ব্যর্থ হন। এভাবে প্রায় ৪০ বছর কেটে যায়। এদিকে, দিল্লিতে যাওয়ার পর সলমানের কিছু মনে ছিল না। দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকার কথা শুনেছেন। জ্ঞান ফেরার পর কাউকে নিজের ঠিকানা বলতে পারেননি। একজন সহৃদয় ব্যক্তির হাত ধরে তিনি উত্তরাখণ্ডে যান। উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বার জেলার পিরান কলিয়ারে কয়েক বছর ধরে তিনি বসবাস করছেন। সেখানে বিয়েও করেছেন। এখন তিনি দুই কন্যার বাবা। বর্তমানে সলমান হরিদ্বারের পিরান কলিয়ার এসডিএম দপ্তরে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কর্মরত। সলমান বলেন, 'দিল্লিতে হারিয়ে যাওয়ার পর আমার তেমন কিছু মনে ছিল না। মনের জোরকে সঙ্গী করে ট্রেনে উঠে একে-তাকে জিজ্ঞাসা করে বাড়ি খুঁজে পেয়েছি। বাড়ি এসে শুনলাম বাবা গত হয়েছেন। বাবার সঙ্গে দেখা না হওয়ার আক্ষেপ থেকে গেল। তবে বাকিদের দেখে কতটা আনন্দ হচ্ছে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আর দুই বছর চাকরি রয়েছে। তারপর স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে ময়নাগুড়িতে চলে আসব।'

> দিল্লিতে হারিয়ে যাওয়ার পর আমার তেমন কিছু মনে ছিল না। মনের জোরকে সঙ্গী করে ট্রেনে উঠে একে-তাকে জিজ্ঞাসা করে বাড়ি খুঁজে পেয়েছি। বাড়ি এসে শুনলাম বাবা গত হয়েছেন। বাবার সঙ্গে দেখা না হওয়ার আক্ষেপ থেকে গেল।
>
> **মহম্মদ সলমান**

সম্প্রতি সলমানের বাড়ির কথা মনে পড়ে। চোখে ভেসে ওঠে পরিবারের ছবি। এরপরই ট্রেনে চেপে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। সেখান থেকে ময়নাগুড়ি। এদিন সকালে বাড়িতে পৌঁছানোর পর নিজের পরিচয় দিতেই সলমানের মা সহ অন্যরা অবাক হয়ে যান। ছেলে যে এখনও জীবিত সালেমা তা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। সলমানের বাড়ি ফিরে আসার খবর মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়তেই দফায় দফায় গ্রামবাসীরা তাঁদের বাড়িতে ভিড় জমান। দিনভর চলে মিষ্টিমুখের পালা। সলমানের মায়ের কথায়, 'ছেলে একদিন ফিরে আসবে সেটা বিশ্বাস থাকলেও এত বছর কেটে যাওয়ার পর সেই বিশ্বাসের জোর কমছিল। ছেলেকে আর হারাতে চাই না।'

প্রস্তুতি সভায় অনুপস্থিত রবি-পার্থ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভার প্রস্তুতি বৈঠকে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় অনুপস্থিত থাকলেন। ৯ ডিসেম্বর রাসমেলা মাঠে তৃণমূল সুপ্রিমোর জনসভা করার কথা। মঙ্গলবার রবীন্দ্র ভবনে তার প্রস্তুতি বৈঠক হয়। সেখানে দলের জেলা থেকে শুরু করে অঞ্চল স্তরের নেতারা অংশ নেন। কোন এলাকা থেকে কীভাবে কতজন কর্মী জনসভায় অংশ নেবেন তার রূপরেখা তৈরি হয়।

এদিনের সভায় রবি-পার্থর পাশাপাশি বেশ কয়েকজন নেতা অনুপস্থিত ছিলেন। রবি-পার্থর নাম উল্লেখ না করলেও বাকিরা কেন আসেননি তা নিয়ে দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক নেতাদের কাছে জানতে চান। এবিষয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'ওঁরা হয়তো মুখ্যমন্ত্রীর সভার প্রচার নিয়ে অন্য কোথাও ব্যস্ত।' একই মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ ঘোষের। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সভার প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন বলে জানিয়েছেন। পার্থপ্রতিম জানান, তাঁর মা অসুস্থ থাকায় এদিন সভায় থাকতে পারেননি।

রাসমেলা মাঠে জনসভায় লক্ষাধিক মানুষ অংশ নেওয়ার ব্যাপারে অভিজিৎ আগেই ঘোষণা করেছিলেন। তার প্রেক্ষিতে এদিন ভাষণ দেওয়ার সময় উদয়ন সভার খরচ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁর কথায়, 'সবাইকে সভায় আনতে গড়ে ১০০ টাকা করে খরচ হলেও এক কোটি টাকা প্রয়োজন। জেলা সভাপতি নিশ্চয় এক কোটি টাকার ফান্ড তৈরি করে রেখেছেন! তাছাড়া দিনহাটা থেকে লোক আনতে যতগুলি গাড়ি লাগবে তা কোচবিহার জেলায় আছে?'

সভা শেষে অভিজিৎ জানান, কর্মীরা সবাই যে যার খরচে সভায় অংশ নেবেন। সভার খরচ দলের নেতা-কর্মীরা বহন করবেন। প্রচুর সংখ্যক গাড়ি প্রয়োজন। সেগুলি জোগাড় করা হচ্ছে।

রাসমেলার মাঠে কোনও বড় সভা হলেই কোচবিহার শহর বিশেষত ঘুঘুমারির তোর্ষা সেতুতে ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। সেখান দিয়ে কোচবিহার-দিনহাটা ও কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা রুটে যাতায়াত কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে যায়। সেই সমস্যা মেটাতে তৃণমূল সভার দিন সকালে সাড়ে নয়টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত তোর্ষা সেতুর রাস্তাটি ওয়ান ওয়ে করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এবিষয়ে প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হবে বলে অভিজিৎ জানিয়েছেন। এদিনের প্রস্তুতি সভায় উদয়ন, অভিজিৎ ছাড়া পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন ও বিধায়ক সংগীতা রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শকুন উদ্ধার

তুফানগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : বিরল প্রজাতির শকুন উদ্ধার চাঞ্চল্য ছড়াল। মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্বিতীয় খণ্ড ছাট জায়গির চিলাখানা এলাকার নতুন বাজারের পাশে কালভার্টের উপর একটি শকুনকে দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর চাউর হতেই লোকজন এলাকায় ভিড় জমান। স্থানীয় বাসিন্দারাই শকুনটিকে উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যান। বন দপ্তরেও খবর দেওয়া হয়। বনকর্মীরা এসে শকুনটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। এব্যাপারে কোচবিহারের এডিএফও বিজনকুমার নাথ বলেন, 'শকুনটি হিমালয়ান প্রিফন প্রজাতির। উদ্ধার করে সেটিকে রাজাভাতখাওয়া শকুন প্রজননকেন্দ্রে ছাড়া হয়েছে।'

এদিকে শকুন দেখতে কাশীরডাঙ্গা, ছাটরামপুর, সাহেববাড়ি, ধলপল এলাকার মানুষও ছুটে এসেছিলেন। স্থানীয় মতিয়ার রহমান, আকসার আলিরা সকালে শকুনটিকে কালভার্টের উপর দেখেন। মতিয়ার বলেন, 'আমরা কাছে গিয়ে সেটিকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসি। পরে বন দপ্তরে খবর দেওয়া হয়।' এছাড়া বেল্লাল আলি নামে আরেক বাসিন্দা জানান, বহু বছর পর এলাকায় শকুন দেখতে পাওয়া গেল। কয়েক দশক আগেও প্রচুর শকুন আসত। কিন্তু ধীরে ধীরে শকুন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

নববধূর গয়না চুরির অভিযোগ

শীতলকুচি, ২ ডিসেম্বর : পেটলা নেপড়া এলাকায় এক নববধূর ঘর থেকে প্রায় ২ ভরি গয়না চুরি গিয়েছে। নববধূর স্বামী শুভম বর্মন জানিয়েছেন, ২৫ নভেম্বর বৌভাতের অনুষ্ঠান ছিল। তাঁর অভিযোগ, সেদিন রাতে নববধূ খেতে গেলে ঘর ফাঁকা থাকার সুযোগে চোরেরা গয়না নিয়ে চম্পট দেয়। মঙ্গলবার সকালে এক প্রতিবেশী ওই এলাকার বাঁশঝাড়ে বাঁশ কাটতে গিয়ে দেখেন সেখানে গয়নার কৌটোগুলি পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে বধূর পরিবারের সদস্যরা এসে দেখেন সব কৌটো ফাঁকা। শুধু একটি গয়না উদ্ধার হয়েছে। এই বিষয়ে শীতলকুচি থানায় সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। শীতলকুচি থানার ওসি আশ্বিন হোড়ো জানান, অভিযোগটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রতিনিধিদল

ঘোকসাডাঙ্গা, ২ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় আসে তৃণমূল কংগ্রেসের কিষান খেতমজদুর সংগঠনের এক প্রতিনিধিদল। দলে ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সভাপতি তথা রাজ্যের পর্যবেক্ষক মানস দাস, আলিপুরদুয়ারের সহ সভাপতি কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ সভাপতি সেলিম লস্কর, সংগঠনের জেলা সভাপতি খোকন মিয়াঁ, ব্লক সভাপতি সহিদার রহমান সহ অন্যরা। তাঁরা স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন, পাশাপাশি সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা করেন।

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়

মেয়াদ ফুরোচ্ছে রেজিস্ট্রারের

আলিপুরদুয়ার, ২ ডিসেম্বর : হাতে আর ক'টা দিন। তারপরই আলিপুরদুয়ারবিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পদের মেয়াদ ফুরোচ্ছে জয়দীপ রায়ের। ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত অস্থায়ী রেজিস্ট্রার হিসাবে জয়দীপের কাজ করার কথা। কিন্তু তারপর ওই পদে তাঁর মেয়াদ বাড়বে, নাকি অন্য কেউ বসবেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ফলে একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। যদিও আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সরিৎকুমার চৌধুরী বলেন, 'রেজিস্ট্রার পদে এখনও জয়দীপ রায়ই আছেন। রেজিস্ট্রার পদে তাঁর মেয়াদ ফুরোনোর আগে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। অবশ্য বিষয়টি আমাদের বিবেচনায় রয়েছে।'

ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়া, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার সময়সূচি সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাজগুলো দেখার দায়িত্ব রেজিস্ট্রারের। ফলে এই পদে অনিশ্চয়তা তৈরি হলে এইসব গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রভাবিত হতে পারে। যদিও এনিয়ে এখনই আশঙ্কার কোনও কারণ নেই বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অংশের দাবি। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ জয়দীপ রায়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। গত ১১ জুন তাঁকে রেজিস্ট্রার করা হয়। অস্থায়ীভাবে কেউ ছয় মাসের বেশি রেজিস্ট্রার পদে থাকতে পারেন না। ফলে শিক্ষা দপ্তরের আইন অনুযায়ী আগামী ৯ ডিসেম্বর রেজিস্ট্রার পদে তাঁর মেয়াদ ফুরোচ্ছে। কিন্তু এখনও নতুন রেজিস্ট্রার নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও উদ্যোগ নজরে আসেনি। ফলে রেজিস্ট্রার পদে জয়দীপের মেয়াদ শেষ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্ম কীভাবে চলবে, তা নিয়ে শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে অধ্যাপকদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রদীপ বর্মনের কথায়, 'রেজিস্ট্রার না থাকলে ছাত্র, শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী সকলকেই সমস্যায় পড়তে হবে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়েও সমস্যায় পড়তে হতে পারে।'

সূত্রের খবর, বর্তমান রেজিস্ট্রার জয়দীপ রায়ের মেয়াদ আরও কিছুটা বাড়ানো হতে পারে। না হলে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়েরই অন্য কোনও অধ্যাপককে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।

বন্ধুর চিকিৎসায় অর্থসংগ্রহ সহপাঠীদের

প্রতাপকুমার ঝা

জামালদহ, ২ ডিসেম্বর : বন্ধুর কোনও পদবি হয় না, হাত বাড়ালেই বন্ধুর ঠিকানা পাওয়া যায়! বন্ধু এমন একটি শব্দ, যা দেশ ও কালের সীমানা মানে না। বিশ্বের বন্ধু এখনও পাওয়া যায়। যার উদাহরণ, ক'দিন আগে সাতসমুদ্র পেরিয়ে সুদূর প্যারিস থেকে কোচবিহারের তুফানগঞ্জে বন্ধু মন্টির খোঁজে আসা এক তরুণ। সামাজিক মাধ্যমে যা ভাইরাল হতে বেশি সময় নেয়নি। পথ দুর্ঘটনায় জখম বন্ধুর পাশে থেকে নতুন দৃষ্টান্ত সকলের কাছে তুলে ধরেছে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জের জামালদহ তুলসীদেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা।

গত শনিবার রাতে জামালদহ থেকে জোড়শিমুলি রাসমেলায় যাওয়ার পথে কেসারহাটি সংলগ্ন এলাকায় মোটরবাইকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন গুরুতর জখম হন জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের বগেরডাঙ্গার মনোরঞ্জন কুণ্ডার। দুর্ঘটনার রাতেই জামালদহ তুলসীদেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র মনোরঞ্জনকে জামালদহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় শিলিগুড়িতে। বর্তমানে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে মনোরঞ্জন। আঘাত এতটাই গুরুতর যে এখনও পর্যন্ত মনোরঞ্জন চোখ খুলতে পারেনি। করতে হবে জটিল অস্ত্রোপচার। নার্সিংহোমে মনোরঞ্জনকে ভর্তি করার পর পরিবার বুঝতে পেরেছে চিকিৎসার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। ছেলের চিকিৎসার জন্য সকলের কাছে আর্থিক সাহায্য চাইছেন পরিযায়ী শ্রমিক বাবা।

বন্ধুর পথ দুর্ঘটনার কথা শুনে চিন্তায় ঘুম নেই সহপাঠীদেরও। প্রিয় বন্ধুর এমন অবস্থায় তার চিকিৎসার জন্য অর্থের ব্যবস্থা করতে প্ল্যাকার্ড হাতে বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন তারই সহপাঠী দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা। সঙ্গ দিয়েছে একাদশ শ্রেণির কিছু পড়ুয়াও। তাদের মধ্যে দিজু বর্মন, লিজা সরকার, সমীরণ রায়বীরারা জানাচ্ছে, তারা সকলে মিলে প্রথমে বিদ্যালয়ে, তারপর জামালদহ বাজার, বাজার সংলগ্ন বাড়িগুলিতে গিয়ে চিকিৎসার জন্য অর্থসংগ্রহ করছে। পাশাপাশি, নিজেদের জমানো টাকাও বন্ধুর চিকিৎসার জন্য দিয়েছে। কয়েকদিন ধরে যে অর্থসংগ্রহ হবে, তার সমস্তটাই ব্যয় হবে মনোরঞ্জনের চিকিৎসার জন্য।

ছাত্রের এমন অবস্থার কথা শুনে চিন্তিত বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুনীল দাস সহ অন্য শিক্ষকরা। এদিন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের পাশাপাশি সহকারী শিক্ষকরাও ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। সুনীল দাস বলেন, 'মনোরঞ্জনের এই অবস্থায় যেভাবে তার সহপাঠীরা পাশে দাঁড়িয়েছে, তা আগামীদিনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।'

বন্ধুর চিকিৎসায় অর্থের জন্য মানুষের দুয়ারে সহপাঠীরা। মঙ্গলবার।

মানবিক উদ্যোগ

- পথ দুর্ঘটনায় জখম দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র মনোরঞ্জনের চিকিৎসা চলছে শিলিগুড়িতে
- অস্ত্রোপচার প্রয়োজন, চিকিৎসা খরচ প্রচুর, অসহায় অবস্থায় মনোরঞ্জনের পরিবার
- বন্ধুর জন্য অর্থসংগ্রহে নেমেছে জামালদহ তুলসীদেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা

কুয়াশামাখা শীতের সকাল।। *মঙ্গলবার ফুলবাড়িতে শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি।*

পদ্মের গোপন বৈঠকে যাবে তৃণমূলের ‘গোয়েন্দা’

দলীয় বৈঠকে নিদান উদয়নের

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর : বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির গোপন বৈঠকে দলীয় ‘গোয়েন্দা’ রাখার নির্দেশ দিলেন উদয়ন গুহ। সেখানে কী আলোচনা হচ্ছে তা ‘দাওয়াই’ দিয়ে বের করে নিয়ে আসার কথা বলে ফের বিতর্কে জড়ালেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বিজেপিকে উদ্দেশ্য করে উদয়ন বলেন, ‘ওরা ঘর বন্ধ করে বিভিন্ন জায়গায় বৈঠক করছে। ঘরের পাশে গোয়েন্দা রাখতে হবে। কারা কারা যাচ্ছে, কী আলোচনা করছে সেই ছবি সংগ্রহ করতে হবে। পরে ওদের একটু দাওয়াই দিয়ে কী আলোচনা হচ্ছে সেটা বের করে আনতে হবে।’

উদয়নের ‘দাওয়াই’ তত্ত্ব প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ভোটের আগে রাজনৈতিক অশান্তি ছড়াতেই উদয়ন উসকানিমূলক কথা বলছেন বলে বিজেপি অভিযোগ তুলেছে। দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেছেন, ‘বিজেপির বৈঠক বিজেপি করবেই। উদয়নবাবুর গোয়েন্দা রাখা ও দাওয়াই দেওয়ার পলিসি এখানে কাজ করবে না।’ উদয়নের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ভাষণ রাখতে গিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগ আগেও একাধিকবার উঠেছে। মঙ্গলবার দলের জেলা ও ব্লক নেতৃত্বকে পাশে বসিয়েই উদয়ন ‘দাওয়াই’ দেওয়ার কথাটি বলেছেন। বিধানসভা ভোট এগিয়ে আসছে। এসআইআর প্রক্রিয়াও চলছে। নির্বাচন কমিশনের কলকাঠিতেই এসআইআর প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে উদয়ন অভিযোগ তোলেন এদিন। তিনি বলেন, ‘ভোটের মুখে এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জটিল পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে। এপ্রিলের মধ্যে রাজ্যে ভোট না হলে রাষ্ট্রপতি শাসন হবে। এখন সেটাই করার চেষ্টা চালাচ্ছে ওরা। তারপর নিজেদের খুশিমতো ভোট করাবে ওরা।’ উদয়ন আরও বলেন, ‘আমাদের একইসঙ্গে এসআইআর ও ভোটের কাজ করতে হবে। ভোটের প্রস্তুতি এখন থেকেই নিতে হবে।’

ভোটের প্রস্তুতির কথা বলতে গিয়ে পদ্মের বৈঠকে নিজেদের লোক ঢুকিয়ে খবর বের করে আনা এবং ‘দাওয়াই’ দেওয়ার মতো মন্তব্য করে বিতর্কের সৃষ্টি করলেন উদয়ন। বিধানসভা ভোটের সময় যতই এগিয়ে আসছে ততই জেলায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটছে। এদিনও কোচবিহার-১ ব্লকের একাধিক জায়গায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূল অভিযোগ অস্বীকার করলেও বিজেপির বক্তব্য, এর পেছনে তৃণমূলের শীর্ষ নেতাদেরই উসকানি রয়েছে।

রবীন্দ্র ভবনে দলীয় কর্মসূচিতে উদয়ন গুহ। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

> ওরা ঘর বন্ধ করে বিভিন্ন জায়গায় বৈঠক করছে। ঘরের পাশে গোয়েন্দা রাখতে হবে। কারা কারা যাচ্ছে, কী আলোচনা করছে সেই ছবি সংগ্রহ করতে হবে। পরে ওদের একটু দাওয়াই দিয়ে কী আলোচনা হচ্ছে সেটা বের করে আনতে হবে।
>
> **উদয়ন গুহ**

> বিজেপির বৈঠক বিজেপি করবেই। উদয়নবাবুর গোয়েন্দা রাখা ও দাওয়াই দেওয়ার পলিসি এখানে কাজ করবে না।
>
> **অভিজিৎ বর্মন**
> *জেলা সভাপতি, বিজেপি*

নির্মমতার দুই কাহিনী

দুই কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ায় অত্যাচার

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২ ডিসেম্বর : এক গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধারে খুনের অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। দুই কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় জাসমিনকে (২১) খুন করা হয়েছে বলে তাঁর বাপের বাড়ির অভিযোগ। শ্বশুরবাড়ি থেকেই জাসমিনের দেহ উদ্ধার হয় মঙ্গলবার। জাসমিনের মায়ের অভিযোগ, গলায় ফাঁসের দাগ যেমন ছিল, তেমনই শরীরের একাধিক জায়গায় মারধরের চিহ্ন স্পষ্ট। জাসমিনের মৃত্যুতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় স্বামী জাহাঙ্গির আলম, শ্বশুর রফিকুল ইসলাম, শাশুড়ি তানজেরা বিবি ও এক আত্মীয় খালেদা খাতুনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের হয়। তবে অভিযুক্তরা গা-ঢাকা দেওয়ায় পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে এক পুলিশ আধিকারিক জানান।

কয়েক বছর আগে হরিশ্চন্দ্রপুরের তিওরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা হেসামুদ্দিনের মেয়ে জাসমিনের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী গ্রাম তেলজাননার জাহাঙ্গিরের বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে পরপর দুটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন জাসমিন। তারপর থেকেই জাসমিনের উপর শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন চলত বলে অভিযোগ। এমন অভিযোগে কয়েকবার দুই পক্ষকে নিয়ে গ্রামে সালিশি সভায় সমস্যা মেটানো হয়েছে। যৌতুক বাবদ বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য জাসমিনের ওপর জাহাঙ্গির চাপ সৃষ্টি করতেন বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার তেলজাননার বাসিন্দাদের কাছ থেকে মেয়েকে মারধরের অভিযোগ পান জাসমিনের বাপের বাড়ির লোকজন। তাঁরা মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে ছুটে এসে দেখেন, জাসমিনের দেহ পড়ে রয়েছে বারান্দায় একটি খাটের ওপর। এরপরেই জাসমিনের বাপের বাড়ির লোকজন খুনের অভিযোগ তোলেন।

জাসমিনের মা আকতারা বিবি বলেন, ‘বিয়ের পর থেকেই জামাই মেয়েকে বিভিন্ন সময় মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন করত। মেয়ে থাকতে চাইত না। মাঝে মাঝেই জামাই টাকার দাবি করত। টাকা ছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জিনিসের দাবি করেছে, যা আমরা যথাসাধ্য মিটিয়েছি। কিন্তু তবুও অত্যাচার কমেনি। এবার আমার মেয়েটাকে মেরেই ফেলল।’ জাসমিনের কাকিমা নারীজা বিবি বলেন, ‘বিয়ের প্রথম দিকে সবকিছু ঠিক ছিল। কিন্তু পরপর দুই মেয়ের জন্ম দেওয়ায় জাসমিনের ওপর অত্যাচার শুরু হয়, দাবি করা হয় টাকা। শুধু জামাই নয়, খুনে যুক্ত ওর বাবা এবং মা। মা হারা নাবালিকা মেয়ে দুটোর কী হবে, বুঝতে পারছি না।’

এলাকার বাসিন্দা প্রবীণ শিক্ষক আবদুল ওয়াহাব বলছেন, ‘পণপ্রথার জন্য আজও গ্রামেগঞ্জে কত শত মেয়েকে অত্যাচারিত হতে হচ্ছে। কোথাও নীরবে তাঁরা মুখ বুজে সহ্য করছেন, কোথাও তাঁরা নিজের জীবন দিয়ে সমাজের সামনে প্রশ্ন রেখে যাচ্ছেন।’ হরিশ্চন্দ্রপুর উন্নয়ন সমিতির আহ্বায়ক মফিজউদ্দিন আহমেদের বক্তব্য, ‘এখনও অনেক পরিবারে কন্যাসন্তানকে বঞ্চিত রাখা হয়। অনেক পরিবারে কন্যাসন্তানের জন্মদাত্রী মায়ের উপর নেমে আসে হিংসার কোপ। হরিশ্চন্দ্রপুরের এই ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। আমরা চাইব প্রশাসন দৃঢ় পদক্ষেপ করুক।’

মালদা

ঘটনার নেপথ্যে

- দুই কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার পর থেকে শুরু জাসমিনের ওপর অত্যাচার
- বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্যও চাপ সৃষ্টি করতেন স্বামী জাহাঙ্গির
- একাধিকবার দুই পক্ষকে নিয়ে সমস্যা মেটানো হয়েছে গ্রাম্য সালিশি সভায়
- খুনের অভিযোগে তদন্তের পাশাপাশি তল্লাশি পুলিশের, অভিযুক্তরা ফেরার

শিশু খুনে অভিযুক্ত মা

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ২ ডিসেম্বর : চারটি সন্তানের পর ফের প্রসব। সদ্যোজাতকে খুন করে মাটিতে পুঁতে দেওয়ার চেষ্টা মায়ের। অভিযুক্ত মা পলাতক। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর মাঝগ্রাম খালধুরা এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ। খালধুরা এলাকার দম্পতি রেজিনা বেগম ও জিয়ারুল হক। তাঁদের একটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে রয়েছে। তার মধ্যে এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে বছরকয়েক হল। পেশায় সবজি বিক্রেতা জিয়ারুল প্রতিদিন সকালে সবজির ব্যবসার কাজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাসকয়েক ধরেই ফের গর্ভবতী ছিলেন রেজিনা। প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবারও কাজে বেরিয়ে যান জিয়ারুল। সকাল আটটা নাগাদ নিজের বাড়িতেই পুত্রসন্তান প্রসব করেন রেজিনা। অভিযোগ, এরপরই রেজিনা বাড়ির পাশের মাঠে গর্ত খুঁড়ছিলেন কোদাল দিয়ে। নিজের সদ্যোজাত সন্তানকে সেই গর্তে মাটি চাপা দিতে গেলে বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসে। তাঁরা হইচই শুরু করতেই মৃত সন্তানকে বাড়ির বারান্দায় কাপড় চাপা দিয়ে ফেলে রেখে উধাও হয়ে যান রেজিনা। বিষয়টি তখনই প্রকাশ্যে আসে। ভিড় জমে যায় এলাকায়। খবর দেওয়া হয় ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশকে।

জলপাইগুড়ি

ঘটনার খবর পেয়ে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে শিশুটির দেহ উদ্ধার করে খোঁজ শুরু করে মায়ের। তবে এদিন রাত পর্যন্ত রেজিনার খোঁজ মেলেনি। জিয়ারুল হকও বাড়িতে না আসায় তাঁরও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এদিন ঘটনার পর দুপুর তিনটে নাগাদ বাড়িতে ফেরে রেজিনা বেগমের মেজো মেয়ে। মামণি স্থানীয় একটি হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী। বাড়িতে পরিস্থিতি দেখে হকচকিয়ে যায় সে। সে জানায়, এদিন সকালে বাবার সঙ্গেই সে স্কুলে রওনা হয়ে গিয়েছিল। তাই কী ঘটেছে, তার জানা নেই। স্থানীয় দলাবাড়ি সাব-সেন্টারের কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট গিরিবালা রায় জানান, মাসকয়েক আগে স্থানীয়দের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন রেজিনা বেগম গর্ভবতী। খবর পেয়ে তিনি তাঁর বাড়িতে গিয়ে শারীরিক বিভিন্ন পরীক্ষা করতে চাইলেও তাতে রাজি হননি ওই মহিলা। এদিন গোটা বিষয়টি গ্রামবাসীদের মারফত শুনেছেন তিনি।

গাইনিকলজিস্ট দুলাল গোপ বলেন, ‘মা শারীরিকভাবে সক্ষম থাকলে নিজের সদ্যোজাত সন্তানের নাড়ি নিজেই কাটতে পারেন।’

প্রতিবেশীরাই জানিয়েছেন, বছর দেড়েক আগেও ওই বাড়ি থেকে আরেকটি সদ্যোজাত শিশুর দেহ উদ্ধার হয়েছিল। তখন রেজিনা বলেছিলেন, তিনি মৃত সন্তান প্রসব করেছিলেন। সেই সন্তানকেও তিনি মেরে ফেলেছিলেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে এই ঘটনার পর।

পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মিন্টু রায় বলেন, ‘কিছুতেই মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। প্রশাসনের খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।’

টুকরো খবর

পথ দুর্ঘটনা

নিশিগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : সোমবার রাত দশটা নাগাদ মাথাভাঙ্গা-কোচবিহার রাজ্য সড়কের নিশিগঞ্জ শিক্ষকপল্লি এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে একটি টোটো। টোটোচালক সহ চার যাত্রী আহত হন। পুলিশ ও স্থানীয়রা জখমদের উদ্ধার করে নিশিগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে তাঁদের কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আহতরা প্রত্যেকে ঘোকসাডাঙ্গা থানা এলাকার বাসিন্দা। নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

লাঠালাঠি

নিশিগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোজনেরছড়া গ্রামে মানসাই নদীর চর দখলকে কেন্দ্র করে চাষিদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়। তরমুজ চাষের জন্য চর দখল করতে গেলে দু’পক্ষের চাষিদের তর্কাতর্কি থেকে লাঠিসোঁটা নিয়ে মারধর শুরু হয়। উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। একপক্ষের চাষিদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে যে চরে তাঁরা চাষ করছেন, সেটি অন্যপক্ষ জোর করে দখল করতে চেয়েছিল। যদিও পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

মক টেস্ট

কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর : পরীক্ষার নিয়ম সম্পর্কে জানিয়ে, ভয় দূর করতে মাধ্যমিক মক টেস্ট আয়োজন করল নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি। মঙ্গলবার সংগঠনের তরফে কোচবিহারে সাংবাদিক বৈঠক করে জানানো হয়েছে, ১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ইংরেজি, অঙ্ক এবং ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষা নেওয়া হবে। বেলা ১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত পরীক্ষার আয়োজন করেছে সংগঠন।

নগর পরিক্রমা

পারডুবি, ২ ডিসেম্বর : পারডুবির বিশ্বশর্মাপাড়ায় মঙ্গলবার সকালে শেষ হল ২৪ প্রহরব্যাপী মহানামযজ্ঞ অনুষ্ঠান। শনিবার থেকে শুরু হয় এই উৎসব। অন্য বছরের মতো এবছরও কার্তিক মাসজুড়ে ভোরের নগরসংকীর্তন হয় শহরে। তার সমাপ্তি উপলক্ষ্যেই এই আয়োজন। এদিন এলাকার বিভিন্ন রাস্তায় পরিক্রমা করা হয়।

রেষারেষির জেরে বিপজ্জনক পরিস্থিতি

গাড়িচালকদের আটক করে মুচলেকা

পারডুবি, ২ ডিসেম্বর : দুটি চারচাকার যাত্রীবাহী গাড়ির মধ্যে রেষারেষি এবং একসময় ধাক্কাধাক্কির ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। মঙ্গলবার সকালে মাথাভাঙ্গা-ফালাকাটা রাজ্য সড়কে পারডুবির ভানুরকুঠি মোড় এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। এমন বিপজ্জনক দৃশ্য দেখে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত পথে নেমে গাড়ি দুটিকে থামান এবং ঘিরে ধরেন। খবর যায় ঘোকসাডাঙ্গা থানায়। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গাড়িগুলির মধ্যে ওভারটেকিংয়ের প্রতিযোগিতা দিন-দিন বাড়ছে। পুজোর মুখে পারডুবির হাসপাতাল মোড় এলাকায় দুটি গাড়ির রেষারেষির জেরে নয়ানজুলিতে একটি গাড়ি উলটে আহত হয়েছিলেন অন্তত ১০ জন। মঙ্গলবার ফের সেরকমই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, এসব গাড়িতে প্রায়ই নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ তোলেন যাত্রী, পথচারীরা। এদিন গাড়ি দুটি ফালাকাটার দিক থেকে মাথাভাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল। রেষারেষি অনেকক্ষণ ধরেই চলছিল বলে খবর। একটা সময় একটি অপরটির পেছনে ধাক্কা মারে। তেমন কোনও বড় দুর্ঘটনা বা প্রাণহানি ঘটেনি, তবে ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যাত্রীদের মধ্যে। ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা গাড়ি দুটি থামিয়ে চালকদের ওপর ক্ষোভ উগরে দেন। চাওয়া হয় কৈফিয়ত। বাধ্য করা হয় মুচলেকা দিতে।

স্থানীয়দের দাবি ছিল, এমন বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো যাবে না। লিখিত আকারে এই প্রতিশ্রুতি দিলে তবেই গাড়ি ছাড়া হবে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ভবিষ্যতে এমন বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাবেন না বলে চালকরা স্থানীয়দের মুচলেকায় জানান। এরপরই স্থানীয়রা গাড়ি দুটিকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। এলাকার বাসিন্দা রবীন্দ্র রায় বলেন, এসব যাত্রীবাহী গাড়ি ঠিকমতো চলুক, কোনও আপত্তি নেই। তবে নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পথ নিরাপত্তা শিকেয় উঠিয়ে চলাচলে কোনওভাবেই ছাড় নয়। চালকদের সেই বার্তা দেওয়া হয়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের আশা, এই ঘটনাটি শিক্ষা হয়ে থাকবে অন্যান্য গাড়ির চালকদের কাছেও। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

পারডুবির ভানুরকুঠি মোড় এলাকায় আটক দুই গাড়ি।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মাতৃক্রোড়ে।। হলদিবাড়ি হাসপাতাল মোড়ে ছবিটি তুলেছেন পূর্ণেন্দু রায়।

‘জঞ্জালমুক্ত’ গ্রাম পঞ্চায়েতে আবর্জনার পাহাড়

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ২ ডিসেম্বর : ‘জঞ্জালমুক্ত’ গ্রাম পঞ্চায়েতে জমে রয়েছে পাহাড় সমান জঞ্জাল! গত ৩১ অক্টোবর কোচবিহার জেলা পরিষদের তরফে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের নয়ারহাটকে জঞ্জালমুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবে ঘোষণা করা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিচ্ছন্নতা ও স্থায়ী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দেখে জেলা পরিষদের তরফে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে বাস্তবের ছবিটা কিন্তু একেবারেই অন্যরকম। গত ছ’মাস ধরে আবর্জনা জমে রয়েছে সুটুঙ্গা নদীর তীরবর্তী নয়ারহাট বাজার এলাকায়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, কেন ভালো করে খতিয়ে না দেখে জঞ্জালমুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত ঘোষণা করে দেওয়া হল?

এদিকে নয়ারহাট বাজার থেকে কিছুটা দূরেই রয়েছে স্থায়ী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। কিন্তু বর্জ্য সংগ্রহ না হওয়ায় বাজার চত্বরই হয়ে উঠেছে অলিখিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড। দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বিষয়টি নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান মাম্পি বর্মনকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় তাঁর কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। যদিও আগে তিনি দাবি করেছেন, বাজারে জমে থাকা বর্জ্য আনতে যাওয়ার পথে উপনী নদীর ওপর একটি সেতু পেরোতে হয়। বর্তমানে সেই সেতুটি দুর্বল অবস্থায় থাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সে কারণেই সেতু পেরিয়ে বর্জ্য পরিবহণ বন্ধ রাখা হয়েছে।

এদিকে তৃণমূলের নয়ারহাট অঞ্চল সভাপতি হিমাদ্রি রায়বর্মা বললেন, ‘বাজার চত্বরে জমে থাকা জঞ্জাল সরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নয়ারহাট ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত জঞ্জালের সমস্যা মেটানো হবে।’

জঞ্জাল সমস্যা নিয়ে তৃণমূলকে বিঁধেছে বিজেপি। দলের কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্য আশুতোষ সরকারের প্রতিক্রিয়া, ‘নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতকে জঞ্জালমুক্ত ঘোষণা করা হলেও, বাজারে পরিচ্ছন্নতার কোনও ব্যাপার নেই। এমনকি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের কোনও সদিচ্ছাও নেই।’

মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের সবচেয়ে বড় বাজার এটি। দিনদিন বাজারের আয়তন আরও বাড়ছে। সপ্তাহে দু’দিন হাটও বসে এখানে। গবাদিপশু, সবজি, আনাজ সবই বেচাকেনা হয়। স্বাভাবিকভাবে বাজার চত্বরে নিত্যদিন প্রচুর পরিমাণে আবর্জনা জমা হয়। পরে সেগুলিই জড়ো করে ফেলে রাখা হচ্ছে নদীর ধারে, বাজারের আনাচেকানাচে।

বাজারে দোকান রয়েছে দয়াল বর্মনের। তাঁর কথায়, ‘আবর্জনার গন্ধে দোকানে বসে থাকাই দায় হয়ে পড়ছে। সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হোক প্রশাসন।’ নয়ারহাট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, ‘বিষয়টি একাধিকবার স্থানীয় প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে। ফের যোগাযোগ করা হবে।’ অন্যদিকে, ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক শম্ভুনাথ সিংহ জানালেন, নদীর কোলে ফেলে রাখা বর্জ্য বর্ষার সময় নদীতে ভেসে যায়। ফলে নদীর জলও দূষিত হয়। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

সুটুঙ্গা নদীর কোলে আবর্জনা। নয়ারহাট বাজারে।

এই রাস্তা সংস্কারের দাবি উঠেছে। - সংবাদচিত্র

রাস্তা সংস্কারের দাবি পুঁটিমারিতে

দিনহাটা, ২ ডিসেম্বর : প্রায় ৫ বছর সময় পার হয়ে গেলেও রাস্তা ঢালাই করা হয়নি। ফলে বিভিন্ন জায়গায় ভেঙে গিয়ে রাস্তাটির অবস্থা বেশ খারাপ। ছবিটি পুঁটিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিপাড়ার সর্বহারা ক্লাবের পাশ দিয়ে যাওয়া রাস্তাটির। প্রায় ১ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তার এমন অবস্থা যে অ্যাম্বুল্যান্স ও দমকল ঢোকার ক্ষেত্রেও সমস্যা হয়। ফলে এলাকাবাসীর নাজেহাল অবস্থা। দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

যদিও পুঁটিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুরাইয়া বিবি বলেন, ‘রাস্তার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই রাস্তাটি পাকা করা হবে। কাজ শেষ হয়ে গেলে গ্রামবাসীর আর সমস্যা হবে না।’

এই রাস্তার পাশে স্কুলের পাশাপাশি একাধিক মৃৎশিল্পের কারখানাও রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা লক্ষ্মী সূত্রধরের কথায়, ‘বর্ষাকালে এই রাস্তায় হাঁটাচলা করা দায়। প্রায় ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে রাস্তার এমন দশা। একাধিকবার মাপজোখ করা হলেও রাস্তার কাজ শুরু হয়নি।’

বাতিহীন বাঁধের রাস্তায় অসামাজিক কাজ

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : মেখলিগঞ্জ শহর থেকে মিনিট দশেকের দূরত্বে অবস্থিত রাজ্যের দীর্ঘতম সেতু জয়ী। সেতুর দক্ষিণে কিছুটা দূর পর্যন্ত একটি পাড়বাঁধ রয়েছে। অন্যদিকে উত্তর দিকের পাড়বাঁধ গিয়ে মিশেছে নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। দুই বাঁধেই নেই আলোর ব্যবস্থা। ফলে সন্ধ্যার পর অসামাজিক কাজের ঘাঁটি হয়ে উঠছে ওই এলাকা। পুলিশ সেখানে নিয়মিত টহল দিলেও আলোর অভাব প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। বিগত দিনে পুলিশ ওই বাঁধেই ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল। এলাকার সুরক্ষায় দ্রুত বাঁধে আলোর দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাছাড়া, আলো থাকলে ভান্ডানি ও তৎসংলগ্ন এলাকার মানুষ খুব সহজেই বাঁধ ধরে সরাসরি জয়ী সেতু এলাকা ও হলদিবাড়ি যেতে পারবেন।

বাঁধ সংলগ্ন পানীয়ার চরের বাসিন্দা জাভেদ প্রামাণিক বলেন, ‘সেতুর দু’পাশের বাঁধ সন্ধ্যা হলেই অন্ধকারে ডুবে যায়। সেই সুযোগে অনেকেই বিভিন্ন খারাপ উদ্দেশ্যে এলাকায় যাতায়াত করে। পুলিশ টহল দেয় ঠিকই। কিন্তু অন্ধকারের জন্য সমস্যা হয়। একই কারণে সমস্যা হয় বাঁধ দিয়ে যাতায়াতেও। তাই পথবাতির ভীষণ প্রয়োজন।’

নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা সুশান্ত বর্মনের মন্তব্য, ‘যখন জয়ী সেতু হয়, তখন নিজতরফবাসীর যাতায়াতের সুবিধার্থে উত্তর দিকের পাড়বাঁধের রাস্তা একরকম উপহার দেওয়া হয়েছিল। তারপর প্রায় চার বছর কেটে গিয়েছে। সন্ধ্যার পর আলো না থাকার কারণে বাঁধ ধরে যাতায়াত করা যায় না। তাই আমাদের দাবি দ্রুত বাঁধের রাস্তা পাকা করে সেখানে সোলার লাইটের ব্যবস্থা করা হোক।’ তাতে দুই কিমি পথ অতিক্রম করলেই ভান্ডানি বাজার থেকে জয়ী সেতু কিংবা হলদিবাড়ি যাওয়া যাবে। নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গীতা অধিকারীর দাবি, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ কয়েকমাস আগে যখন জয়ী সেতু এলাকায় এসেছিলেন, তখন তাঁরা এই দাবি তাঁর কাছে তুলে ধরেছিলেন। মন্ত্রী বিধায়কের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

মেখলিগঞ্জ পিডব্লিউডির তিস্তা ব্রিজ কনস্ট্রাকশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সামাদ আলির বক্তব্য, আলোর বিষয়টি পিডব্লিউডির ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগ দেখে, তাই তাদের এই দাবি জানাতে হবে।

পথবাতিহীন জয়ী সেতুর পাড়বাঁধ।

যুগলের সাজা

মাত্র ১০০ টাকা নিয়ে বচসা। তার জেরে খুন হতে হয়েছিল ২৩ বছরের তরুণকে। ২০১৯ সালের ঘটনা। খুনের ছয় বছর পর সাজা ঘোষণা করল চুঁচুড়া আদালত। অভিযুক্ত যুগলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ঘোষণা করা হয়েছে।

টোটো চুরি

পুলিশের গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে হাওড়ার আন্দুলে টোটো চুরির অভিযোগ উঠেছে। এই নিয়ে নাজিরগঞ্জ থানায় টোটোচালক অভিযোগ দায়ের করেছেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কংগ্রেসের চিঠি

ওয়াকফ সংশোধনী আইন এরাজ্যে কার্যকর না করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের পরও কেন এই আইন কার্যকর হচ্ছে, তা নিয়েই তাঁর প্রশ্ন।

বহুতল-বৈঠক

ভবানীপুর সহ একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রের আবাসনের বাসিন্দাদের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে তৃণমূল। বিজেপির অভিযোগ নস্যাৎ করতে বুধবার বহুতলবাসীদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন ফিরহাদ হাকিম।

শীতের সকালে হলুদ পথে যাত্রা। মঙ্গলবার নদিয়ায়। -পিটিআই।

নির্বাচন কমিশন রিপোর্ট চাইতেই তথ্য বদল

মৃতহীন বুথের সংখ্যা কমে ৪৮০

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : কমিশনের গুঁতোয় ২৪ ঘণ্টায় মৃত বুথে ফিরল জীবন্ত ভোটার। সোমবার কমিশন জানিয়েছিল ২২০৮টি বুথে কোনও মৃত, স্থানান্তরিত বা ডুপ্লিকেট ভোটার খুঁজে পাওয়া যায়নি। অথচ মঙ্গলবারই অভিযুক্ত বুথগুলির সংশোধিত রিপোর্টে মৃতহীন বুথের সংখ্যা একধাক্কায় ২২০৮ থেকে কমে হল ৪৮০। ভুল সংশোধন করতে আপলোড করা তথ্যে 'এডিট' করার জন্য বিএলওদের শেষ সুযোগ দিয়েছিল কমিশন। তারপরেই এদিন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় মৃত বুথের সংখ্যা কমল।

গতকাল পর্যন্ত ডিজিটাইজড এনুমারেশন ফর্মের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনই এই তথ্য জানিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিককে এই ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। কারণ, কমিশনের সেই নির্দেশের প্রেক্ষিতেই সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচনি আধিকারিকদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সন্দেহজনক ওই বুথগুলির তথ্য যাচাই করে দেখে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। সিইও দপ্তর সূত্রে মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত যে তথ্য মিলেছে, তাতে মৃতহীন বুথের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৪৮০। মঙ্গলবার রাত ১২টা পর্যন্ত সেই সংখ্যা আরও কিছুটা বাড়তে পারে বলেই মনে করছেন দপ্তরের আধিকারিকরা।

অভিযুক্ত ২২০৮টি বুথের মধ্যে সব থেকে বেশি মৃতহীন বুথ ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনায় (৭৬০টি)। সিইও দপ্তরের নির্দেশ পাওয়ার পর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ৭টা পর্যন্ত ওই জেলা থেকে যে রিপোর্ট এসেছে, সেখানে মোট সংখ্যায় বিরাট কিছু ফারাক না হলেও জেলার নির্দিষ্ট কিছু বিধানসভায় এই সন্দেহজনক বুথগুলির অস্তিত্ব মিলেছে। যেমন রায়দিঘিতে ৬৬টি বুথ, কুলপিতে ৫৮টি, পাথরপ্রতিমায় ১৫টি এবং মগরাহাটে ২০টি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিনই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার কুলতলির বিডিওর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের একটি কথোপকথন সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। শুভেন্দুর ওই পোস্টে মৃত ভোটারদের নাম বাদ না দেওয়ার জন্যে বিএলওদের চাপ দিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট বিডিও। এমনটাই দাবি করা হয়েছে। যদিও ওই অডিও টেপের সত্যতা যাচাই করেনি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'। রাজ্যে রোল অবজারভার সুব্রত গুপ্ত বলেন, শুভেন্দুর অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিডিওর কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। বিজেপির দাবি, মৃত ভোটারদের নাম রেখে দেওয়ার জন্যে বিএলওদের ওপরে বিডিও বা প্রশাসনের একাংশ চাপ সৃষ্টি করছেন। শুধু দক্ষিণ ২৪ পরগনা নয়, রাজ্যজুড়েই ভোটার তালিকা সংশোধনে মৃত ভোটারদের বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে মরিয়া তৃণমূল।

এদিন সিইও দপ্তর জানিয়েছে, কয়েকদিন ধরেই কমিশনের বিএলও অ্যাপের সার্ভারে সমস্যার জেরে ফর্ম আপলোড করতে অসুবিধা হয়। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছে ওই তিনদিনই বিএলও অ্যাপের সার্ভার ঠিকঠাক কাজ করেছে। তবে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মঙ্গলবার নিখোঁজ ভোটারের সংখ্যা আরও কিছুটা বেড়েছে। সোমবার নিখোঁজ ভোটারের সংখ্যা ছিল ৪৩ লক্ষ ৬৪ হাজার। যার মধ্যে মৃত ভোটার ছিল ২১ লক্ষ ৩৬ হাজার। এদিন কমিশন জানিয়েছে, নিখোঁজ ভোটারের মোট সংখ্যা ৪৫ লক্ষ ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত ভোটার উত্তর কলকাতার ১ লক্ষ ৪ হাজার ৭৬ জন। শতাংশের হিসেবে ৬.৯। সবচেয়ে কম মৃত ভোটার রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ২ লক্ষ ৭৯ হাজার। তবে ডিজিটাইজড করা ফর্ম ৯৮ শতাংশের কাছাকাছি।

ভোটে টাকার খেলা হওয়ার আশঙ্কায় আগাম সতর্কতা

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : রাজ্যের বিধানসভা ভোটে বড় মাপের বেআইনি আর্থিক লেনদেন হতেই পারে। এমনটাই আশঙ্কা করছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কেন্দ্র ও রাজ্যের একাধিক আর্থিক হিসেব রক্ষাকারী সংস্থা ও গোয়েন্দা সূত্রের দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এমনটাই মনে করছে কমিশন। সেই কারণে, আটঘাট বেঁধে এখন থেকেই নামতে চায় কমিশন। এই লক্ষ্যে আগামী ১১ ডিসেম্বর রিজার্ভ ব্যাংক, ইনকাম ট্যাক্স, এক্সাইস, নারকোটিক্স সীমান্ত ও উপকূল রক্ষী বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে বড় মাপের সমন্বয় বৈঠক করতে সিইও দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

সাধারণভাবে নির্বাচন ঘোষণার পর এ ধরনের বৈঠক করে থাকে কমিশন। সেদিক থেকে এবারের এই বৈঠকে যথেষ্ট আগেভাগেই হতে চলেছে। শুধু তাই নয়, প্রস্তাবিত এই বৈঠক ধারে ও ভারে অন্যান্য বারের তুলনায় যথেষ্টই বড়। সিইও দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু পুলিশ প্রশাসন বা আর্থিক হিসেব রক্ষাকারী সংস্থাগুলি নয় বিএসএফ, কোস্টগার্ড এবং রেল, সড়ক ও বিমান পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত মোট ২৫টি সংস্থার প্রধানদের নিয়ে এই বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। সিইও দপ্তরের আধিকারিক বলেন, 'রাজ্যে কিছু এলাকায় আইনশৃঙ্খলার সমস্যা থাকলেও গোটা দেশেই নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা এখন আগের মতো আর গুরুতর বিষয় নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনে বেআইনি অর্থের ব্যবহার। নির্বাচনে আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে কমিশনের সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা থাকলেও নানা কৌশলে তা লঙ্ঘিত হচ্ছে। সেই কারণেই এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে চাইছে কমিশন।'

বিহার নির্বাচনে ভোটের মুখে মহিলা ভোটকে মাথায় রেখে বড় ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। তা নিয়ে আপত্তি না করায় কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল বিরোধীরা। ভোটের ফলে দেখা গিয়েছে বিহারের মহিলা ভোট বিপুলভাবে পেয়েছে রাজ্যের শাসকদল। এ রাজ্যের বিধানসভা ভোটেও 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' শাসকদলের অন্যতম হাতিয়ার। সেই অস্ত্রকে ভোতা করতে পালটা প্রতিশ্রুতি দিতে শুরু করেছে বিজেপিও। এই আবহে বিধানসভা ভোটে অর্থের ব্যবহার নিয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে চাইছে কমিশন।

অযোগ্যদের তালিকা খতিয়ে দেখবে কোর্ট

দাগি না হলেও তকমা, অভিযোগে মামলা

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : অযোগ্যদের তালিকায় নাম নেই। আদালত নির্ধারিত অযোগ্য নির্ধারণের ক্যাটিগোরিগুলির মধ্যেও তাঁরা পড়েন না। এই পরিস্থিতিতে নির্দিষ্টভাবে দাগি নন এমন প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করুক কমিশন। এই আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। বিচারপতি অমৃতা সিনহা মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন। এদিকে এসএসসির গ্রুপ সি ও ডি'র অযোগ্যদের তালিকা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে তৈরি হয়েছিল কি না, তা আদালত নির্ধারণ করবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বিচারপতি।

আদালতে কী হল

- নির্দিষ্টভাবে অযোগ্য চিহ্নিত নন সেই তালিকা প্রকাশের আর্জি
- ২০১৬ সালের ওএমআর শিট প্রকাশের আবেদন
- সংরক্ষিত শ্রেণির পরীক্ষার্থী হলে ওই শ্রেণিরই বরাদ্দ সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে
- অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের তালিকা নিয়ম মেনে কি না, তা দেখবে আদালত

ইতিমধ্যেই নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশের অযোগ্যদের বিস্তারিত বিবরণ সহ তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ২০২৫ সালে অংশ নেওয়া সমস্ত প্রার্থীর ওএমআর শিট কমিশনের ওয়েবসাইটে জনসমক্ষে আনার জন্য আপলোড করার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। তবে এদিন আবেদনকারীদের দাবি, র‍্যাংক জাম্প, প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগ, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিয়োগ, ওএমআর কারচুপির অভিযোগকে অযোগ্য নির্ধারণের ক্যাটিগোরি হিসেবে জানানো হয়েছিল। এগুলি ছাড়াও অসদুপায়ে নিয়োগ হলে দাগি হিসেবে বিবেচিত করার কথা। কিন্তু এগুলি ব্যতীত যাঁরা নির্দিষ্টভাবে অযোগ্য চিহ্নিত নন, সেই তালিকা কমিশন প্রকাশ করেনি। আবেদনকারীদের আইনজীবী আদালতে জানান, সুপ্রিম কোর্ট দাগিদের বেতন ফেরতের নির্দেশ দিয়েছিল। এই তালিকা প্রকাশিত না হলে যাঁরা নির্দিষ্টভাবে অযোগ্য নন, তাঁদের কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট রয়ে যাচ্ছে। তাই মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে বিষয়টি বিবেচনা করুক আদালত। এছাড়াও ২০১৬ সালের পরীক্ষার্থীদের ওএমআর প্রকাশ্যে আনতে হবে। আদালত মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে। পরের সপ্তাহে মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও সিলেবাসের বাইরে প্রশ্ন থাকার অভিযোগেও মামলা দায়ের হয়েছে।

অপর একটি মামলায় বিচারপতি সিনহা জানিয়েছেন, সংরক্ষিত শ্রেণির অন্তর্গত পরীক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সমস্ত সুযোগসুবিধা দেওয়া উচিত। যোগ্যতার ভিত্তিতে তাকে জেনারেল ক্যাটিগোরিতে উন্নীত করা হলেও সংরক্ষিত শ্রেণির জন্য তার বরাদ্দ সুযোগ সুবিধাগুলি কেড়ে নেওয়া যায় না। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'ব্যক্তিগত ভিত্তিতেই শ্রেণি গঠিত হয়। ব্যক্তিগত ভিত্তি ছাড়া শ্রেণির অস্তিত্ব থাকে না।' আবেদনকারী সংরক্ষিত শ্রেণির হয়েও তাঁর আবেদন জেনারেল ক্যাটিগোরিতে হওয়ায় বরাদ্দ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তিনি। সেই সংক্রান্ত মামলাতে বিচারপতি এমনটাই জানিয়েছেন।

গ্রুপ সি ও ডি'র নিয়োগ প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। ৪০০-রও বেশি আবেদনকারীর আইনজীবীর অভিযোগ, দাগি না হওয়া সত্ত্বেও আবেদনকারীদের নাম রয়েছে অযোগ্যদের তালিকায়। আদালত নির্ধারিত প্যানেল বহির্ভূত, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিয়োগ, ওএমআর কারচুপি করে যাঁদের চাকরি হয়েছিল, তাঁরা অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত। অথচ আবেদনকারীরা এই ক্যাটিগোরিগুলির আওতায় পড়েন না। বিচারপতি জানিয়েছেন, ওই তালিকা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ঠিকভাবে তৈরি হয়েছিল কি না, তা বিবেচনা করবে আদালত। ৫ ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।

৩২ হাজার বাতিলে রায় আজ

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : বুধবার প্রাথমিকের ৩২ হাজার চাকরি সংক্রান্ত মামলার রায়দান হতে চলেছে। দীর্ঘ শুনানির পর বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ রায়দান স্থগিত রাখে। বুধবার দুপুর ২টোয় মামলাটি রায়দানের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

২০১৪ সালের টেটের ভিত্তিতে ২০১৬ সালে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রায় ৪২,৫০০ জন শিক্ষকের নিয়োগ হয়েছিল। তাতেই অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। ২০২৩ সালের মে মাসে তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে চাকরি বাতিলের পরও তাঁদের কর্মরত থাকতে বলা হয়। বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিন মাসের মধ্যে রাজ্যকে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। তাতে যোগ্য ও উত্তীর্ণ প্রার্থীদের চাকরি বহাল থাকবে। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় পর্ষদ। তৎকালীন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতির সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি শুনানির জন্য ওঠে। ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, একক বেঞ্চের চাকরি বাতিল সংক্রান্ত নির্দেশের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি থাকছে। কিন্তু পর্ষদকে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। একক বেঞ্চ ও ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য ও পর্ষদ। তাদের অভিযোগ, সমস্ত পক্ষের বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তারপরই মামলাটি হাইকোর্টে পাঠানো হয়। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, ডিভিশন বেঞ্চকে সমস্ত পক্ষের বক্তব্য শুনতে হবে। মামলাটি বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে আসে। ১২ নভেম্বর মামলাটি শুনানি শেষ করে রায়দানের জন্য স্থগিত রাখা হয়।

নবম-দশমের ইন্টারভিউয়ের তালিকা সম্ভবত এসপ্তাহেই

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : চলতি সপ্তাহের শেষে নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশের সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলবে একাদশ-দ্বাদশ স্তরের নথি যাচাই প্রক্রিয়া। স্কুল সার্ভিস কমিশন জানিয়েছে, ওইদিন থেকেই ইংরেজি, বাংলার পর এই স্তরে কম্পিউটার সায়েন্স, বাণিজ্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রার্থীরা নিজেদের নাম ও রোল নম্বর দিয়ে ইতিমধ্যেই নিজেদের ইন্টারভিউয়ের তারিখ জানতে পারছেন। ইন্টারভিউ হবে এসএসসির আঞ্চলিক কার্যালয়ে। শিক্ষা দপ্তর থেকে শূন্যপদের চূড়ান্ত তালিকা এলে নবম-দশমের ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশ করা হবে। শিক্ষাকর্মী পদে নিয়োগের জন্য আবেদনের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে।

এসএসসি কর্তাদের একাংশের কথায়, আবেদন সংখ্যা যাতে আরও কিছুটা বাড়ে, সেই কথা মাথায় রেখে এই সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। রবি, সোম ও মঙ্গলবার মিলিয়ে ১১ লক্ষের কাছাকাছি আবেদন জমা পড়েছে বলেই জানা গিয়েছে। ২০১৬ সালে গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি মিলিয়ে এই আবেদনের সংখ্যা ছিল ১৮ লক্ষ। ওই সংখ্যাকে লক্ষ্যমাত্রা ধরেই এগোচ্ছে এসএসসি। তবে নতুন ও পুরোনো আবেদনকারীদের কথায়, মামলার জট ও চাকরির ভবিষ্যৎ- দুই নিয়েই আশঙ্কা থাকায় অনেকেই শিক্ষাকর্মী পদে আবেদনের জন্য এগোচ্ছেন না। আগামী সোমবার বিকাল ৫টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত শিক্ষাকর্মী পদে আবেদন করা যাবে। ওইদিন রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত ফি জমা দিতে পারবেন আবেদনকারীরা। এসএসসির কর্তারা জানিয়েছেন, আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ শেষ হলে আবেদনকারীর সংখ্যা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে।

ওদেরও বাঁচার অধিকার আছে... মঙ্গলবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে প্রতিবাদ। ছবি : রাজীব মণ্ডল

কমিশনের ওপর পালটা চাপ

উন্নয়ন খতিয়ে দেখতে ১০ পর্যবেক্ষক রাজ্যের

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ খতিয়ে দেখতে গত সপ্তাহেই ১৩ জন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করতে গিয়ে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প আটকে যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাই এবার রাজ্য সরকার সচিব পর্যায়ের ১০ জন অফিসারকে উন্নয়নের কাজ খতিয়ে দেখতে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করল। কোন প্রকল্পের অগ্রগতি কতটা হয়েছে, তা নিয়ে প্রতি ১৫ দিন অন্তর তাঁরা মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেবেন। ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের কাজ করতে গিয়ে জেলাগুলিতে উন্নয়নমূলক কাজ যে ধাক্কা খাচ্ছে, সেই অভিযোগ মঙ্গলবার তুলেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নবান্ন সভাঘরের বৈঠকের মধ্যেই তিনি জেলাশাসকদের উদ্দেশে বলেন, 'পর্যবেক্ষকরা তো সমস্ত কাজ খতিয়ে দেখবেনই, কিন্তু আপনারাও উন্নয়নের কাজে কোনও খামতি দেবেন না। ভোটের কাজ যা করছেন করুন, কিন্তু উন্নয়নে কোনও ঘাটতি যেন না হয়।'

> পর্যবেক্ষকরা তো সমস্ত কাজ খতিয়ে দেখবেনই, কিন্তু আপনারাও উন্নয়নের কাজে কোনও খামতি দেবেন না। ভোটের কাজ যা করছেন করুন, কিন্তু উন্নয়নে কোনও ঘাটতি যেন না হয়।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে সোমবার বিকালেই নবান্নে জেলাশাসক, মহকুমাশাসক এবং বিডিওদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ওই বৈঠকেই হঠাৎ করে হাজির হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'মনে রাখবেন আমি আছি। আপনাদের কেউ কিছু করতে পারবে না। আপনারা ভয় পাবেন না।' জেলাশাসকদের সঙ্গে ওই বৈঠকের পরই মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তাকে নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী বছর নির্দিষ্ট সময়েই ভোট হবে বলে ধরে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ফলে মার্চ বা এপ্রিল মাসে ভোটের দিন ঘোষণা হতে পারে। তাই তার আগে উন্নয়নমূলক সমস্ত কাজে গতি আনতে চাইছেন মমতা। সেই লক্ষ্যেই জেলাগুলিতে উন্নয়নের কাজ খতিয়ে দেখতে পর্যবেক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পূর্ত, সেচ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের নিয়ে ১০ জন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। চলতি সপ্তাহ থেকেই তাঁরা জেলা সফরে গিয়ে কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন।

তবে শুধু সচিবরা নন, মুখ্যমন্ত্রী নিজেও মঙ্গলবার থেকে জেলা সফর শুরু করে দিলেন। এদিন নবান্নের বৈঠকের পরই হাওড়ার ডুমুরজোলা স্টেডিয়াম থেকে হেলিকপ্টারে তিনদিনের সফরে মুর্শিদাবাদ ও মালদা সফরে গিয়েছেন। সেখান থেকে ফেরার পর তাঁর গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা ও কোচবিহারে যাওয়ার কথা আছে।

ফের বিতর্কিত মন্তব্য হুমায়ুনের

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : ফের বিতর্কিত মন্তব্য করলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। ৬ ডিসেম্বর তিনি বাবরি মসজিদ শিলান্যাস করার কথা আগেই ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু পুলিশি অনুমতি এখনও মেলেনি। এই নিয়ে বলতে গিয়ে মঙ্গলবার হুমায়ুন বলেন, 'যেভাবে প্রশাসন অনুষ্ঠানে বাধা তৈরি করতে চাইছে তাতে ওই অনুষ্ঠান না করতে পারলে ওইদিন রেজিনগর থেকে বহরমপুর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে দেব।' এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। বেলডাঙার এসডিপিওকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'আপনি আমার কাজে বাধা দিচ্ছেন। যেদিন আপনার কলার ধরে নেব, সেদিন আপনাকে কেউ রক্ষা করার থাকবে না।' তবে এই নিয়ে ওই এসডিপিও বা পুলিশ সুপার কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। প্রসঙ্গত, এদিনই মুর্শিদাবাদ পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই মধ্যে হুমায়ুনের এই বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে তৃণমূলে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : সোমবার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১তম সমাবর্তন উৎসব হল। এদিন এপিজে আবদুল কালাম অডিটোরিয়ামে উৎসবের সূচনা করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিড়লা ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সের উপাচার্য অধ্যাপক ভি রামগোপাল রাও। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য কল্লোল পাল, রেজিস্ট্রার দেবাংশু রায় প্রমুখ। রাজ্যপাল বলেন, 'দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে তরুণ সমাজের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষিত তরুণ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বাংলার লক্ষ্য উৎকর্ষতর হয়ে ওঠা।'

যাদবপুরের নিরাপত্তার দায়িত্বে প্রাক্তন সেনাকর্মীরা

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : ফের বিতর্কে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সম্প্রতি ক্যাম্পাসের অন্দরে মাওবাদী এক নেতার নামে দেওয়াল লিখন দেখা যাওয়ায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক টানাপোড়েন। এই আবহে নিরাপত্তার স্বার্থে নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে ৩০ জন প্রাক্তন সেনাকর্মী নিয়োগ করা হল বিশ্ববিদ্যালয়ে। দু-জন সুপারভাইজারকেও নিয়োগ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ক্যাম্পাসের ভিতরে প্রাক্তন সেনাদের টহলের মতো নজিরবিহীন ঘটনা দেখে রীতিমতো অবাক পড়ুয়ারা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, পড়ুয়া মৃত্যু, হস্টেলে র‍্যাগিং সহ একাধিক ঘটনা ঘিরে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিয়ে যে অস্বস্তি বেড়েছিল, তা কমাতেই নিজেদের নিরাপত্তারক্ষীদের পাশাপাশি রাজ্য সৈনিক বোর্ডের মাধ্যমে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের পাহারা দেওয়ার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে।

রাজ্যের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে এভাবে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের টহল দেওয়ার ঘটনা এই প্রথম। দায়িত্বে থাকা সেনাকর্মীদের কথায়, গোটা ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার দিকে নজর রাখা হবে। যাতে আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর না হয়। নিরস্ত্র অবস্থাতেই তাঁরা ক্যাম্পাসে টহল দেবেন। সম্প্রতি তৃণমূলপন্থী এক অধ্যাপককে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের দায়িত্বে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সুপারিশ করা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। এরই মধ্যে নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে শিক্ষামহল।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার খাতে প্রতি মাসে রাজ্য সরকার প্রায় ৭ লক্ষ টাকা খরচ করবে। উপাচার্য জানিয়েছেন, ১২০ জন প্রার্থীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল নিরাপত্তারক্ষী পদে। প্রশিক্ষিতদের নির্বাচন করে চূড়ান্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনটে শিফটে ১০ জন করে নিরাপত্তারক্ষী কাজ করবেন। তবে নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করা হলেও সিসি ক্যামেরা কবে বসানো হবে, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন পড়ুয়ারা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, সিসি ক্যামেরা বসানোর জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করেছে। দুটি ক্যাম্পাস মিলিয়ে দ্রুত সিসি ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু করা হবে। তবে রেজিস্ট্রারের মেয়াদ ফুরোনোয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান নিয়ে নতুন জটিলতা দেখা গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরকে এবারের অনুষ্ঠানে ডিলিট দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলেও বিসিসিআই তাঁকে যোগদানের অনুমতি দেয়নি। ফলে প্রধান অতিথির তালিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

খেজুর রসের খোঁজে শিউলিরা

চিত্ত মাহাতো

ঝাড়গ্রাম, ২ ডিসেম্বর : শীত পড়তেই খেজুর গুড়ের সন্দেশ, পাটালি, মোয়া ও পায়েসের জোগান দিতে বেরিয়ে পড়েছেন শিউলিরা। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় এসে পৌঁছেছেন তাঁরা। সুতাহাটা, খেজুরি, ময়না, মহিষাদল, শালবনি, মেদিনীপুর সদর ব্লক, বান্দোয়ান, জামবনি, লালগড়, বিনপুর ও বেলপাহাড়ি এলাকায় এরাজ্যের সব থেকে বেশি খেজুর রস সংগ্রহ হয়ে থাকে।

শীত যত বেশি পড়বে, তত বেশি পাওয়া যাবে খেজুরের রস। এবছর শীত ভালোই পড়বে, আবহাওয়া দপ্তরের এমন পূর্বাভাসে ভালো রস সংগ্রহের

ব্যাপারে শিউলিরা অনেকটাই আশাবাদী।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে ঝাড়গ্রামে আসা শিউলি স্বপন বাউরি দীর্ঘদিন খেজুর রস সংগ্রহের কাজ করছেন। তিনি বলেন, 'বর্তমান সময়ে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার কারণে ব্যবসা সবসময় ভালো হয় না। তবু শীত পড়তেই পরিবার নিয়ে খেজুর রস সংগ্রহ করা শুরু করেছি। আগে খেজুর গাছের মালিকরা সামান্য কিছুর বিনিময়ে গাছ থেকে রস সংগ্রহ করতে দিতেন। কিন্তু এখন মোটা অঙ্কের টাকা ও গুড় না দিলে তাঁরা গাছ দিতে চান না। আগে এক একটি এলাকায় দেড় থেকে দু'শোটি খেজুর গাছ পেতাম। এখন সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে একশোতে। ধীরে ধীরে ব্যবসার প্রসার কমলেও পূর্বপুরুষের পেশা ধরে রেখে কোনওরকমে কাজ করে চলেছি।'

শিউলি গোবিন্দ পড়িয়া বলেন, 'সমস্ত জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও খেজুর গুড়ের দাম সেভাবে বাড়েনি। খেজুর রস সংগ্রহ করার পর গুড় তৈরি করতে যেমন সময় লাগে তেমনি প্রচুর জ্বালানির দরকার হয়। এর ফলে লাভ খুব একটা হয় না। এভাবে পুরোনো পেশা ধরে আর কতদিন চলতে পারব জানি না।'

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৯৪ সংখ্যা, বুধবার, ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২

ডেমোক্র্যাসি বনাম ড্রামা

বিদ্রুপ, কটাক্ষ যদি শালীনতার সীমা ছাড়ায়, তখন গণতন্ত্রের বিপন্নতার আভাস ফুটে ওঠে। সংসদীয় গণতন্ত্রে তর্কবিতর্ক, বিভিন্ন দলের মধ্যে চাপানউতোর, পারস্পরিক বিরোধিতা মর্যাদার সঙ্গে ঠাঁই পাওয়ার কথা। কিন্তু সেই সমালোচনার সুযোগকে যদি অপমান করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহলে গণতন্ত্রের মূল সুরের ছন্দপতন ঘটে। ২০২৫ সালে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের সূচনা লগ্ন সেরকমই ছন্দপতনের বার্তা বয়ে আনল।

দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বার্তা দিলেন সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান পুরোহিত ভাবা হয় যাঁকে- সেই প্রধানমন্ত্রী। তিনি যে ভাষায় বিরোধীদের সমালোচনা করলেন, তা একইসঙ্গে বিরোধীদের অমর্যাদা ও তাচ্ছিল্যের শামিল। সংসদে বিরোধীদের সমালোচনার সুর যেন বেঁধে দিতে চাইলেন নরেন্দ্র মোদি। যা সুস্থ গণতন্ত্রে সংসদের গরিমাকে কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছে। তাঁর ভাষায় সংসদে বিরোধীরা আসেন 'নাটক' করতে। শব্দটি চয়নে স্পষ্ট কতটা অপমান করার জন্য শাসকদলকে উসকে দিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী।

তিনি সরাসরি বিরোধীদের বলেছেন, নাটক করতে হলে অন্য জায়গায় গিয়ে করুন। সংসদ নাটক করার জায়গা নয়। এই বার্তায় বিরোধীরা যাই বলতে চাইবে গণতন্ত্রের মন্দিরে, তাকে নাটক বলে নস্যাৎ করার সুযোগ পেয়ে গেল সর্বভারতীয় শাসকদল। সদ্য বিহারে গোহারা হেরেছে বিরোধী জোট। বহুদলীয় গণতন্ত্রে কোনও দল হারতেই পারে। সেজন্য কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া যেমন কাম্য নয়, তেমনই সেই নির্বাচন নিয়ে বিরোধীদের প্রশ্ন তোলার সুযোগকে আগে থেকে বন্ধ করার চেষ্টা গণতন্ত্রসম্মত নয়।

সংসদে এমনকি স্লোগান তুলতেও বিরোধীদের প্রতি নিষেধাজ্ঞার পক্ষে সওয়াল করেছেন প্রধানমন্ত্রী। 'যেখানে হেরে গিয়েছেন, সেখানে গিয়ে স্লোগান দিন কিংবা যেখানে হারার বাকি আছে, সেখানে যেতে পারেন' মন্তব্যটি যুগপৎ ঔদ্ধত্য ও বিরোধীদের অপমানের নামান্তর। ভারতীয় গণতন্ত্রে সংবিধান অনুযায়ী সংসদ মূলত বিরোধী শিবিরের। সেই সাংবিধানিক শর্তটিকে কাঠগড়ায় তুলে দিলেন খোদ দেশের প্রধানমন্ত্রী।

এমন নয় যে, নরেন্দ্র মোদি একা সংসদীয় গণতন্ত্রের কফিনে পেরেক ঠুকছেন। অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তো বটেই, বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা বিভিন্ন সময়ে একই পথের পথিক হয়ে থাকেন। ব্যতিক্রম নয় বাংলা। এরাজ্যে শাসকদল তৃণমূলের নেতারা, এমনকি খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাষায় বিধানসভার অন্দরে বিরোধীদের তাচ্ছিল্য করেন, তা গণতন্ত্রসম্মত নয়। দলীয়ভাবে তাঁরা শুভেন্দু অধিকারীকে গদ্দার বলে সমালোচনা করতেই পারেন, কিন্তু বিরোধী দলনেতা হিসেবে ওই বিশেষণে সমালোচনা করা গণতন্ত্রের মূল ভিতের পরিপন্থী।

দেশের ১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকার চলতি বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) নিয়ে প্রশ্ন বা বিতর্ক কম নয়। তা সত্ত্বেও মানতে হবে যে, এটা একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়ায় সার্বিকভাবে প্রশাসনের যুক্ত থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু 'আমি আছি, ভয় পাবেন না' বলে জেলা শাসকদের উদ্দেশে খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাস গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক ব্যবস্থাটির প্রতি বিরূপ মনোভাবের পরিচায়ক।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে এই মনোভাব প্রকাশ করলে, তা-ও গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করে। যদিও সব সৌজন্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে শীতকালীন অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সার্বিকভাবে গোটা বিরোধী শিবিরের প্রতি নেতিবাচক মন্তব্যগুলিতে। 'হেরেছেন বলে সংসদে অশান্তি করবেন, এটা হতে পারে না' মন্তব্যটি বাস্তবে অধিবেশনের শুরুতেই বিরোধীদের সমালোচনাকে বেঁধে দেওয়া ও কণ্ঠরোধের শামিল।

সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান পুরোহিত প্রধানমন্ত্রী নিজে এভাবে বিরোধীদের কার্যকলাপে লাগাম পরানোর চেষ্টা করলে তার পরিণতি ভয়াবহ। বহুদলীয় গণতন্ত্রের ধারণাটি এতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। গণতন্ত্রের মোড়কে একনায়কত্ব, একদলীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ঝোঁক এর মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা পায়। শুধু বিরোধী শিবির নয়, গণতন্ত্রকামী সাধারণ নাগরিকের চেতনায় এর চেয়ে বড় আঘাত আর কিছু হতে পারে না।

অমৃতধারা

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনি সর্বশক্তিমান। ক্ষুদ্রকে বিশ্বাস কর, ছোটকে মর্যাদা দাও। নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী হও আগে, তারপর ভগবানের কথা অপরকে বলিও। বিশ্বাসে যে অবিচল, কর্মে প্রবল হইতে তাহার অধিক সময় লাগে না। কাম তুচ্ছতা-মুক্ত হইলে প্রেম হইয়া যায়, প্রেম কলঙ্কিত হইলেই কামের রূপ পায়। কুসংসর্গের প্রভাব হইতে নিজেকে প্রাণপণ বিক্রমে বাঁচাইয়া চল। জগৎজোড়া সমস্ত প্রাণীই তোমার বান্ধব, হৃদয়ের প্রেম ডোরে বাঁধিয়া তাহাদের আকর্ষণ কর। জীবিকার্জনের পন্থা হইতে পাপকে দূর করিয়া দাও-তোমার বংশে মহাপুরুষের জন্ম বিনা সাধনাই সম্ভব হইবে। অলসকে কর্মঠ কর, বেকারকে কাজ দাও। চিন্তাহীনের মনে চিন্তার ফোয়ারা ছুটাও, দুশ্চিন্তাকারীর মনে সুচিন্তার সমাবেশ কর।

-শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

আলোচিত

যতদিন মোদি রয়েছেন, ততদিন বিজেপি আছে। ঠিক একইভাবে যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন, ততদিন কেউ কিছু করতে পারবে না। যতদিন মোদি রয়েছেন, পদ্ম ফুল ফুটবে। মোদি চলে গেলে পদ্ম ফুল ফুটবে না। এরকমই আমাদের মমতাদি। দল চলে ওঁর নামে।

- কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল

হায়দরাবাদের একটি কলেজে পরীক্ষা চলাকালীন প্রচুর বই জানলা দিয়ে নীচে ছোড়ার ভিডিও ভাইরাল। অভিযোগ, পরীক্ষার সময় ছাত্ররা 'গণ' টুকলি করছিলেন। পর্যবেক্ষকরা আসছেন শুনে আতঙ্কিত হয়ে জানলা দিয়ে সেগুলি ছুড়ে ফেলেন। কর্তৃপক্ষ টুকলির অভিযোগ উড়িয়েছে।

আজ

১৮৮৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন শহিদ ক্ষুদিরাম বসু।

১৮৮৪

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের জন্ম আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

প্রবচন বলে, কাল করব বলে কিছু ফেলে রাখতে নেই। কাল বললে কালে পায়। উপদেশটি সবার কাছেই মূল্যবান, কিন্তু মার্ক টোয়েনের প্রকৃতি যে অন্য ধাতুতে গড়া, তিনি এই কথাটিই একটু অন্যভাবে ভেবেছেন।

শিকড়সন্ধানী বাবা-মায়ের সন্তান ওবামা

শেখর বসু

স্বনির্ভরতা, স্বাধীনতা এমনি এমনি আসে না। এগুলির চর্চা শুরু করতে হয় প্রথম জীবন থেকেই। শেষ বয়সেও তাহলে পরনির্ভরতা এড়ানো সম্ভব অনেকখানি।

আমার অলস চিন্তায় কয়েক বছর আগের কলকাতার একটা ঘটনাও ভেসে উঠেছিল। আমেরিকায় জন্ম হয়েছে, লেখাপড়া ওই দেশেই, এমন একটি আঠারো বছরের ছেলে কলকাতায় বেড়াতে এসেছে বাবা-মায়ের সঙ্গে। মাঝে মাঝে দেশে আসে, তখন এদিক-ওদিক যতটা পারে দেখে নেয়। সেবার ছেলেটি বাবার লেখাপড়া করার জায়গাগুলো ঘুরেফিরে দেখেছিল। এগুলির মধ্যে ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ, খড়্গপুর আইআইটি।

কথায় কথায় ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোন জিনিসটা এবার তোমার কাছে চমকে ওঠার মতো বলে মনে হয়েছে?

ছেলেটি অদ্ভুত একটি উত্তর দিয়েছিল। বলেছিল, সেদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুকে দেখি, একটি ছেলে বিএ-তে ভর্তি হবে। কিন্তু সে নয়, তার বাবা ভর্তি হওয়ার ফর্ম পূরণ করে দিচ্ছেন। ছেলেটি বাবার পাশে বসে আছে চুপটি করে। এমন দৃশ্য আমেরিকায় আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

আমেরিকার ওই ছেলেটি বাঙালি বাবা-মায়ের স্নেহের বন্ধন কাটিয়ে একটু দূরের একটি অ্যাপার্টমেন্টে একা থেকে উচ্চশিক্ষা শুরু করে দিয়েছিল। সব ব্যাপারেই ও ছিল স্বনির্ভর। উচ্চশিক্ষার জন্য একটি স্কলারশিপ পেয়েছিল, আর পকেটমানি জোগাড়ের জন্য অবসর সময়ে হোটেল-রেস্তোরাঁতে ছোটখাটো কাজও করত। জন্ম থেকে আমেরিকায় বড় হয়ে ওঠা এই ছেলেটির কাছে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের ফর্ম তার বাবার পূরণ করে দেওয়ার দৃশ্যটি অস্বাভাবিক ঠেকাই খুব স্বাভাবিক।

শিকাগোয় দিনের আলো খানিকটা ম্লান হয়ে এসেছিল। তবে আকাশের আলোর অভাব পূরণ করে দিয়েছিল বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলো। শহরের রাস্তাঘাট ভেসে গিয়েছিল ঝলমলে আলোয়। আমি ডানদিকের রাস্তা ধরেছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই পৌঁছে গিয়েছিলাম শপিং মলের পাড়ায়। বিশাল বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। আলোর কী বাহার! ঝাঁ চকচকে বললে বোধহয় কিছুই বোঝানো হয় না। কী না আছে এখানে! 'আপস্কেল বুটিক' থেকে 'ডিসকাউন্ট আউটলেট'--সব।

'ব্লুমিংডেলস', 'লর্ড অ্যান্ড টেলর', 'নর্ডস্ট্রম' ইত্যাদি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর নাকি আন্তর্জাতিক। দেশ-বিদেশের বহু মানুষ এখানে এসে বাজার করে যান। এসব জায়গায় কেনাকাটা করলে ক্রেতারা শুধু সন্তুষ্টিই লাভ করেন না, ওজনদার ক্রেতা হিসেবে তাঁদের গায়ে নাকি একটা ছাপ্পাও লেগে যায়।

কিছু কিছু ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আছে যেগুলি শুধু আয়তন আর সম্ভার দেখিয়েই চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না, পাশাপাশি অপরূপ আবহাওয়াও তৈরি করে। মনে হবে হঠাৎই বুঝি কোনও অ্যামিউজমেন্ট পার্কে এসে হাজির হয়েছি। উজ্জ্বল আলোর খামতি নেই কোথাও, তবে পথচলতি লোকজনের সংখ্যা বেশ কমে এসেছিল। বাতাসে শীতের ধার আগের তুলনায় একটু বেশি।

এবার হোটেলে ফিরতে হবে। আমার সঙ্গে রাস্তাঘাটের ম্যাপ আছে। নিখুঁতভাবে সবকিছু সেখানে এঁকে আর লিখে দেখানো হয়েছে। পথ হারাবার কোনও ভয় নেই। মাঝে মাঝে ঘাড় উলটে দু'পাশের স্কাইস্ক্র্যাপারগুলো দেখে নিচ্ছিলাম।

আকাশচুম্বী অট্টালিকা। দু'পাশের অট্টালিকাগুলোর শেষ কোথায়, ঘাড় সম্পূর্ণ উলটে দিয়েও দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু যেগুলো একটু দূরে, সামনের দিকে, সেগুলোর অনেকখানি দেখা যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে বিভ্রম হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল কোনও অলৌকিক উপায়ে বুঝি আকাশের গায়ে থাক-থাক আলোর মালা সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

রাতে হোটেলের বিছানায় শুয়ে শুয়ে পরের দিনের ভ্রমণসূচিটা মনে মনে একটু আউড়ে নিচ্ছিলাম। ভ্রমণ-পণ্ডিতরা বলে থাকেন, বেড়াবার একটা ভালো ছক যদি আগেভাগে তৈরি করে রাখা যায়, অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু দেখে ফেলা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, অবশ্যদ্রষ্টব্য বস্তু বাদ পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু মার্ক টোয়েনের দেশে ভ্রমণ-পণ্ডিতরাই শেষ কথা নয়। শেষ কথা কিংবা মোক্ষম কথাটি জানার জন্য লেখকের দ্বারস্থ একবার হতেই হবে।

একটি বিখ্যাত প্রবচন আছে, কাল করব বলে কিছু ফেলে রাখতে নেই। কাল বললে কালে পায়। সুতরাং আগামীকালের কাজটা সম্ভব হলে আজকেই সেরে রাখো। উপদেশটি সবার কাছেই মূল্যবান, কিন্তু মার্ক টোয়েনের প্রকৃতি যে অন্য ধাতুতে গড়া, তিনি এই কথাটিই একটু অন্যভাবে ভেবেছেন। লেখক বেশ জোর দিয়ে বলেছেন পরশু যেটা করা যেতে পারে, কক্ষনো সেটা কাল করতে যেও না।

লেখকের বিচিত্র এই পরামর্শের কথা মনে পড়ে যেতেই একটু নড়েচড়ে উঠেছিলাম। ইশ! পরামর্শটি যদি মানা যেত। ছুটোছুটি নয়, তাড়াহুড়ো নয়, কালকের কাজ ধীরেসুস্থে পরশু পর্যন্ত গড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার মজাটাও কম নয়। জায়গাটি যে দূর বিদেশ, এখানে সময় ও অর্থ দুটোই দ্রুতগতিতে ফুরিয়ে যায়। সুতরাং আলসেমি করার সুযোগ নেই। কাল যা-যা দেখার কথা ভেবে রেখেছি, পুরোটাই দেখে ফেলার চেষ্টা করব। প্রিয় লেখক মার্ক টোয়েনের উপদেশ বরং দেশে ফিরে নিষ্ঠার সঙ্গে মানা যাবে।

চমৎকার ঘুম হয়েছিল রাতে। পরদিন সকালে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঝকঝকে সকাল। সাইডওয়াকে লোকজন বিশেষ নেই। রাস্তায় গাড়ি ছুটছিল শাঁ-শাঁ করে। সোজা পথ ধরে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিলাম।

অনেকগুলি বিষয় নিয়ে প্রচ্ছন্ন গর্ব আছে শিকাগোবাসীর। যেমন আকাশচুম্বী বেশ কয়েকটা অট্টালিকা আছে এই শহরে। মেধার চর্চায় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব নামডাক। শিকাগো স্কুল অফ ইকনমিক্স এবং শিকাগো স্কুল অফ সোশিওলজির দিকে পৃথিবীর মানুষজন বেশ সম্ভ্রমের চোখে তাকিয়ে থাকে। উত্তর আমেরিকার সেরা বন্দর-শহর এই শিকাগোই। মিডওয়েস্টের অর্থনৈতিক রাজধানী হওয়ার সম্মানও পেয়েছে এই শহরটি।

শহর দেখতে দেখতে পৌঁছে গিয়েছিলাম ফিল্ড মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রিতে। ফিল্ড মিউজিয়ামের পত্তন ১৮৯৩ সালে। তখন এটির নাম ছিল কলাম্বিয়ান মিউজিয়াম অফ শিকাগো। ১৯০৫ সালে মিউজিয়ামের নতুন নাম হল ফিল্ড মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি। মিউজিয়ামের প্রথম এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক মার্শাল ফিল্ডের নামেই নামকরণ করা হয় মিউজিয়ামটির। ১৯২১ সালে নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয় এটি।

জাদুঘরটি পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনে ভর্তি। প্রাচীন মিশর, পেসিফিক নর্থওয়েস্ট এবং তিব্বতের বিস্তর শিল্পকর্ম আছে এখানে। এখানকার দুটি সংগ্রহ তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো। প্রথমটি নানা প্রজাতির ডায়নোসর, দ্বিতীয়টি বিশাল চেহারার জন্তুজানোয়ারের 'ট্যাক্সিডার্মি'।

টাইরানোসরাসের কঙ্কালটি বৃহত্তম। মস্ত বড় একটি হলঘরের ওই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত পর্যন্ত। প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় এই প্রাণীটির হাড়গোড়ের প্রায় নব্বই শতাংশ সংগ্রহ করা গিয়েছে।

'ট্যাক্সিডার্মি' বিভাগে কী না আছে। প্রথমেই আছে সুবিশাল চেহারার দুটি হাতি, এদের বিচরণভূমি ছিল আফ্রিকার জঙ্গল। সঙ্গে আছে বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ, হায়না, জিরাফ, জেব্রা-- এককথায় নিবিড় জঙ্গলের গোটা সংসার। এও এক আশ্চর্য শিল্পকর্ম। চামড়াগুলো আসল, ভিতরে খড়, ভুসি ইত্যাদি।

চোখ, দাঁত এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে কিছু জোড়াতালি আছে, কিন্তু কিছু বোঝার উপায় নেই। এ এক অনবদ্য ট্যাক্সিডার্মি। হঠাৎ দেখলেই শুধু নয়, অনেকক্ষণ ধরে ঠায় তাকিয়ে থাকলেও বিভ্রম তৈরি হতে পারে। মনে হবে বন্যপ্রাণীগুলো জ্যান্ত। বিভ্রম দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য বনভূমির যথাযথ পরিবেশও তৈরি করা হয়েছে জাদুঘরে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, যখন তিনি নিতান্তই স্বল্পপরিচিত ব্যক্তিত্ব, এক প্রকাশনা সংস্থার কাছ থেকে একটি বই লেখার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। তখন তিনি ল' স্কুলে ছিলেন এবং 'হার্ভার্ড ল' রিভিউয়ের' প্রথম আফ্রিকান-আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন।

স্মৃতিকথামূলক অনবদ্য এই বইটির নাম 'ড্রিমস ফ্রম মাই ফাদার।' বইটিতে কালো আফ্রিকান পিতা এবং সাদা আমেরিকান মায়ের সন্তান ওবামা এক অর্থে তাঁর শিকড় সন্ধান করেছেন।

এই বইটিতে শিকাগোকে নিয়ে সুদীর্ঘ একটি অধ্যায় লিখেছেন ওবামা। শিকাগোতে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন তিনি। এই শহর তাঁর প্রথম যৌবনের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে জড়িয়ে আছে। শহরের সুষমা, ঔদার্য এবং বৈষম্য অকপটভাবে উঠে এসেছে এই স্মৃতিকথনে। অসামান্য এই ফিল্ড মিউজিয়ামটির কথাও আছে বইটিতে।

জনমন জনমত

'অদৃশ্য আততায়ী' পড়ে ভালো লেগেছে

হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন (এইচএআই) বা সহজ ভাষায় হাসপাতাল অর্জিত সংক্রমণ এক নিঃশব্দ ঘাতক। ক্যাথেটার থেকে মূত্রনালি, কিডনি-রক্তের সংক্রমণ, ভেন্টিলেশন থেকে ছড়ানো নিউমোনিয়ার সঙ্গে অস্ত্রোপচারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যথাযথ জীবাণুমুক্ত না করাই এর কারণ।

আমাদের চারপাশে অহরহ এমন মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ছে। সরকারি হাসপাতাল থেকে বেসরকারি নামীদামি নার্সিংহোমে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলেও অনেক সময় রোগীকে ফেরানো যাচ্ছে না। আমাদের অনেকেরই এবিষয়ে অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা রয়েছে।

এতদিন বিষয়টি লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিল। কারণ চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা বা অভিজ্ঞতা খুব কম মানুষেরই থাকে। বিষয়টি নিয়ে রবিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের উত্তর সম্পাদকীয় বিভাগে প্রকাশিত 'অদৃশ্য আততায়ী' শীর্ষক নিবন্ধে 'ভরসার ঘরে নিঃশব্দ ঘাতক' এবং 'স্বজনহারার চোখে জল, হাসপাতালের তাতে কী' - প্রতিবেদন দুটি পড়ে চমকিত হলাম। প্রশংসাযোগ্য দুটো প্রতিবেদন পাঠকদের সতর্ক করে তুলবে।

নার্সিংহোমের বিভিন্ন প্যাকেজের সঙ্গে অপারেশন থিয়েটারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যেন জীবাণুমুক্ত থাকে, তার উল্লেখ থাকুক। প্রতিবেদন দুটি প্রকাশে অবশ্যই উত্তরবঙ্গ সংবাদকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

অজিত ঘোষ
গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

দৃষ্টিহীনদের জন্য সংরক্ষণ ও ভাতা চাই

৩ ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। এই দিনে অনেক মুখরোচক বক্তব্য হয়, মিষ্টি বিতরণ হয় - এটাই কি যথেষ্ট?

সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশ হতে না পারায় গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ স্বাদ নিতে পারছেন না দৃষ্টিহীনরা। স্বাধীনতার সূচনা লগ্ন থেকেই বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জন্য সংরক্ষণের সুবিধা রয়েছে। বিশেষ করে সংরক্ষণ ছাড়া দৃষ্টিহীনদের পক্ষে নির্বাচিত হওয়া কষ্টকল্পনা মাত্র। যদিও সঠিকভাবে আদমশুমারি হলে আমার মনে হয় আমাদের দেশে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষের সংখ্যা ২৫ শতাংশেরও বেশি হবে। এই অবস্থায় আইনসভা সহ সর্বত্র বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হবে না কেন?

আমার দাবি, লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধানসভা, বিধান পরিষদ সহ পঞ্চায়েত ও পুরসভায় দৃষ্টিহীনদের মধ্যে থেকে প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিহীন এবং ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য অবশ্যই আলাদা আসন সংরক্ষণ অপরিহার্য। না হলে পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিহীনদের বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাবে। এই দাবি পূরণের জন্য রাষ্ট্রপতি থেকে উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মানবিক দৃষ্টি আর্কষণ করছি।

দ্বিতীয়ত, বিশেষভাবে সক্ষমরা এই ক্রমবর্ধমান বাজারমূল্যের যুগে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে ভাতা পেয়ে থাকেন। কিন্তু এটাই কি যথেষ্ট? আমার দাবি, হতদরিদ্র, বেকার, দুঃস্থ, পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিহীনদের ডালভাত খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য সরকারের তরফে প্রতি মাসে কম করে সাত হাজার টাকা করে দেওয়া হোক।

দৃষ্টিহীনদের উপরোক্ত দাবি দুটি পূরণ হলেই আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালন সার্থক হবে।

বিপদতারণ দাস, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য সচেতনতায় এখনও ঘাটতি

পৃথিবী আর দেশজুড়ে ইনক্লুশন বা অন্তর্ভুক্তির ওপর কাজ চলছে। বিশেষ করে বিশেষভাবে সক্ষম এবং বরিষ্ঠ নাগরিকদের কথাই আজ এখানে বলতে চাই। একজন ৪৫ বছর বয়স্ক বিশেষভাবে সক্ষম নাগরিকের মা হিসেবে আমার এই চিঠি।

সমগ্র ভারতে যেখানে এত ভালো রেল পরিষেবা সেখানে কেন এত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা? 'বিশেষভাবে সক্ষম কোচ, স্টিগমা, আমরা সমান' – এখানে এই কথাগুলির সঠিক মূল্যায়ন হয়নি, যার খুব প্রয়োজন। আসলে 'আমরা বিশেষভাবে সক্ষম' – এই সচেতনতার এখনও অনেক ঘাটতি রয়েছে। তাই তো এখনও ট্রেনে 'ডিজেবলড কোচ' লেখা থাকে। বরং রেল কর্তৃপক্ষের উচিত এমন কোচের ব্যবস্থা করা, যেখানে আমরা-ওরার বিভেদ থাকবে না।

যাঁরা বরিষ্ঠ নাগরিক তাঁরাও সুবিধা পাবেন।

সুবিধাজনক টয়লেট, খোলামেলা জায়গা, টু-টিয়ারের মতো চওড়া বার্থ আর বিশেষ করে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভ্রমণের আনন্দ। তবেই না অন্তর্ভুক্তি কথার অর্থ উপযুক্ত হবে।

কল্পনা সরকার
কেরানিপাড়া, জলপাইগুড়ি।

রিচার্জ মূল্য বেড়েই চলেছে

বিভিন্ন মোবাইল পরিষেবা সংস্থা কিছুদিন পরপর তাদের রিচার্জের মাশুল বাড়িয়েই চলেছে। এমনিতেই রিচার্জ করতে অনেক পয়সা খরচ হয়। তার ওপর এভাবে যদি দাম বাড়ে তাহলে অনেকেই ভীষণ অসুবিধায় পড়বেন। ঠিক কোন যুক্তিতে এই অবস্থা তা বোধগম্য নয়। অন্যদিকে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু লাগামছাড়া রিচার্জের মাশুলের কারণে সাধারণ মানুষের নাজেহাল অবস্থা। এর কি কোনও সমাধান নেই?

দেবাশিস গোপ, কুশমণ্ডি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩০৮

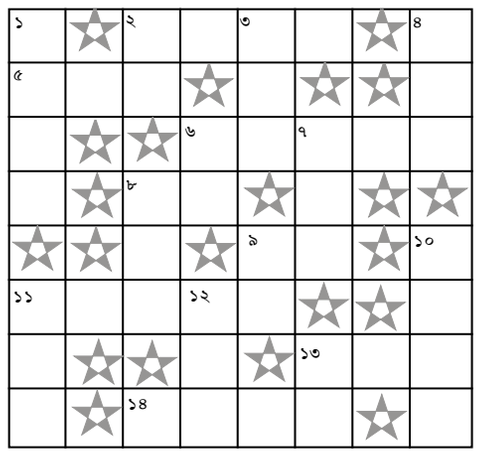

পাশাপাশি : ২। পরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছ ৫। পরীক্ষার খাতায় নকল করা ৬। সোনার মতো চকচকে ৮। ডাল বেটে তৈরি, ওষুধও হতে পারে ৯। ফলের নাম ১১। তর্ক বিতর্ক বা বাদানুবাদ ১৩। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা ১৪। সমুদ্র মন্থনে যে ফুলগাছ উঠে আসে।

উপর-নীচ : ১। গায়ে পড়া ব্যক্তি ২। মধু ও মৌচাকের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ৩। আকাশ পথে চলে এই যান ৪। যা সহজে পাওয়া যায় ৬। ফেল –, মাখো তেল ৭। ফুল অথবা চুলের ছাঁট ৮। ব্রাহ্মণ বালক ৯। মৌমাছির হুল ১০। রাজা রাবণের ছেলে ১১। এ পাখি ঘরেও থাকে বনেও থাকে ১২। বেতনের বিনিময়ে কাজ ১৩। মার্গ সংগীতে যত সুর আছে।

সমাধান ■ ৪৩০৭

পাশাপাশি : ১। মোলায়েম ৩। তাগাদা ৫। নিরাশাব্যঞ্জক ৬। জালিম ৭। হায়না ৯। ঘাতপ্রতিঘাত ১২। রসদ ১৩। টিপকল।

উপর-নীচ : ১। মোলাহেজা ২। ময়রা ৩। তালব্য ৪। দারক ৫। নিম ৭। হাত ৮। নাজেহাল ৯। ঘাগর ১০। প্রমাদ ১১। ঘাপটি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সঞ্চার সাথী নিয়ে ঢোঁক গিলল কেন্দ্র

বিরোধীদের লাগাতার সমালোচনার জের

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : 'আপনি যদি সঞ্চার সাথী না চান, তাহলে আপনি এটা সরিয়ে দিতে পারেন। অ্যাপটি বাধ্যতামূলক নয়।' নতুন স্মার্টফোনে সঞ্চার সাথী অ্যাপ আগে থেকে ইনস্টল করা নিয়ে দেশজুড়ে যে বিতর্ক দানা বেঁধেছে, তাতে এই ভাষাতেই ঢোঁক গিললেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। বলেন, 'সবার কাছে এই অ্যাপটি পেশ করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু সেটি মোবাইলে রেখে দেওয়া হবে কি না ব্যবহারকারীর ওপর নির্ভর করছে।'

> সবার কাছে এই অ্যাপটি পেশ করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু সেটি মোবাইলে রেখে দেওয়া হবে কি না সেটা ব্যবহারকারীর ওপর নির্ভর করছে। - জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া
>
> সঞ্চার সাথী একটি নজরদারি অ্যাপ। নাগরিকদের গোপনীয়তার অধিকার আছে। সরকার বিভিন্ন উপায়ে এদেশে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করতে চায়। -প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা
>
> সাধারণ বোধবুদ্ধি বলে, এই ধরনের অ্যাপ যদি ঐচ্ছিক হয়, তাহলে এগুলি কাজে লাগতে পারে। কিন্তু গণতন্ত্রে কোনও কিছুকে বাধ্যতামূলক করা হলে তা সমস্যাজনক। -শশী থারুর

সিন্ধিয়ার দাবি, সাইবার প্রতারণা ও ফোন চুরি রুখতেই সঞ্চার সাথী অ্যাপটি তৈরি করা হয়েছে। যদিও টেলিকম দপ্তরের নির্দেশিকাটি সামনে আসতেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রে রে করে উঠেছে বিরোধীরা। মঙ্গলবার কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা বলেন, 'সঞ্চার সাথী একটি নজরদারি অ্যাপ। স্পষ্টতই এটা অদ্ভুত। নাগরিকদের গোপনীয়তার অধিকার আছে। সরকারের সব ব্যাপারে খবরদারি ছাড়াই সবারই নিজের পরিবার ও বন্ধুদের মেসেজ পাঠানোর গোপনীয়তার অধিকার আছে। সরকার বিভিন্ন উপায়ে এদেশে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করতে চায়।' দলীয় লাইনের বাইরে গিয়ে প্রায় সমস্ত বিষয়ে কেন্দ্র ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সমর্থন জানানো কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরও এ নিয়ে আপত্তি জানিয়ে বলেন, 'সাধারণ বোধবুদ্ধি বলে, এই ধরনের অ্যাপ যদি ঐচ্ছিক হয়, তাহলে এগুলি কাজে লাগতে পারে। যাঁদের এগুলির প্রয়োজন, তাঁরা যেন সেগুলি ডাউনলোড করতে পারেন। কিন্তু গণতন্ত্রে কোনও কিছুকে বাধ্যতামূলক করা হলে তা সমস্যাজনক।'

জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া অবশ্য নজরদারি চালানোর অভিযোগ খারিজ করে বলেন, 'বিরোধীদের কাছে যখন কোনও ইস্যু থাকে না এবং যদি নতুন কোনও ইস্যু খোঁজার চেষ্টা করে, তাহলে আমাদের কী করার আছে। আমাদের কর্তব্য হল উপভোক্তাদের সাহায্য করা এবং তাঁদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা। এই অ্যাপটি মোটেই আড়ি পাততে পারে না কিংবা ফোন কলের ওপর নজরদারিও চালাতে পারে না। আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আপনারা এই অ্যাপটি সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করতে পারেন।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'পোর্টালের মাধ্যমে ২০ কোটিরও বেশি ডাউনলোড হয়েছে সঞ্চার সাথী। অ্যাপ ডাউনলোড হয়েছে দেড় কোটি। প্রতারণা রুখতে কার্যকরী ভূমিকাও নিয়েছে অ্যাপটি। তাঁকে সমর্থন জানিয়ে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, অধিবেশনে বিঘ্ন ঘটাতেই ইস্যু তৈরি করছে বিরোধীরা। সমস্ত ইস্যুই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেগুলিকে ব্যবহার করে সংসদে বাধা তৈরি করা ঠিক নয়।' এই অ্যাপটি ব্যবহারকারীদের সাইবার সুরক্ষার পাশাপাশি হারানো মোবাইল খুঁজে পেতে অত্যন্ত কার্যকরী। সরকারি হিসেবে চলতি বছরেই সাত লক্ষেরও বেশি হারানো মোবাইল উদ্ধারে 'সঞ্চার সাথী' সাহায্য করেছে।

তবে অ্যাপল তাদের নীতি অনুযায়ী বিক্রির আগে মোবাইলে নিজস্ব অ্যাপ ছাড়া অন্য কোনও 'থার্ড পার্টি অ্যাপ' ইনস্টল করে না। অতীতের বহু দেশের অনুরোধ তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের এই কড়া বার্তা তারা মানবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

বিরোধীদের চাপে সংসদে এসআইআর নিয়ে সুর বদল কেন্দ্রের

নির্বাচনি সংস্কার চর্চার আশ্বাস

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে শেষমেশ বিরোধীদের একাট্টা অবস্থানের চাপে সুর বদল করতে বাধ্য হল মোদি সরকার। ঠিক হয়েছে, ৯ ডিসেম্বর, আগামী মঙ্গলবার বেলা ১২টা থেকে লোকসভায় নির্বাচনি সংস্কার নিয়ে আলোচনা হবে। মঙ্গলবার সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে কয়েক দফা বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে আলোচনার প্রসঙ্গে এসআইআরের নামোল্লেখ করা হয়নি। সরকারের একটি সূত্র প্রথমে জানিয়েছিল, 'এসআইআর নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। বিরোধীরা যদি প্রতিবাদ জারি রাখে তাহলে আমরা বিলগুলি নিয়ে এগোব।'

বিরোধীরা অবশ্য প্রথম থেকেই দাবি তুলেছিল, যে কোনও রূপে এসআইআর নিয়ে সংসদে আলোচনা করতে হবে। এদিন এসআইআরের বদলে নির্বাচনি সংস্কার নিয়ে আলোচনায় সরকার রাজি বলে জানিয়ে বিরোধীদের সেই দাবি কার্যত মেনে নেওয়া হয়েছে বলেই ধারণা রাজনৈতিক মহলের। রিজিজু এদিন বলেন, 'আজ লোকসভার মাননীয় স্পিকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সর্বদল বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, ৮ ডিসেম্বর সোমবার দুপুর ১২টা থেকে বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা হবে। অন্যদিকে ৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার দুপুর ১২টা থেকে নির্বাচনি সংস্কার বিষয়ে আলোচনা হবে লোকসভায়।' অন্যদিকে রাজ্যসভাতে বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনা হবে ৯ ডিসেম্বর এবং নির্বাচনি সংস্কার নিয়ে আলোচনা হবে ১১ ডিসেম্বর।

বিরোধীরা অবশ্য চেয়েছিলেন, প্রথমেই যেন নির্বাচনি সংস্কার নিয়ে আলোচনা হয়। শীতকালীন অধিবেশনের প্রথমদিনই সংসদে এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে বারবার লোকসভা এবং রাজ্যসভা মুলতুবি হয়ে গিয়েছিল। মঙ্গলবারও সেই অচলাবস্থা জারি থাকে। লাগাতার স্লোগান ও হট্টগোলের জেরে সংসদের উভয়কক্ষের কাজকর্ম দিনভর ব্যাহত হয়।

বিরোধীদের নিশানা করে রিজিজু বলেন, 'আপনারা তো নির্বাচনে জিততে পারেন না। মানুষ আপনাদের বিশ্বাস করে না। আপনারা তাই আপনাদের ক্ষোভ সভায় উগরে দিচ্ছেন। এটা ঠিক নয়।' বিরোধীদের এসআইআর চাপকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'আমি গতকালও বলেছি আমরা আলোচনায় রাজি। কিন্তু তার আগে আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বসতে হবে। সময় নিয়ে বারবার চাপ দেওয়াটা ঠিক নয়। সব ইস্যুই গুরুত্বপূর্ণ।'

এদিন প্রথম সাড়ে বারোটায় সর্বদলীয় বৈঠকে বসেন কিরেন রিজিজু। যদিও সেখানে কোনও সমাধানসূত্র না মেলায় ফের সাড়ে তিনটের সময় বৈঠকে বসেন সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতারা। সেখানেই ঐকমত্যে পৌঁছোয় শাসক ও বিরোধী। এদিনও অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে এসআইআর নিয়ে সংসদের মকরদ্বারের সামনে প্রতিবাদে শামিল হন কংগ্রেস সহ সমগ্র বিরোধী জোট। ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে তৃণমূল অনুপস্থিত থাকলেও এদিন এসআইআর নিয়ে প্রতিবাদে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, সোনিয়া গান্ধি,প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার পাশাপাশি প্রতিবাদে শামিল হতে দেখা গিয়েছে তৃণমূলের মমতাবালা ঠাকুর এবং বাপি হালদারকেও। তৃণমূলের সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'একটি দায়িত্বশীল বিরোধী দল সংসদ চালাতে যা যা করার সবই করেছে। সরকার সংসদকে উপহাস করলেও আমরা সর্বোচ্চ সহনশীলতা দেখিয়েছি। এসআইআর নিয়ে আলোচনা আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার ছিল এবং রয়েছে, মানুষ মরছে। তবু সংসদীয় রীতিনীতি মেনে সময় নিয়ে সরকারের প্রস্তাব মেনে নিয়েছি।' মল্লিকার্জুন খাড়গে এদিন রাজ্যসভায় বলেন, 'এসআইআরের অত্যধিক চাপে ২৮ জন বিএলও মারা গিয়েছেন। এটা গুরুতর বিষয়। আমরা চাই এখনই আলোচনা হোক। গণতন্ত্র, নাগরিক ও দেশের স্বার্থে আপনি আলোচনায় অনুমতি দিন। আমরা অবশ্যই সহযোগিতা করব।' এদিকে এদিন সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলায় আবেদনকারীদের অন্যতম আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি জানান, এসআইআরের মাধ্যমে ঘুরপথে এনআরসি করা হচ্ছে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

সংসদের বাইরে এসআইআর বিরোধী বিক্ষোভে সোনিয়া-রাহুলদের সঙ্গে তৃণমূলের মমতাবালা ঠাকুর।

রেণুকার পাশে রাহুল

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : সংসদে একটি কুকুর নিয়ে ঢোকার ঘটনা ও কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা চৌধুরীর মন্তব্যের জেরে সোমবার শীতকালীন অধিবেশনের শুরুর দিনেই ব্যাপক বিতর্ক হয়েছে। মঙ্গলবার ওই প্রসঙ্গে মন্তব্য করে নতুন করে হইচই ফেললেন লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধি'। তাঁর মন্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছে তিনি রেণুকার পাশে। রাহুল বলেছেন, 'আমার মনে হচ্ছে আজ কুকুরই প্রধান বিষয়। কী করেছে বেচারা কুকুর? এখানে কি ও অনুমোদিত নয়?' এক সাংবাদিক বলেন, 'রুল বুকে কিছু বলা নেই। কিন্তু পোষ্যরা এখানে অনুমোদিত নয়।' রাহুল বলেন, 'কিন্তু ওদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে।' রেণুকার গতকালের মন্তব্যকে সমর্থন করায় রাহুল গান্ধির সমালোচনা করে বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্র জানিয়েছেন, রাহুল গান্ধি ও রেণুকার চৌধুরীর মন্তব্য সংসদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে।

ফের বিতর্কে এয়ার ইন্ডিয়া

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : এয়ার ইন্ডিয়ার একটি এয়ারবাস এ৩২০ বিমান গুরুতর সুরক্ষা শংসাপত্র ছাড়াই নভেম্বর মাস জুড়ে একাধিক বাণিজ্যিক উড়ান চালিয়ে ফের বিতর্কে জড়িয়েছে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় বিষয়টি ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নড়েচড়ে বসেছে বিমান সংস্থা এবং বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ। এয়ার ইন্ডিয়ার একটি এ৩২০ বিমান বাণিজ্যিক উড়ানের জন্য বাধ্যতামূলক 'এয়ারওয়ার্থিনেস রিভিউ সার্টিফিকেট' (এআরসি) নবীকরণ ছাড়াই নভেম্বর মাসে অন্তত আটটি রুটে যাত্রী পরিবহণ করে। এআরসি হল বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ রেকর্ড এবং শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখার পর জারি করা একটি বাৎসরিক নিরাপত্তা শংসাপত্র। এই শংসাপত্র ছাড়া কোনও বিমান বাণিজ্যিক পরিষেবা দেওয়ার যোগ্য হয় না।এয়ার ইন্ডিয়া অভ্যন্তরীণভাবে এই ত্রুটি শনাক্ত করার পরই দ্রুত বিষয়টি ডিজিসিএ-কে জানায়। বিমান সংস্থা এই ঘটনাকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলে অভিহিত করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ নিয়েছে। এই গাফিলতির সঙ্গে জড়িত সমস্ত কর্মীকে অবিলম্বে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং বিস্তারিত অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু হয়েছে।

ঘিরে ধরে কুয়াশা যখন... জম্মু-কাটরা লাইনে এগিয়ে চলেছে বন্দেভারত এক্সপ্রেস। মঙ্গলবার।

'মোদির কথা কান পেতে শোনে বিশ্ব'

পুনে, ২ ডিসেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যের গুরুত্ব বোঝে গোটা বিশ্ব। তিনি যখন কথা বলেন, তখন বিশ্বনেতারা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। এই পর্যবেক্ষণ আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের। তাঁর মতে, এটি ভারতের শক্তিবৃদ্ধির প্রতিফলন। শুধু তা-ই নয়, মোদির নেতৃত্বে ভারত আজ তার ঠিক স্থান খুঁজে পাচ্ছে বলেই এমনটা হচ্ছে।

সোমবার পুনেতে আরএসএস-এর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন সরসংঘচালক ভাগবত। তিনি বলেন, বিশ্বশান্তির প্রশ্নে ভারতের বিরাট অবদান রয়েছে। ভারতই বিশ্বজনীন বহু সমস্যার সমাধান করেছে। ভারত চাইলে সংঘাত কমে আসে এবং শান্তি বিরাজ করে চরাচরে। ইতিহাসে এর ভূরিভূরি নজির আছে। বর্তমানে বৈশ্বিক পরিস্থিতি ভারতের কাছে এমন অগ্রণী ভূমিকাই দাবি করে।

ভাগবত ভারতের ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক মর্যাদার ওপর জোর দিয়ে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য কেন বিশ্বজুড়ে এত মনোযোগ দিয়ে শোনা হচ্ছে? তাঁর কথা রাষ্ট্রনেতারা শুনছেন

পর্যবেক্ষণ ভাগবতের

কারণ, ভারতের শক্তি এখন সেইসব জায়গায় প্রকাশ পেতে শুরু করেছে, যেসব জায়গায় তার থাকা উচিত। আর সেই কারণেই বিশ্ব আমাদের দিকে নজর দিতে বাধ্য হয়েছে।'

ভাগবতের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে পোল্যান্ডের বিদেশসচিব ওয়াডিক্লাভ টিওফিল বার্তোশেভস্কির কথাতেও। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে মোদির গুরুত্ব স্বীকার করে বার্তোশেভস্কি সম্প্রতি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদির কথা আগ্রহ নিয়ে শোনেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট পুতিন।' ভারত-পোল্যান্ড সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার সময় মোদির বিশেষ প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন বার্তোশেভস্কি। সংঘের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আত্মসমালোচনার সুরও শোনা গিয়েছে ভাগবতের গলায়। তিনি বলেন, গত একশো বছরে বহু চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে হয়েছে সংঘকে। কিন্তু তারপরেও প্রশ্ন থাকে, ভারতীয় সমাজকে এক করার কাজ কেন এত দীর্ঘ হল? ভাগবতের মতে, এ বিষয়ে আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে সংঘের।

ভাগবত আরএসএস প্রতিষ্ঠাতা ড. কেশব বলীরাম হেডগেওয়ারের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'সংঘের ভিত্তি হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। সকলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।'

বেঁচে আছেন ইমরান : বোন

ইসলামাবাদ, ২ ডিসেম্বর : রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে বন্দি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মৃত্যু-জল্পনায় জল ঢেলে দিলেন তাঁর বোন উজমা খান। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলের ভিতর গিয়ে দাদার সঙ্গে দেখা করে আসেন তিনি জানিয়েছেন, ইমরান খান জীবিত আছেন।

উজমা খান বলেন, 'ইমরান খান ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তাঁকে একা রাখা হয়েছে। তাঁকে মানসিকভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে।' গত কয়েকদিন ধরেই জল্পনা চলছে, ইমরান খানকে জেলের মধ্যেই নাকি মেরে ফেলা হয়েছে। আফগানিস্তানের একটি সংবাদমাধ্যমে এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পিটিআই সমর্থকদের বিক্ষোভের আগুনে ঘি পড়ে। মঙ্গলবার ইমরানের সমর্থকরা ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডিতে তাঁদের নেতাকে দেখতে দেওয়ার দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান।

শিবকুমারের বাড়িতে সিদ্দা

বেঙ্গালুরু, ২ ডিসেম্বর : প্রাতরাশ কূটনীতি অব্যাহত। শনিবার কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর বাড়িতে প্রাতরাশ করেন উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার। মঙ্গলবার হল পালটা। শিবকুমারের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তাঁর বাড়িতে জলখাবার খেলেন সিদ্দারামাইয়া। তাঁদের মধ্যে ঘরোয়া বৈঠক হল একান্তে। মেনুতে ছিল ইডলির সঙ্গে নাটি চিকেন আর কফি।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, পদ দু'টির একটি ঐতিহ্যবাহী। অন্যটি নতুনত্বের স্বাদ বহন করে। অর্থাৎ প্রথমটি ঐতিহ্যবাহী কংগ্রেসের পছন্দের, দ্বিতীয়টি নবীনত্বের। সিদ্দারামাইয়া ও শিবকুমার দু'জনকেই এদিন খোশমেজাজে দেখা গিয়েছে। বাসভবনের বাইরে এসে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে ভিতরে নিয়ে যান উপমুখ্যমন্ত্রী। দুই নেতার খুশি খুশি মুখ উষ্ণতার ইঙ্গিত দিয়েছে। আড়াই বছর আগের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সিদ্দারামাইয়া মুখ্যমন্ত্রিত্বের কুর্সি শিবকুমারকে ছেড়ে দিচ্ছেন কি না, তা নিয়ে অবশ্য কিছু জানা যায়নি।

'অনুপ্রবেশকারীদের জন্য কি লাল গালিচা'

রোহিঙ্গা মামলায় কড়া অবস্থান সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : আটক থাকা অবস্থায় পাঁচজন রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীর 'নিখোঁজ' হয়ে যাওয়ার ঘটনায় দায়ের হওয়া এক মামলার শুনানিতে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট অত্যন্ত কড়া মন্তব্য করেছে। আদালত প্রশ্ন তুলেছে, দেশের আইনকে আর কতটা প্রসারিত করা উচিত যাতে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারীরা দেশের সম্পদ ব্যবহার করতে পারে।

জেলবন্দি রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা উধাও হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের কোনও খোঁজ মিলছে না। এমনই অভিযোগ তুলে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয়েছিল মামলা। আবেদনকারীর পক্ষের দাবি ছিল, রোহিঙ্গাদের যদি ভারত থেকে বের করে দিতে হয় তবে তা আইন অনুযায়ী হওয়া উচিত।আবেদনে অভিযোগ জানানো হয়, গত মে মাসে দিল্লি পুলিশ কিছু রোহিঙ্গাকে আটক করেছিল। তারপর থেকে আর তাঁদের কোনও খোঁজ নেই। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানি চলছিল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চে।

ওই মামলার শুনানিতে দেশের সংবেদনশীল সীমান্ত পরিস্থিতি এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়টি উল্লেখ করেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। তিনি আবেদনকারীর আইনজীবীকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, 'আপনারা কি অবৈধ অভিবাসীদের জন্য লাল গালিচা পেতে দিতে চান?' তিনি আরও বলেন, যারা সুড়ঙ্গপথে বা অন্য কোনও গোপন উপায়ে দেশে ঢুকে পড়ছে, তাদের খাদ্য, আশ্রয় এবং শিশুদের শিক্ষার অধিকার দেওয়া হবে, অথচ দেশের দরিদ্র নাগরিকরা সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে? প্রধান বিচারপতি জোর দিয়ে বলেন, আটক অনুপ্রবেশকারীদের মুক্তির জন্য হেবিয়াস কর্পাস-এর মতো আবেদন 'খামখেয়ালি'।

আদালতের মন্তব্য

- আপনারা কি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য 'লাল গালিচা' পেতে দিতে চান?
- অবৈধ অভিবাসীদের জন্য আইনকে আর কতটা শিথিল করা হবে?
- আমাদের দেশের দরিদ্র শিশুরা কি দেশের সুযোগসুবিধা পাওয়ার অধিকারী নয়?
- অনুপ্রবেশকারীকে দেশের মধ্যে স্থান দেওয়ার বাধ্যবাধকতা কি আমাদের আছে?
- আটক অনুপ্রবেশকারীদের মুক্তির জন্য হেবিয়াস কর্পাস করা খামখেয়ালি আচরণ।

আদালত আরও জানতে চায়, কোনও ব্যক্তি যদি অনুপ্রবেশকারী হন, তবে তাকে দেশের ভিতরে রাখার কি কোনও বাধ্যবাধকতা সরকারের রয়েছে?

অন্যদিকে, ভারত সরকারের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে জানান, যে ব্যক্তি জনস্বার্থ মামলাটি করেছেন, তাঁর এই ধরনের আবেদন করার কোনও অধিকার বা 'স্ট্যান্ডিং' নেই।

এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১৬ ডিসেম্বর হবে বলে জানিয়েছে আদালত।

ভারত পাশে আছে, শ্রীলঙ্কাকে বার্তা

চেন্নাই, ২ ডিসেম্বর : সেনিয়ার ও দিতওয়া--পরপর জোড়া ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে এশিয়ার দক্ষিণাংশ জুড়ে চলা বিপর্যয়ে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের রেশ কাটেনি। বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে থাকা গভীর নিম্নচাপ থেকে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে তামিলনাড়ুতে। লাল সতর্কতা জারি হয়েছে এই রাজ্যে। ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে পড়শি দেশ শ্রীলঙ্কার। এই সংকট মুহূর্তে শ্রীলঙ্কাবাসীর পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিশানায়েকেকে ফোনে বলেছেন,

চূড়ান্ত সতর্কতা চেন্নাইয়ে

'শ্রীলঙ্কার জনগণের পাশে রয়েছে ভারত। বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনে সবরকমের সহায়তা ভারত দেবে।' দেশের কঠিন সময়ে ভারত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় মোদিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন দিশানায়েকে।

প্রধানমন্ত্রী সোমবার ফোন করেছিলেন। সোমবার শ্রীলঙ্কার উদ্দেশে বিপুল ত্রাণ পাঠিয়েছে নয়াদিল্লি। সাগরবন্ধুর মাধ্যমে সেখান থেকে ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে আনাও সম্ভব হয়েছে। এবার জোড়া ঘূর্ণিঝড়ের ফলায় শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন শ্রীলঙ্কায়। পরিকাঠামো লন্ডভন্ড।

শ্রীলঙ্কার খুব কাছে থাকা এদেশের অঙ্গরাজ্য তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের থিরুভাল্লুরের অবস্থাও ভালো নয়। মঙ্গলবার আবহাওয়া দপ্তর লাল সতর্কতা জারি করেছে থিরুভাল্লুরে। আগামী এক সপ্তাহের পূর্বাভাস বলছে, বজ্রবিদ্যুৎ সহ ব্যাপক বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এই শহরে।

ধিক্কার পাকিস্তানকে : ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কায় মেয়াদ উত্তীর্ণ ত্রাণ পাঠিয়ে চরম বিড়ম্বনায় পাকিস্তান। বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হল শাহবাজ শরিফের দেশ। পাক হাইকমিশন খাদ্য ও ওষুধ সম্বলিত ত্রাণ প্যাকেজের ছবি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে। তাতে লেখা ছিল, পাকিস্তান শ্রীলঙ্কায় বিপর্যস্ত ভাইবোনদের জন্য

নেটিজেনরা ওই ছবিতে মেয়াদ শেষের তারিখ দেখতে পান(ইএক্সপি : ১০/২০২৪)। ছবিটি দ্রুত ভাইরাল হয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। শ্রীলঙ্কার কর্মকর্তারা বিষয়টিকে 'গুরতর' বলে উদবেগ প্রকাশ করে পাকিস্তানের কাছে আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা চেয়েছেন। মানবিক সহায়তার নামে এমন কান্ডে বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। ইসলামাবাদ সরকার এবিষয়ে এখনও কোনও মন্তব্য করেনি।

বেতনে জুড়বে না মহার্ঘ ভাতা

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : অষ্টম বেতন কমিশনে মূল বেতনের সঙ্গে মহার্ঘভাতাকে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। লোকসভায় এ কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজা মুন্ডে। সম্প্রতি একাধিক কর্মচারী সংগঠন মূল বেতনের সঙ্গে মহার্ঘভাতার ৫০ শতাংশ জুড়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিল। এই দাবি মেনে নেওয়া হলে মূল বেতনের পরিমাণ বাড়ত। পরবর্তী অর্থ কমিশনে মহার্ঘভাতার অঙ্কও বাড়ত। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতেই অর্থ মন্ত্রকের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, এখনই তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। প্রতি বছর দুইবার- ১ জানুয়ারি এবং ১ জুলাই মহার্ঘভাতা দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। বর্তমানে ৫৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা পান কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা।

৩ রাজ্যে তল্লাশি

রাঁচি, ২ ডিসেম্বর : এক চাটার্ড অ্যাকাউন্টেটের ৯০০ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেনে তোলপাড় ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে দুই ভিন রাজ্য। নরেশকুমার কেজরিওয়াল নামে ওই ব্যক্তি হাওয়ালা চক্র চালান বলে অভিযোগ। এর প্রেক্ষিতে রাঁচি, সুরাট ও মুম্বইয়ের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন ৩৭ ধারায় নরেশকুমারের আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠদের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে।

বিএনপি'র ধন্যবাদে নয়া সমীকরণের জল্পনা

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২ ডিসেম্বর : শেখ হাসিনা বাংলাদেশ-ছাড়া। তাঁর দল আওয়ামী লিগও বর্তমানে ছন্নছাড়া। অন্যদিকে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও গুরুতর অসুস্থ। বাংলাদেশের রাজনীতির দুই মহারথীর এহেন অবস্থায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামি ও পাকিস্তান যেভাবে পদ্মাপারে জাঁকিয়ে বসছে, তাতে উদ্বেগে নয়াদিল্লি। হাসিনার ভারতে আশ্রয় নেওয়া ও ইউনূস সরকারের বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও তাঁকে বাংলাদেশের হাতে তুলে না দেওয়ার সিদ্ধান্তে নয়াদিল্লি-ঢাকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক টাল খেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অসুস্থ বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্যকামনা করে গঙ্গা-পদ্মার সম্পর্ককে নতুন খাতে বইয়ে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যাতে খুশি বিএনপি-ও।

সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে মোদি লিখেছেন, 'বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার কথা জানতে পেরে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি বহু বছর ধরে বাংলাদেশের জনজীবনে অবদান রেখেছেন। তাঁর দ্রুত আরোগ্যকামনার জন্য প্রার্থনা করছি। ভারতের পক্ষে যা কিছু সম্ভব, সেই সমস্ত সহায়তা করতে প্রস্তুত।' শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লিগের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেও খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনা করায় মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়েছে বিএনপি। দলের তরফে জানানো হয়েছে, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদি যে চিন্তাপূর্ণ বার্তা এবং বিএনপি

অসুস্থ খালেদার আরোগ্য কামনা মোদির

চেয়ারপার্সনের দ্রুত আরোগ্যকামনা করে প্রার্থনা জানিয়েছেন, তাতে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।'

কূটনৈতিক মহলের মতে, খালেদার প্রতি সহানুভূতির বার্তা দিয়ে হাসিনা-পর্বকে আপাতত পাশে রেখে বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে মোদির বার্তায়। গত বছর হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত ও দেশছাড়া হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশে কার্যত নির্বান্ধব হয়ে পড়েছে ভারত। সেই শূন্যস্থান দ্রুত ভরাট করছে পাকিস্তান ও চিন। ইউনূস-জামায়াতের যুগলবন্দিতে বাংলাদেশ কার্যত পাকপন্থী মৌলবাদী

সংগঠন ও আইএসআইয়ের নতুন মরূদ্যানে পরিণত হচ্ছে। যা ভারতের কাছে সুরক্ষাগত কারণেই উদ্বেগের বিষয়। আওয়ামী লিগ ছাড়া খালেদার দলই বাংলাদেশের একমাত্র মূলস্রোতের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল। সাম্প্রতিক একটি জনমত সমীক্ষাতেও দেখা গিয়েছে, আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে ভোট হলে সর্বাধিক আসনে জিতে ক্ষমতায় আসতে পারে বিএনপি। আবার ইউনূস ক্ষমতায় আসার পর থেকে নানা ইস্যুতে বিএনপি-র সঙ্গে তাদের একদা জোটসঙ্গী জামায়াতের মতবিরোধ প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে। আগামী নির্বাচনে দুই দলের আলাদাভাবে লড়াইয়ের সম্ভাবনাও তীব্র।

বিএনপি ক্ষমতায় এলে সেই আশঙ্কা তুলনামূলকভাবে কম। শেখ হাসিনার মতো না হলেও অতীতে খালেদা জিয়ার সরকারের সঙ্গে কাজ করতে খুব বেশি অসুবিধা হয়নি নয়াদিল্লির। খালেদাকে দেখতে চিনের একটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল বর্তমানে ঢাকায় এসেছেন।

ক্ষমা চাইলেন রণবীর

গোয়ায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’-এর অভিনেতা ঋষভ শেট্টিকে ‘নকল’ করার জন্য দারুণভাবে সমালোচিত হন রণবীর সিং। সেজন্য অভিনেতা ক্ষমা চাইলেন মঙ্গলবার। ইন্সটাগ্রামে তিনি পোস্ট করেছেন, ‘আমি ঋষভের অসাধারণ অভিনয়কেই তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। একজন অভিনেতা হিসেবে আমি জানি, ওই দৃশ্যকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে কতটা দিতে হয়েছে ওঁকে। এই জন্যই তাঁকে মর্যাদা দিতে চেয়েছিলাম। আমি সবসময় যেকোনও সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে সম্মান করি, আর আমার দেশের ওপর আমার আস্থা আছে। তবু যদি কারওর আবেগকে আঘাত দিয়ে থাকি, তাহলে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি।’ অনুষ্ঠানের যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে রণবীর বলছেন, ‘ছবিটা আমি সিনেমাহলে দেখেছি। ওর অভিনয় অসাধারণ, বিশেষ করে যখন ওই মহিলা ভূত ওর শরীরের ভিতর বাসা বাঁধল, ওই একটা শট...।’ এরপরই তিনি ঋষভের অভিনয়কে নকল করেন, পাশে ঋষভকে হাসতে দেখা যায়। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া ইউজাররা তাঁর এই ব্যবহার মেনে নিতে পারেনি। উল্লেখ্য, তুলুনাড়ুর দাইভা আরাধনার ওপর নির্মিত কান্তারা চ্যাপ্টার ১ তৈরি হয়েছে দাইভার ওপর নিয়ন্ত্রণ কার থাকবে—রাজকীয় পরিবার না স্থানীয় মানুষজন—এই নিয়ে। ঋষভ ছাড়া ছবিতে আছেন রুক্মিণী বসন্ত, গুলশন দেবাইয়া প্রমুখ। অন্যদিকে রণবীর সিং আসছেন ‘ধুরন্ধর’ হয়ে, আগামী ৫ ডিসেম্বর।

নিক, প্রিয়াংকার সপ্তপদী

আজ সত্যিই তাঁদের সপ্তপদী। পায়ে পায়ে সাত। দেখতে দেখতে সাত বছর পেরিয়ে গেল। প্রিয়াংকা চোপড়া আর নিক জোনাসের বিয়ের সাত বছর। ২০১৮ সালে সারা দেশকে কাঁপিয়ে দিয়ে যে অসম বিয়ে হয়েছিল, তা দেখে লোকে এমনিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। স্বামী নিক জোনাসের চেয়ে প্রায় ১১ বছরের বড় প্রিয়াংকা চোপড়া। এই বিয়ে এমনিই টিকবে না বলে মনেছিল সকলের। অনেকেই ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছিলেন। কিন্তু শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেশ সুখেই আছেন নিক, প্রিয়াংকা। সারোগেসির মাধ্যমে একটি সন্তানও হয়েছে তাঁদের-মালতী। সব মিলিয়ে অত্যন্ত সুখী আর সফল জীবন। সপ্তম বিবাহবার্ষিকীতে প্রিয়াংকা চোপড়ার একটা অদেখা ছবি শেয়ার করে নিক জোনাস লিখেছেন, ‘আমার স্বপ্নসুন্দরীর সঙ্গে সাত বছর ধরে বিবাহিত জীবন যাপন করছি।’ নিকের এই ছবি আর ক্যাপশনের নীচে বহু মানুষ শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁদের সুখ এবং সমৃদ্ধি কামনা করেছেন।

একনজরে সেরা

জিৎ, দেব মুখোমুখি

আগামী বছর পুজোয় সম্ভবত জিৎ-এর ছবি, কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত আসবে। দেব কিছু না বললেও খাদান ২-এর সম্ভাবনা আছে। প্রজাপ্রতি ২-এর পর বা নিজের জন্মদিনে হয়তো বলবেন সে কথা। জিৎ-দেব ঠান্ডা লড়াই বহুশ্রুত, ঝামেলা এড়াতেই একসঙ্গে তাঁদের ছবি আসা বন্ধ হয়। আবার কি ঝামেলার যুগ শুরু হল?

হারলেন সলমন

দক্ষিণী স্টার মোহনলালের ছবি দৃশ্যম ৩-এর শুটিং বাকি থাকতেই প্যানোরামা স্টুডিয়োজ ছবির সব স্বত্ব কিনেছে ৩৫০ কোটি টাকায়। দৃশ্যম ৩-এর হিন্দি ভার্সনও এদের কাছে আছে। কোন ভার্সন কবে আসবে, ঠিক করবেন ওরাই। অন্যদিকে সলমন খানের ব্যটল অফ গালওয়ান-এর সব মিউজিক, স্যাটেলাইট সহ স্বত্ব কিনেছে জিও স্টুডিয়োজ ৩২৫ কোটি টাকায়।

বিয়েটা ভুল

এক সাক্ষাৎকারে জয়া বচ্চনকে প্রশ্ন করা হয়, বিয়ে নিয়ে অমিতাভ তাঁকে কী বলেছেন? জয়ার উত্তর, ‘উনি হয়তো বলতেন আমার জীবনের সবথেকে বড় ভুল, কিন্তু আমি তা শুনতে চাইনি, তাই জানতেও চাইনি। তাঁর আরও সংযোজন, নাতনি নভ্যা নভেলি বিয়ে করুক, তিনি চান না, কারণ বিয়ে নামক লাড্ডু খেলেও জ্বালা, না-খেলেও।’

রাজনীতিতে ইমন

মঙ্গলবার নবান্নে ১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর লেখা এই খতিয়ান-নির্ভর একটি গান গাইলেন ইমন চক্রবর্তী। মুখ্যমন্ত্রীই ঘোষণা করলেন তাঁর নাম। ইমনকে উত্তরীয় দিয়ে অভিবাদন জানানো হয়। তাহলে এই প্রাক্তন কমিউনিস্ট কি তৃণমূলে পা রাখছেন? আগেও এই জল্পনা হয়েছিল, তিনি অবশ্য অস্বীকার করেন। এবার?

ধর্মেন্দ্রর সম্পত্তি

প্রায় ৪৫০ কোটি টাকার সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন ধর্মেন্দ্র। এর মধ্যে আছে তাঁর জন্মভিটে পাঞ্জাবের নাসারালি গ্রামের কোটি টাকার পৈতৃক জমি। তিনি এই জমি তাঁর কাকা ও তাঁর পরিবারকে দিয়ে গিয়েছেন। এতদিন ওঁরাই জমির দেখাশোনা করতেন। সাফল্যের চূড়ায় উঠেও সুযোগ পেলেই মাথায় জন্মস্থানের মাটি ছুঁইয়ে আসতেন।

সামান্থার বিয়ের পর কী করলেন প্রাক্তন স্বামী?

মহাকাশে অসীম ছায়াপথ। অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহ নক্ষত্রের সমাবেশ। আমাদের পৃথিবী গ্রহটা সেখানে নেহাতই এক তুচ্ছ অস্তিত্ব। আবার তার মধ্যে আমরা কোথায়? কত বিন্দু আমরা? আদৌ সেই অস্তিত্ব কি চোখে দেখা যায়? এই প্রশ্নটা বেশ দার্শনিক। জানি। কিন্তু সামান্থা রুথ প্রভু আর রাজ নিধিমারুর বিয়ের সঙ্গে এই প্রশ্নের কী সম্পর্ক, জানেন? নেটিজেনিরা আপাতত এই ধাঁধাটাই ভেবে চলেছেন। কারণ সামান্থা আর তাঁর প্রাক্তন স্বামী রাজের বিয়ের পরে শ্যামলী দে এই গ্যালাক্সির ছবিই পোস্ট করে একটা বিন্দুর পাশে ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘আমরা এখানে’।

অনেকেই অবশ্য বলবেন যে, এটা একটা এমনিই পোস্ট, কিন্তু এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ দিনে আচমকা এই পোস্টটা আসার মানে কী? নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে কি এতটাই তাচ্ছিল্য বোধ করছেন শ্যামলী? নাকি, যেখানে যা হচ্ছে হয়ে যাক, তিনি নিজেকে ওই মহাশূন্যের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন-এ কথাটা বলতে চাইছেন?

এদিকে সামান্থার পূর্ববর্তী স্বামী অভিনেতা নাগাচৈতন্য কিন্তু তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীর বিয়ের ঠিক পরেই শুধুমাত্র নিজের কাজ নিয়েই পোস্ট করেছেন। অন্য কোনও দিকে তাঁর খেয়াল নেই, রাখতেই চান না। ২০১৭ সাল থেকে ২০২১ অবধি সামান্থা আর নাগা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকার পরে বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাঁদের। আর তারপর থেকে নাগাচৈতন্যকে নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনার মধ্যেই নেই সামান্থা। নাগাচৈতন্যও যে চিন্তাহীন, সে কথা তাঁর পোস্টেই বলে দেয়। দু বছর আগের জনপ্রিয় ‘ধুতা’ ছবির স্মৃতি রোমন্থন করেছেন নাগা। অন্য একটা কথাও লেখেননি আর।

বীর ধুরন্ধর

গানমুক্তি। ‘ধুরন্ধর’ ছবির গানের অ্যালবাম প্রকাশ অনুষ্ঠানে ‘সিগনেচার এনার্জি’ নিয়ে রণবীর সিং।

নীল, তৃণা দূরে সরছেন?

নীল আর তৃণা নাকি এখন উত্তর আর দক্ষিণ! দুজনে দুই মেরুতে আছেন? কেউ কাউকে অনুসরণ করেন না আর! ইনস্টাগ্রামে আনফলো করেছেন একে অন্যকে। আর তারপর থেকে শুরু হয়েছে রটনা, জল্পনা।

যদিও জুন মাসে নীলের জন্মদিনে বরের ছবি শেয়ার করেছিলেন তৃণা। অক্টোবর মাসে দুজনকে একবার একসঙ্গে দেখাও গিয়েছিল। কিন্তু ওই শেষ। দুজনের কেউই আর তেমন করে চর্চায় নেই। নীল তো এখানে থাকেনই না। ছোটপর্দা থেকেও দূরে থাকেন। একটা দীর্ঘ সময় মুম্বাইতে কাটাচ্ছেন তিনি। তৃণা অবশ্য ছোটপর্দার নামি নায়িকা। কাজের ব্যস্ততা তাঁর প্রবল। কিন্তু এর মধ্যে এমন কী ঘটে গেল? পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে কী সমস্যা এল?

অবশ্য এটাই প্রথম নয়। তাঁদের বিয়ের কয়েক মাস পর থেকেই শুরু হয়েছে বিচ্ছেদের গুঞ্জন। যদিও তখন দুজনেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন? অবশ্য তৃণার সোশ্যাল ওয়ালে এখনও দুজনের কাপল ছবি জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু কতদিন?

উত্তর জানে না কেউ!

বাবা ভিকির প্রথম সাক্ষাৎকার

গত নভেম্বর পুত্রসন্তানের বাবা হয়েছেন ভিকি কৌশল। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই খবর দিয়েছিলেন, আনন্দও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বাবা হওয়ার পর এই প্রথম সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন বাবা হওয়ার অভিজ্ঞতা। তাঁর কথায়, ‘বাবা হওয়াই ২০২৫ সালের সবথেকে দামি মুহূর্ত। এটা ম্যাজিক এনেছে আমার জীবনে।’ এর সঙ্গে তিনি যোগ করছেন বাবা হতে তিনি কতটা আগ্রহী ছিলেন। তিনি বলেছেন, ‘এটা আমার কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। এই সময়টাই আলাদা, যেন রোমাঞ্চ জাগাচ্ছে। আমি সব সময় ভেবেছি, যখন সঠিক সময়টা আসবে, আমি আবেগে ভাসব, আনন্দে পাগল হয়ে যাব। কিন্তু সত্যি বলতে কি, বাবা হওয়ার পর আমার পা আগের থেকে অনেক বেশি জমিতে রাখা আছে, অনেক বেশি গ্রাউন্ডেড আমি।’

সন্তানের সঙ্গে সময় কাটানোর ফাঁকে সময় বার করে গেম অফ থ্রোনস দেখেছেন ভিকি। তাঁর কথায়, ‘এই নিয়ে তিনবার হল’। চলতি বছর ভিকিকে অবিস্মরণীয় সাফল্যের স্বাদ এনে দিয়েছে। ছাওয়া সুপার-ডুপার হিট। এখন সঞ্জয় লীলা বনশালির লাভ অ্যান্ড ওয়ার নিয়ে ব্যস্ত। ছবিতে তিনি এয়ার পাইলট। এছাড়া মহবতার ছবিতেও তিনি থাকবেন। ভগবান পরশুরামের জীবন নিয়ে তৈরি ছবির পরিচালনায় অমর কৌশিক।

ধুরন্ধরকে সেন্সর বোর্ডের অনুমতি

মেজর মোহিত শর্মার জীবন নিয়ে তাঁর পরিবারের অনুমতি ছাড়াই ছবি করেছেন পরিচালক আদিত্য ধর—এই অভিযোগ তুলে মেজরের পরিবার দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। কোর্ট সেন্সর বোর্ডকে নির্দেশ দেয় অভিযোগ খতিয়ে দেখে ছাড়পত্র দিতে। মঙ্গলবার বোর্ড জানিয়ে দিয়েছে, মেজরের জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ছবির যোগ নেই। পুরোপুরি কাল্পনিক। এটি সেনাবাহিনীর কার্যাবলী বা কোনও বিশিষ্ট সেনা অফিসারের জীবনকে তুলে ধরছে না। ছবিকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে পদ্ধতি মেনেই এবং ছবি মুক্তির আগে রিভিউয়ের জন্য সেনাদের কাছে স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে পাঠানোর দরকার নেই।

মেজরের ভাই মধুর শর্মা বলেছেন, ‘আমি নিশ্চিত বোর্ড নিয়ম মেনেই কাজ করেছে। এই বিষয়ে ডিসক্লেমার নিশ্চয় ছবির শুরুতে থাকবে।’

ছোট্ট তারা

দিনহাটার দেবাত্মজা রায় নেতাজি সেন্টিনারি স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। আবৃত্তি এবং ছবি আঁকায় পুরস্কার রয়েছে। ক্যারাটেতে ব্রাউন বেল্ট পেয়েছে।

রেডিমেডে হারাল কারিগরের ম্যাজিক

পায়ে পায়ে যুগের হাওয়া

একসময় ফিতা দিয়ে পায়ের দৈর্ঘ্য মেপে, কারিগরের হাতে তৈরি হত নিজের পছন্দের জুতো। সেই জুতোর গন্ধ, চামড়ার নরম ছোঁয়া আর নিখুঁত ফিটিং যেন জীবনের ছোট ছোট সুখের অংশ ছিল। আজ সেই চল নেই। বাজারে রেডিমেড জুতোর ভিড়ে হারিয়েছে সেই ব্যক্তিগত ছোঁয়া। প্রবীণরা তাই হাতড়ে বেড়ান সেই স্মৃতি, যখন জুতো শুধু পোশাকের অংশ ছিল না, ছিল এক টুকরো আবেগের গল্প। সেই গল্প **বাবাই দাসের** কলমে।

পুরোনো সেই দিনের কথা

উৎসব হোক বা সাধারণ দিন, জুতো সাজসজ্জার অন্যতম অঙ্গ। একটা সময়ে পায়ের মাপ দিয়ে নিজের মতো করে জুতো বানিয়ে নিতেন নবীন-প্রবীণরা। পছন্দের ডিজাইনের জুতো বানিয়ে না নিলে যেন মনের সুখ পেতেন না তাঁরা। পায়ের মাপ দিয়ে জুতো বানিয়ে নেওয়া ছিল একসময় আভিজাত্যের মাপকাঠি। সেদিনের নবীনরা আজ প্রবীণ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাপ দিয়ে সেই জুতো বানানোর চলটাই আর নেই। অতীতই তাঁদের কাছে সুখের স্মৃতি।

পায়ের মাপ অনুযায়ী তৈরি

কারও পা স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বড়, কারও পা একটু ছোট। কারও পায়ের পাতা চওড়া। তাই কারিগরের শরণাপন্ন হতেন প্রবীণরা। ফিতে দিয়ে পায়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ নেওয়া হত। তারপর তাতে পছন্দের রং এবং সেই অনুযায়ী ছাঁচ তৈরি হত।

নিখুঁত ফিটিং

নিজের মনের মতো জুতো বানিয়ে নেওয়া একসময় শুধুই পোশাকের অংশ ছিল না, বরং ছিল আরাম ও ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি। পায়ের মাপ অনুযায়ী নিখুঁত জুতো বানানোয় চলাফেরাও ছিল আরামদায়ক।

টেকসই ছিল

কারিগরের দক্ষতা, আসল চামড়া, পছন্দের ডিজাইন দিয়ে জুতো তৈরি করা হত। সেগুলি অনেক বেশি টেকসই ছিল। এখনও অনেক প্রবীণের বাড়িতে তাঁদের তরুণ সময়ের কারিগরের বানানো জুতো রাখা রয়েছে। সেই সবই তাঁদের কাছে নস্টালজিয়া।

এসেছে রেডিমেড

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাজার ভরেছে আধুনিক রেডিমেড জুতোয়। নবীন প্রজন্মের পছন্দ নানা ডিজাইনের বাহারি রেডিমেড জুতো। রেক্সিন, কাপড়ের জুতো পরতে অসুবিধাও নেই। রকমারি, রংচঙে জুতো একঝলকে নজর কাড়ছে ক্রেতাদের।

পাল্লা দিতে হিমসিম

রেডিমেড জুতোর ফ্যাশনের মাঝে ব্যবসায় ভাটা পড়েছে জুতো তৈরির দোকানগুলিতে। ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, রেডিমেড জুতোর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে হিমসিম খেতে হচ্ছে। একসময় প্রবীণরা জুতো বানিয়ে নিতেন। এখন প্রবীণরাও রেডিমেডের দিকে ঝুঁকেছেন। ফলে বিক্রিবাটাও কমে গিয়েছে।

খদ্দেরের দেখা নেই

তুফানগঞ্জ শহরে ১০টির মতো জুতো বানানোর দোকান টিকে আছে। সংখ্যাটা আগে বেশি ছিল। মহকুমা শাসক দপ্তর সংলগ্ন বেশকিছু দোকানে ঝোলানো ছোট-বড় নানা জুতো। কোনওটির রং কালো আবার কোনওটি বাদামি। বানিয়ে রাখা সেসব জুতো দোকানে পড়ে রইলেও খদ্দেরের দেখা নেই।

সেকেলে ব্যাপার

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রানিরহাট বাজার মোড় এলাকার ব্যবসায়ী গোবিন্দ রবিদাস বললেন, সুঁই-সুতো, কালি, কালো ব্রাশ, ছোট ছোট পেরেক সবই আজ সেকেলে। অথচ একটা সময়ে পুজোর আগে জুতো বানানোর জন্য প্রচুর অর্ডার পেতাম। জুতো সেলাই করে পালিশের জন্যও শহরবাসীর লাইন পড়ে যেত। সেসব সোনালি অতীত। সত্যি বলতে এখন আর সেরকম কেউ জুতো বানাতে চান না।

স্টাইলে পিছিয়ে

মহেশ রবিদাস নামে এক ব্যবসায়ীর কথায়, আশির দশক, প্রচুর স্যান্ডেল বানানোর অর্ডার আসত। রাত পর্যন্ত দম ফেলার ফুসরত থাকত না। এখন স্টাইলই আসল। বড় জুতোর দোকান থেকে বা অনলাইনে কেনা অনেক সহজ হয়েছে। অনেকে দোকান থেকে ১-২ হাজার টাকা দিয়ে চামড়ার জুতো কিনছেন। কিন্তু আমরা যাঁরা খাঁটি চামড়া দিয়ে জুতো বানাই, তাঁদের কদর নেই।'

এখনও মর্ম বোঝেন যাঁরা

আজকের দিনেও কেউ কেউ রয়েছেন, যাঁরা মাপ দিয়েই জুতো বানিয়ে নেন। নিজের মনের মতো বানানো জুতো না পড়লে তাঁদের পা চলে না। জুতো কিনতে আসা অবসরপ্রাপ্ত কর্মী প্রদীপ্ত সাহার কথায়, আসলে আজকের প্রজন্ম আসল চামড়ার জুতোর মর্ম বোঝে না। যে ধরনের স্টাইলিশ জুতো চাইছে, সেইসব দোকানে অনায়াসেই মিলছে। তাঁদের মন্ত্র ইউজ অ্যান্ড থ্রো। একই সঙ্গে বহুজাতিক জুতো প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিকে বাজার খুলে দেওয়ার জন্য স্থানীয় চর্মশিল্পীদের আজ করুণ দশা।

তুফানগঞ্জে অস্তিত্বের লড়াইয়ে জুতো তৈরির কারিগররা।

পুরসভার নির্দেশ উড়িয়ে লরি চলাচলে দখল দিনহাটার প্রধান সড়ক। মঙ্গলবার।

দিনহাটায় দিনদুপুরে লরির দাপট

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২ ডিসেম্বর : দিনহাটার সব রাস্তায় পণ্যবাহী লরির রাজত্ব। শহরের গোপালনগর রোড হোক বা ঝুড়িপাড়া রোড, কিংবা সাহেবগঞ্জ রোড বা বলরামপুর রোড, সর্বত্রই ছবিটা এক। অথচ, প্রশাসনের নির্দেশ ছিল, সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত শহরের মূল রাস্তা দিয়ে কোনওরকম পণ্যবাহী লরি চলবে না। কিন্তু, সেইসব নিয়ম শুধুই খাতায়-কলমেই।

নিয়ম না মানার তালিকায় নাম লিখিয়েছেন লরিচালকদের একাংশ। তাঁদের কল্যাণেই দিনেরবেলা শহরের প্রধান সড়ক দিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে লরি। সেটাও আবার দ্রুতবেগে। বিভিন্ন রাস্তা দখল করে লরি থামিয়ে চলছে লোডিং-আনলোডিং। এসবের জেরে দিনহাটায় যানজট এখন প্রতিদিনের ঘটনা। ঝুড়িপাড়া রোড, স্টেশন মোড়, বলরামপুর রোড, সাহেবগঞ্জ রোড সহ একাধিক রাস্তায় যানজটের চেনা ছবি দেখা যাচ্ছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে পুরসভা থেকে পুলিশ, সকলের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে। শহরবাসীর প্রশ্ন, কোন স্বার্থে আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না প্রশাসন? এই ব্যাপারে দিনহাটা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী বলেন, 'সেভাবে দিনেরবেলায় লোডিং-আনলোডিং হয় না বললেই চলে। তবে অনেকক্ষেত্রে অনেকেই আবার নিয়ম মানছেন না। এবিষয়ে অবশ্যই পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলব।'

শহরের বাসিন্দা সঞ্জয় বসাকের অভিজ্ঞতা, ঝুড়িপাড়া রোড, গোপালনগর রোড ও জ্ঞানদাদেবী গার্লস হাইস্কুল সংলগ্ন রোডটি এমনিতেই সংকীর্ণ। তার ওপর রাস্তার একাংশজুড়ে পণ্যবাহী লরি দাঁড়িয়ে থাকে। সেখানে দীর্ঘক্ষণ ধরে সামগ্রী লোড বা আনলোড করায় যানজট হচ্ছে। সেইসঙ্গে মূল রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ায় বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও। সৌরভ সরকার নামে এক বাসিন্দার কথায়, দিনহাটা ভবানী হল মোড়, স্টেশন মোড়ের যানজট তো নরকযন্ত্রণার সমান। বাইক, সাইকেল নিয়ে বেরোবার উপায়টুকু নেই। এরকম রাস্তায় পণ্যবাহী লরি চলাচল করলে দুর্ভোগ অনেকটাই বেড়ে যায়। একই সুরে দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী বলেন, দিনহাটা শহরের যানজট যে কোনও বড় শহরের যানজটকে টেক্কা দিতে যথেষ্ট। প্রশাসনের পরিকল্পনার অভাব এর অন্যতম কারণ। তাই এবিষয়ে সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে সকলকে এগোতে হবে। নয়তো সমস্যা দিন-দিন বাড়বে।

> ঝুড়িপাড়া রোড, গোপালনগর রোড ও জ্ঞানদাদেবী গার্লস হাইস্কুল সংলগ্ন রোডটি এমনিতেই সংকীর্ণ। তার ওপর রাস্তার একাংশজুড়ে পণ্যবাহী লরি দাঁড়িয়ে থাকে। সেখানে দীর্ঘক্ষণ ধরে সামগ্রী লোড বা আনলোড করায় যানজট হচ্ছে। সেইসঙ্গে মূল রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ায় বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও।
>
> **সঞ্জয় বসাক** *শহরের বাসিন্দা*

লরির অবাধ চলাচল নিয়ে পুলিশকর্তারা সরাসরি মুখ খুলতে চাননি। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দিনহাটা থানার এক আধিকারিক বলেন, তাঁরা বিষয়টি নজরে রাখছেন। প্রায়ই মালবাহী লরির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

সমিতির বৈঠক

কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর : রেলওয়ে পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ৩৭তম কার্যকরী সমিতির বৈঠক মঙ্গলবার সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হল সুকান্ত মঞ্চে। সোমবার রাতে হঠাৎই সুকান্ত মঞ্চে আগুন লাগে। পরদিন সেখানে অনুষ্ঠান করা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু রাতারাতি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সবকিছু ঠিক করে নেওয়ায় অনুষ্ঠান করতে আর সমস্যা হয়নি বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন। এদিন কোচবিহারের এই বৈঠকে কাটিহার থেকে শুরু করে ডিব্রুগড়, শিলচর পর্যন্ত সমিতির ১২৮ জন সদস্য এসেছিলেন বলে জানালেন অ্যাসোসিয়েশনের (কোচবিহার শাখার) এগজিকিউটিভ কমিটির মেম্বার তথা ভাইস প্রেসিডেন্ট সত্যপ্রসাদ দাস। এদিন বৈঠকে অষ্টম পে কমিশনে তাঁদের পেনশন বাড়বে কি না, ৮০ বছর পরে একবারের ২০ শতাংশ পেনশন না বাড়িয়ে, ৬৫ বছর থেকে শুরু করে ৭৫ বছর পর্যন্ত প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ৫ শতাংশ করে পেনশন বাড়ানো সহ নানা আলোচনা করা হয়েছে।

পথবাতি

কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর : 'গ্রিন সিটি মিশন' প্রকল্পের অধীনে কোচবিহার শহরে পাঁচশো পথবাতি বসতে চলেছে। সেজন্য দুই কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় পোল বসিয়ে পথবাতিগুলি লাগানো হবে বলে পুর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'প্রকল্পের ওয়ার্ক অর্ডার হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।' এদিকে, ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ভবানীগঞ্জ বাজারের মাছ ও সবজি বাজারের পেভার্স ব্লকের রাস্তাগুলি সংস্কার করা হবে। বৃহস্পতিবার থেকে সেই কাজ শুরু হবে। মঙ্গলবার ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে বলে পুরসভা সূত্রে খবর।

সম্মেলন

দিনহাটা, ২ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার দিনহাটারু নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগারে অনুষ্ঠিত হল নারী সুরক্ষা নিয়ে কাজ করা একটি সংগঠনের ১৫তম জেলা সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী জয়গোপাল ভৌমিক, নারী সুরক্ষা আধিকারিক অর্পিতা মল্লিক। এদিন সংগঠনের নতুন কমিটিও গঠিত হয়। যেখানে সম্পাদক হন শুক্লা বর্মন, সভাপতি হন ফতেমা বিবি এবং কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পান কণিকা সরকার।

নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখলেই জরিমানা

মাথাভাঙ্গা, ২ ডিসেম্বর : রাস্তাজুড়ে আর রাখা যাবে না নির্মাণসামগ্রী। এসবের বিরুদ্ধে এবার কড়া পদক্ষেপ শুরু করেছে মাথাভাঙ্গা পুরসভা। পুর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই যেন শহরের 'বদ অভ্যাস' গুলি রুখতে সচেষ্ট হয়েছেন প্রবীর সরকার।

তাঁর নির্দেশে সোমবার থেকে শহরজুড়ে মাইকিং শুরু হয়েছে। তাতে জানানো হচ্ছে, রাস্তা বা ফুটপাথে ফেলে রাখা নির্মাণসামগ্রী ও বর্জ্য এক সপ্তাহের মধ্যে সরিয়ে নিতে হবে। বুধবার পর্যন্ত এই প্রচার চলবে। তা না হলে পুরসভা ব্যবস্থা নেবে।

শহরে বাড়িঘর কিংবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের সময় অনেকেই নির্মাণসামগ্রী ইট, বালি, পাথর, সিমেন্ট ও অন্যান্য সামগ্রী দিনের পর দিন রাস্তায় ফেলে রাখছেন। সামগ্রী রাখার জায়গার অভাবের অজুহাতে এই কাজ করে চলেছেন অনেকে। জনবসতি বেড়ে যাওয়ার ফলে সমস্যা আরও জটিল আকার নিয়েছে। বালি-পাথর রাখায় রাস্তা সংকীর্ণ হয়েছে।

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে 'রাস্তাজুড়ে নির্মাণসামগ্রী' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ হতেই টনক নড়েছে মাথাভাঙ্গা পুরসভার। এরপরই চেয়ারম্যান জানান, ২৪ ঘণ্টার বেশি রাস্তায় বা ফুটপাথে নির্মাণসামগ্রী রাখা চলবে না। ট্রাক বা পিকআপ ভ্যান থেকে সামগ্রী নামানোর পর দ্রুত সরিয়ে ফেলতেই হবে। নিয়ম না মানলে সংশ্লিষ্ট নির্মাণকারীকে নোটিশ পাঠিয়ে পুরসভায় তলব করা হবে। পুর আইন ভঙ্গের দায়ে আর্থিক জরিমানাও করা হবে। চেয়ারম্যানের সংযোজন, পচাগড় তেপথি এলাকার পুরসভার মাছ ও সবজি বাজারের টিনের শেড দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ। এই কারণে ব্যবসায়ীরা পুরকর দেওয়া বন্ধ করে দেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত শেড সংস্কার করা হবে।

মাথাভাঙ্গা

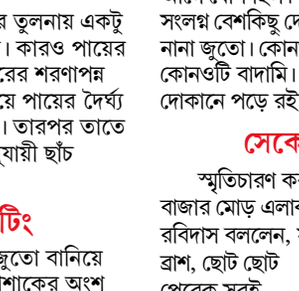

খুলছে দরবার হল

কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর : সংস্কারের জন্য আড়াই মাস বন্ধ থাকার পর বৃহস্পতিবার থেকে খুলছে রাজবাড়ির দরবার হল। বিষয়টি জানাজানি হতে খুশির হাওয়া পর্যটকদের মধ্যে। সারাদিনে কোচবিহারের পাশাপাশি বাইরের প্রচুর পর্যটক আসেন। এই দরবার হলটি সংস্কারের জন্য কিছুদিন বন্ধ ছিল। এদিন সেখানে গিয়ে দেখা গেল, দরবার হলটি সংস্কারের পাশাপাশি নতুনভাবে হলঘরটি রং করা হয়েছে। এবিষয়ে পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সংস্কার পর্ব মিটেছে। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে দরবার হলটি পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

শ্রী হারিয়েছে তুফানগঞ্জের শিশু উদ্যান

তুফানগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : উধাও ঢেঁকি। দোলনা থাকলেও তাতে নেই লোহার শিকল। স্লিপারের রেলিং ভেঙে পড়ায় বাঁশের টুকরোতে দড়ি বেঁধে চলার যোগ্য করে তোলা হয়েছে। হরিণের মূর্তিও উলটে নীচে পড়ে রয়েছে। এমনই চেহারা তুফানগঞ্জ পুরসভার সবচেয়ে বড় শিশু উদ্যানটির। সংস্কারের অভাবে বেহাল হয়ে পড়ায় এখন শিশুদের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে উদ্যানটি। আর তাতেই শিশুদের খেলাধুলোর এই জনপ্রিয় জায়গাটির ভবিষ্যৎ ক্রমশই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। এতে শিশুদের বিকাশেও ক্ষতি হচ্ছে বলে মনে করছে অভিভাবক মহল।

৩ বছরের মেয়ে সমৃদ্ধিকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিদিন বিকেলে পার্কে যেতেন পেশায় চিকিৎসক শুভ্রদীপ সাহা। তাঁর গলাতেও আক্ষেপের সুর। শুভ্রদীপের কথায়, 'সেদিন চোখের সামনে একটি শিশু যেভাবে রক্ষা পেল। তাতে মনে হচ্ছে, মেয়েকে নিয়ে আর না আসাই ভালো। এমনিতেই দিন-দিন খেলার জায়গা কমে যাচ্ছে। তার মধ্যে শহরের মাঝখানে থাকা একটা সুন্দর পার্কও যদি নষ্ট হয়ে যায় তাতে কার ভালো লাগে? ছোটদের জন্যও বার্তাটা ভালো নয়।'

বেহাল শিশু উদ্যানই খেলাধুলোয় ভরসা ছোটদের। তুফানগঞ্জে মঙ্গলবার।

যদিও শিশু উদ্যানের এই অবস্থা নিয়ে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অম্লান বর্মার বক্তব্য, 'সমস্যাটি নজরে রয়েছে। উদ্যানটি পুনরায় সাজিয়ে তোলার জন্য আলোচনার পর অর্থবরাদ্দ করে ঠিকাদারি সংস্থা নিয়োগ করা হবে।'

তুফানগঞ্জ শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত পুরসভার শিশু উদ্যান। ২০০০ সালে আবাহন সংলগ্ন এলাকায় উদ্যানটি নির্মাণ করা হয়। সবুজের বুকে হাতছানি দেওয়া এই উদ্যানটিতে বাচ্চাদের জন্য রয়েছে স্লিপার, দোলনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন খেলার সামগ্রী। তবে উদ্যানটিতে কচিকাঁচাদের খেলাধুলোর সুযোগসুবিধা থাকলেও, বর্তমানে সংস্কারের অভাবে ধুঁকতে শুরু করেছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে হরিণ সহ বিভিন্ন বিনোদন সামগ্রী নষ্ট হতে শুরু করেছে। খুদেদের কোলাহল ফিরিয়ে আনতে সংস্কারমুখী হোক পুরসভা এমনটাই দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

শহরের বাসিন্দা রঞ্জন সাহার অভিযোগ, 'কয়েক মাস ধরে বেহাল দশার কারণে উদ্যানে শিশুদের খেলার সুযোগ কমেছে। অথচ এই উদ্যানে তুফানগঞ্জ শহরের ১২টি ওয়ার্ড বাদেও দূরদূরান্তের শিশুদের অভিভাবকরা নিয়ে আসত। বিশেষ করে শনি, রবিবার যখন আসত পা রাখার জায়গা থাকত না। কিন্তু বেহাল থাকায় শিশুদের নিয়ে অভিভাবকদের আনাগোনাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

বছর দশের শমীক বলে, 'আমরা কী সুন্দর সকলে খেলতে যেতাম। ধীরে ধীরে পার্কটির খেলনা নষ্ট হয়ে গেল। তারপর আর ওখানে যাই না।' তবে ছোটদের কোলাহলে আবার কবে ভরে উঠবে এই উদ্যান? কবেই বা সংস্কার করা হবে? সেই চিন্তাতেই দিন গুনছে খুদেরা।

হাল বেহাল

- তুফানগঞ্জ শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত পুরসভার শিশু উদ্যান
- ২০২০ সালে আবাহন সংলগ্ন এলাকায় উদ্যানটি নির্মাণ করা হয়
- উদ্যানটিতে বাচ্চাদের জন্য রয়েছে স্লিপার, দোলনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন খেলার সামগ্রী
- উদ্যানটিতে কচিকাঁচাদের খেলাধুলোর সুযোগসুবিধা থাকলেও, বর্তমানে সংস্কারের অভাবে ধুঁকতে শুরু করেছে
- রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পার্কের বিভিন্ন বিনোদন সামগ্রী নষ্ট হতে শুরু করেছে

পৃথিবীর পাঠশালা

দীর্ঘ জীবনের চাবিকাঠি ভালোবাসা

ভালোবাসা কেবল অনুভূতি নয়, এটি মন ও শরীরকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। বিজ্ঞান দেখায়, ভালোবাসা এবং গভীর সম্পর্ক মানসিক স্বাস্থ্যকে উন্নত করে, স্ট্রেস কমায় এবং শারীরিক সুস্থতা বাড়ায়। আবেগগত বন্ধন অক্সিটোসিন (সুখের হরমোন) নিঃসরণকে উসকে দেয়, যা শান্তি ও নিরাপত্তার অনুভূতি জাগায় তো বটেই, এমনকি স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলও কমিয়ে দেয়। ভালোবাসা নিম্ন রক্তচাপ, শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং দ্রুত আরোগ্য লাভের সঙ্গেও যুক্ত। পারিবারিক বন্ধন বা বন্ধুত্বের ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দেওয়া আপনার মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়।

চকোলেট দুধ সেরা এনার্জি ড্রিংক

চকোলেট দুধকে শুধু মিষ্টি পানীয় ভাবলে ভুল হবে। এটি বিজ্ঞানসম্মতভাবে অ্যাথলিটদের জন্য অন্যতম সেরা রিকভারি ড্রিংক। সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, ব্যায়ামের পর শক্তি পুনরুদ্ধার, পেশি মেরামত এবং পারফরমেন্স বাড়ানোর ক্ষেত্রে এটি সাধারণ স্পোর্টস ড্রিংকগুলির চেয়েও বেশি কার্যকর। এর কারণ, কার্বোহাইড্রেট এবং উচ্চমানের প্রোটিনের ভারসাম্যপূর্ণ মিশ্রণ। কার্বোহাইড্রেট দ্রুত পেশির শক্তি ফিরিয়ে আনে, আর প্রোটিন ক্ষতিগ্রস্ত পেশি ফাইবার মেরামত করে। এটি পান করা সহজ, কার্যকর এবং আপনার শরীরকে দারুণভাবে সতেজ করতে পারে।

মানসিক চাপে চুল পাকে

পাকা চুল সাধারণত বার্ধক্যের লক্ষণ হিসাবে দেখা হলেও, নতুন গবেষণা এর কারণ হিসাবে মানসিক চাপ বা স্ট্রেসকে দায়ী করছে। দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ চুলের ফলিকলে থাকা রং উৎপাদনকারী কোষগুলিকে (মেলানোসাইটস) ক্ষইয়ে দেয়, ফলে চুল ধীরে ধীরে তার প্রাকৃতিক রং হারাতে শুরু করে। তবে আশার কথা, এই প্রক্রিয়াটি উলটে দেওয়া সম্ভব। স্ট্রেস কমালে কিছু চুলের ফলিকল তাদের রং উৎপাদন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে পারে। মনঃসংযোগ, নিয়মিত ব্যায়াম এবং পর্যাপ্ত ঘুমের মতো কৌশলগুলি স্ট্রেস কমাতে ও চুলের প্রাকৃতিক রং রক্ষা করতে সহায়ক।

কম ঘুমালে মস্তিষ্ক নিজেই নিজেকে খায়

ঘুম মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। গবেষণা দেখাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে ঘুমের অভাব হলে মস্তিষ্ক কার্যত নিজেকেই খেতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়াকে 'অটোফেজি' বলা হয়। পর্যাপ্ত ঘুম না হলে মস্তিষ্ক তার শক্তির চাহিদা মেটাতে নিজের কোষ এবং নিউরাল সংযোগগুলিকে ভাঙতে শুরু করে, যা স্মৃতিশক্তি এবং মেধাকে দুর্বল করতে পারে। রাতে ৭-৯ ঘণ্টা গুণগত ঘুম মস্তিষ্ককে বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে, নিউরন মেরামত করতে এবং স্মৃতিকে মজবুত করতে সাহায্য করে। এই গবেষণা প্রমাণ করে, ঘুম কোনও বিলাসিতা নয়, বরং মস্তিষ্কের জন্য একটি মৌলিক প্রয়োজন।

ধুলোর সমস্যায় জেরবার সুকান্তপল্লি

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : ধুলো এমনিতেই শীতের দোসর। তার ওপর রাস্তা খুঁড়ে কাজ হলে ধুলোর জ্বালায় কেমন নাজেহাল অবস্থা হয় তা সহজেই অনুমান করা যায়। এখন এমনই অবস্থা তুফানগঞ্জ পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তপল্লি এলাকায়। এদিন ওই এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, নাকে রুমাল চেপে স্কুল যাচ্ছে একদল ছাত্রছাত্রী। তাদের মধ্যে রিতা বর্মনের কথায়, 'আমাদের এখানে রাস্তা খুঁড়ে জলের পাইপ বসানো হচ্ছিল। এখন কাজ শেষ হয়েছে কিন্তু বাকি পাথর-মাটি রাস্তা থেকে সরানো হয়নি। গাড়িঘোড়া গেলেই ধুলোর জেরে নিঃশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না। স্কুল যাওয়ার আগেই চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে।'

স্থানীয়রা জানান, ওই এলাকায় প্রায় বছরখানেক আগে পিচের রাস্তা করা হয়। কিন্তু রাস্তা তৈরির পরেই কিছু বাড়িতে জলের সংযোগ দেওয়ার জন্য আবার রাস্তা খোঁড়া হয়। তবে তাতে অতটা সমস্যা না হলেও, এখন পুরসভার ৩, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু অংশে জল পৌঁছানোর জন্য বিস্তৃত অংশের রাস্তা খোঁড়া হচ্ছে। ৫ নম্বর ওয়ার্ডে নতুন রিজার্ভারের কাজও শুরু হয়েছে। কিন্তু পাইপ বসানোর পর অবশিষ্ট মাটি সরানো হয়নি বা রোলার চালিয়ে মসৃণও করা হয়নি। যার ফলে ধুলো নিয়ে এখন নিত্যদিন ভোগান্তি পোহাচ্ছেন বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, ওই অংশে নতুন করে পিচ না করা হলে এই সমস্যা মেটার নয়।

> পাইপলাইন বসানোর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রাস্তা খোঁড়া হলে ধুলোর সমস্যাও স্বাভাবিক। পাইপলাইনের কাজের পর, ভাঙা অংশ মেরামতির জন্য টেন্ডার ইস্যু করা হয়েছিল।
>
> **অম্লান বর্মা,** *ভাইস চেয়ারম্যান, তুফানগঞ্জ পুরসভা*

স্থানীয় বাসিন্দা দীপায়ন সাহার কথায়, 'রাস্তায় পিচ করার আগে এই কাজগুলো করা হলে এই সমস্যা হত না। এই রাস্তায় এনিয়ে তিনবার আলাদা আলাদা করে পাইপ বসানোর কাজ করা হল। বোঝাই যায় সঠিক পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। তুফানগঞ্জ যেতে এই রাস্তা ব্যবহার না করলেই নয়। রাস্তাটা দ্রুত সংস্কার করে দেওয়া হলে সকলেরই সুবিধা হয়।' তবে পুরসভার তরফে দাবি, পাইপলাইন বসানোর কাজ সম্পূর্ণ শেষ হলে রাস্তার পাশে ভাঙা অংশ সমান করে আবার পিচ করে দেওয়া হবে। এবিষয়ে তুফানগঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অম্লান বর্মা বলেন, 'পাইপলাইন বসানোর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রাস্তা খোঁড়া হলে ধুলোর সমস্যাও স্বাভাবিক। পাইপলাইনের কাজের পর, ভাঙা অংশ মেরামতির জন্য টেন্ডার ইস্যু করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও কারণে সেটি বাতিল হয়ে যায়। আবার টেন্ডার করে শীঘ্রই ওই রাস্তা সংস্কার করে দেওয়া হবে।'

নালিশ জানাবেন দলের ওপরমহলে

সেলিমের মন্তব্যে মর্মাহত অশোক

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : তিনি উত্তরবঙ্গের একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিপিএম নেতা। টানা ২০ বছর শুধু রাজ্যের মন্ত্রী থাকাই নয়, অশোক ভট্টাচার্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অন্যতম প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি দলের প্রয়াত রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসেরও আস্থাভাজন ছিলেন। তাঁকে উত্তরবঙ্গের অঘোষিত মুখ্যমন্ত্রী বলা হত। এখনও যথেষ্টই কর্মঠ। কিন্তু 'বয়স ফ্যাক্টর'-কে ব্যবহার করে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের নেতৃত্বাধীন সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব অশোককে দলে একঘরে করে রেখেছে বলে অভিযোগ। দু'দিন আগেই শিলিগুড়িতে সেলিমের এক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে দলে শোরগোল ছড়ায়। সিপিএমের বাংলা বাঁচাও যাত্রা-য় শিলিগুড়িতে প্রকাশ্য সভায় যোগ দিতে এসে সেলিমকে অশোকের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কিছুটা বিরক্তির সুরেই বলেছিলেন, 'ওঁকেই প্রশ্ন করুন।' রাজ্য সম্পাদকের এই মন্তব্যে অশোক যথেষ্টই মর্মাহত। ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, অশোক এনিয়ে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে নালিশ জানাবেন। বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা বলেন, 'মেদিনীপুর থেকে ফিরেই সংবাদমাধ্যমে মহম্মদ সেলিমের মন্তব্য দেখেছি। এমনটা কাম্য নয়। বিষয়টি নিয়ে আমি পার্টির যথাস্থানে কথা বলব।'

সিপিএমের 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রবিবার শিলিগুড়ির টিকিয়াপাড়া মাঠে প্রকাশ্য সমাবেশ ছিল। মূল বক্তা হিসেবে সেলিম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চে সেলিম ছাড়াও দলের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক, জীবেশ সরকারের মতো নেতারা থাকলেও সেখানে অশোককে দেখা যায়নি।

বক্তব্য রাখার পরেই সেলিম সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সভায় অশোকের অনুপস্থিতি নিয়ে সেলিমকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কিছুটা বিরক্ত হন। প্রশ্ন শেষ হতে না হতেই তিনি 'ওঁকেই প্রশ্ন করুন' মন্তব্য করে সভাস্থল থেকে বেরিয়ে যান।

রাজ্য সম্পাদকের এহেন মন্তব্য ঘিরে দলের অন্দরে হইচই পড়ে। শিলিগুড়িতে এখনও সিপিএমের দলীয় সংগঠনের অনেকটা অংশজুড়ে অশোক ভট্টাচার্য রয়েছেন বলে দলের একটি বড় অংশ মনে করে। তাঁর উপস্থিতিতে যে কোনও মিটিং, মিছিলে ভালো ভিড় হয়। বর্ষীয়ান এই নেতা এখনও ভালোভাবে চলেফিরে বেড়ান। দলীয় সংগঠন কীভাবে চালাতে হয়, কীভাবে লোক টানতে হয় তা ভালোমতোই জানেন। গোটা রাজ্যে যখন সিপিএমের কার্যত ভরাডুবি হয়েছিল, সেই সময়ও একদিকে শিলিগুড়ির বিধায়ক এবং পরবর্তীতে মেয়র হিসাবে শিলিগুড়িতে অশোক তাঁর পুরো মেয়াদ সম্পূর্ণ করেছেন। শিলিগুড়ি মডেলের রূপকারও তিনি। এহেন একজন দাপুটে নেতাকে চক্রান্ত করেই ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে বলে দলের অন্দরেই অভিযোগ রয়েছে।

অশোক বলেন, 'মেদিনীপুরে শনি ও রবিবারের বস্তি উন্নয়ন সমিতির রাজ্য সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। এটা রাজ্য সম্পাদক জানতেন। তার পরেও উনি এমনটা কেন বললেন বুঝলাম না।' প্রশ্ন উঠেছে, শুধু কি রাজ্য সম্পাদকই অশোককে এড়ানোর চেষ্টা করছেন, নাকি এর পিছনে দার্জিলিং জেলা নেতৃত্বের একটা বড় অংশেরও ইন্ধন রয়েছে? কারণ, শিলিগুড়িতেও ইদানীং দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অশোক ডাক পান না। ত্রাণ সংগ্রহের সময় অশোককে সামনে রাখা হলেও বাকি কর্মসূচিগুলিতে হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজ করেই ছেড়ে দেওয়া হয়। দলের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক অবশ্য বলেছেন, 'অশোকদা আমাদের দলের বর্ষীয়ান নেতা। তাঁকে সবসময়ই গুরুত্ব দেওয়া হয়।'

> **দলে কানাঘুষো**
>
> রবিবার শিলিগুড়ির টিকিয়াপাড়া মাঠে প্রকাশ্য সমাবেশে অশোক ভট্টাচার্য অনুপস্থিত ছিলেন
>
> এনিয়ে মহম্মদ সেলিমকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর উত্তর ছিল, 'ওঁকেই প্রশ্ন করুন'
>
> অশোকের দাবি, তিনি মেদিনীপুরে শনি ও রবিবারের বস্তি উন্নয়ন সমিতির রাজ্য সম্মেলনে গিয়েছিলেন
>
> সেলিম তা জানা সত্ত্বেও এমন মন্তব্য করায় তিনি মর্মাহত, সবকিছু ওপরমহলকে জানাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন

বাজেয়াপ্ত সোনা গায়েব মামলার কিনারা

শুল্ককর্তার যাবজ্জীবন

সুবীর মহন্ত ও বিধান ঘোষ

বালুরঘাট ও হিলি, ২ ডিসেম্বর : যার হেপাজতে বাজেয়াপ্ত সরকারি সম্পত্তি রাখা হয়েছিল, সেই ফের করেছিল চুরি। শুধু তাই নয়, ঘটনায় নিজের নাম যাতে না জড়ায় তাই থানায় মিথ্যে অভিযোগও দায়ের করে। বাজেয়াপ্ত হওয়া সোনা গায়েব করার সেই মামলায় অভিযুক্ত কাস্টমসের হিলি প্রিভেনশন ইউনিটের ইনস্পেকটর বালাদিত্য বারিকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। সোমবার মামলায় বালাদিত্যকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মঙ্গলবার বালুরঘাট জেলা আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক (ফাস্ট কোর্ট) সন্তোষকুমার পাঠক অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন।

ঠিক কী হয়েছিল? বিএসএফের তরফে বাজেয়াপ্ত হওয়া সাতটি সোনার বিস্কুট ২০২২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর হিলি কাস্টমস প্রিভেনশন ইউনিটে জমা দেওয়া হয়। মোট ৮১৬.৩৬০ গ্রাম ওজনের সোনার বারের সেসময় বাজারমূল্য ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকারও বেশি। ইউনিটের ইনস্পেকটর বালাদিত্য প্রক্রিয়া মেনে সোনা নিজের হেপাজতে নিয়ে নেয়। এরপর সে হাওড়ায় নিজের বাড়িতে ছুটিতে চলে যায়। ওই বছরেরই ৭ নভেম্বর হিলি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে সে জানায়, সোনাগুলি যে বাক্সে ভরে তিনি লকারে রেখে গিয়েছিলেন, সেই বাক্সটি গায়েব। দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করে হিলি থানার পুলিশ। বালাদিত্য সহ অফিসের অন্য কর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে পুলিশি তদন্তে স্পষ্ট হয়, বালাদিত্যই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। তাকে হেপাজতে নিয়ে তদন্ত চলে। দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলার পরে অবশেষে সোমবার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর এদিন তার কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় বালুরঘাট আদালত।

এদিকে যে এলাকাকে ঘিরে সব ঘটনার শুরু সেই হিলি বন্দরে গিয়ে এদিন দেখা গেল যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের তেমন জোর নেই। ভিসাযাত্রীদেরও ভিড় নেই। বিএসএফ-বিজিবি জওয়ানরা খোশমেজাজে নজরদারি চালাচ্ছেন। শীতের শান্ত পরিবেশে হিলি স্থলবন্দর নিজের মতো রয়েছে। বছরতিনেক আগে বন্দরের শুল্ক দপ্তর থেকে সোনা উধাওয়ের ঘটনায় রায় ঘোষণা হওয়ায় এদিন বন্দরের বিভিন্ন মহলে কিছুটা গুঞ্জন উঠেছিল। কিন্তু বাস্তবে অবশ্য কেউ এনিয়ে মুখ খুলতে রাজি হননি।

এদিন বালুরঘাট আদালতে সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী বলেন, 'বিএসএফের উদ্ধার করা সোনা কাস্টমসে জমা করা হয়েছিল। সেগুলি হারিয়ে যাওয়ার মামলা দায়ের করেছিলেন ওই কাস্টমস অফিসার। তদন্তে নেমে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল। মামলাতে তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।' তদন্ত চলাকালীন ২০২৩ সালের মে মাসে পুলিশ শুল্ক দপ্তরের অস্থায়ী দুই কর্মী চন্দ্রদেব সিং এবং গৌরাঙ্গ দাসকে গ্রেপ্তার করেছিল। এদিকে বিচার বিভাগীয় তদন্তে বালাদিত্যকেও আগেই বরখাস্ত করে কাস্টমস। এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে অবৈধ এক সোনা ব্যবসায়ী পার্থ সাহাকেও পুলিশ হেপাজতে নেয়। দফায় দফায় জেরা করে বালাদিত্যের বিরুদ্ধে তথ্য পান তদন্তকারীরা। এরপর কলকাতায় থেকে হিলি থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। যদিও আদালতে বিচার চলাকালীন অস্থায়ী শুল্ক দপ্তরের দুই কর্মী ও সোনা ব্যবসায়ী মুক্তি পান। এছাড়া ২০২৪ সালে অভিযুক্ত কাস্টমস ইনস্পেকটরও জামিন পেয়েছিল। মামলার এতদিন পর অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা হল।

> **সিনেমার মতো**
>
> ■ ২০২২ সালে হিলি কাস্টমস প্রিভেনশন ইউনিটে জমা দেওয়া হয় ৮১৬.৩৬০ গ্রাম ওজনের সোনার বার
>
> ■ ইউনিটের ইনস্পেকটর বালাদিত্য বারিক প্রক্রিয়া মেনে সোনা নিজের হেপাজতে নিয়ে নেয়
>
> ■ ওই বছরেরই ৭ নভেম্বর হিলি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে সে জানায়, সোনা গায়েব
>
> ■ পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে ওই আধিকারিক নিজেই ঘটনায় জড়িত রয়েছে

'ঢপের পাঁচালি', কটাক্ষ শুভেন্দুর

প্রথম পাতার পর

যাঁদের চাকরি দিয়েছেন বলে তিনি দাবি করছেন, তাঁদের নাম, বাবার নাম, ঠিকানা দিয়ে সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করার দাবি জানাচ্ছি। এই মুখ্যমন্ত্রী বামফ্রন্টের আমলে রেখে যাওয়া এক কোটি বেকারকে ২ কোটি ১৫ লক্ষে পরিণত করেছেন।' নিয়োগ পরীক্ষা নিয়েও শুভেন্দু কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর মন্তব্য, 'দীর্ঘ আট-নয় বছর ধরে কোনও চাকরির পরীক্ষা হয়নি। ২০১৫ সালে শেষ এসএসসি পরীক্ষা হয়েছিল। ২০১৭-তে শেষ পিএসসি পরীক্ষা হয়েছিল। চাকরি চুরি হয়েছে। যে মুখ্যমন্ত্রী ডাবল ডাবল চাকরির কথা বলেছিলেন, সেই মুখ্যমন্ত্রীর আমলে ডাবল ডাবল চাকরি চলে গিয়েছে।'

এর পরেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একগুচ্ছ প্রশ্ন ছুড়ে দেন। তিনি দাবি করেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করছি, ৫১টা কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র কেন বন্ধ হয়ে গেল? যুবশ্রীর কী হল? এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক থেকে ১৫০০ টাকা করে বেকার ভাতা বন্ধ করে কেন দিলেন? আপনাকে বলতে হবে সারের কালোবাজারি কেন হয়? কেন কৃষকদের কাছ থেকে সঠিক পরিমাণ ফসল কেনা হচ্ছে না?' মমতাকে তোপ দেগে শুভেন্দু বলেন, 'আপনি কৃষকদের সর্বনাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নিজে পিএফ কিষান সম্মান দিতে চান। রাজ্যে ৮৩ লক্ষ কৃষক পরিবার সেই প্রকল্পে টাকা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু শুধু বিজেপি করার অপরাধে, হিন্দু হওয়ায় ৩৩ লক্ষ কৃষকের নাম আপনি পাঠাননি। আপনি দুই হাজার লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। আমরা চাই সেই অনুযায়ী তালিকা আপনি প্রকাশ করুন।' সমস্ত তথ্য দিয়ে রাজ্যকে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে বলে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা দাবি জানান।

সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু বলেন, 'এরপর কী হবে তা আগাম বলে দিচ্ছি। প্রত্যেক বিধানসভায় ১৫ জনের টিম গঠন করা হয়েছে। এরা মিথ্যা প্রচার করবে। প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে মন্দির দর্শন করবে। এরপর জনসভা করে কমিউনিটি লাঞ্চ করবে। সন্ধ্যায় স্ট্রিট কর্নার হবে। যা প্রচার করা হবে তার সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক থাকবে না।'

ধর্ষণে বাবার জেল

বালুরঘাট, ২ ডিসেম্বর : সৎমেয়েকে ধর্ষণে ২০ বছরের সাজা হল বাবার। মঙ্গলবার এই সাজা ঘোষণা করেন বালুরঘাট জেলা আদালতের স্পেশাল পকসো কোর্টের বিচারক শরন্যা সেন প্রসাদ। একইসঙ্গে ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ বিচারক দিয়েছেন বলে এদিন জানান জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী। গত শনিবার ওই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন বিচারক।

বালুরঘাট শহরের বাসিন্দা এক গৃহবধূ পরিচারিকার কাজ করে সংসার প্রতিপালন করেন। স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়ায় তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। তাঁর সঙ্গেই থাকত প্রথম পক্ষের মেয়ে নবম শ্রেণির ছাত্রী। দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর কাছেই মেয়েকে রেখে ওই বধূ পরিচারিকার কাজ করতে যেতেন। ওই বধূ যখন কাজে বের হতেন, তখন নবম শ্রেণির ছাত্রী সৎমেয়েকে বাড়িতে একা পেয়ে ধর্ষণ করত বাবা। ২০২৪ সালের ১৭ জুন মাকে পেট ব্যথার কথা জানায় ওই নাবালিকা। এরপর চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর মা জানতে পারেন, তাঁর নাবালিকা মেয়ে চার মাসের গর্ভবতী। মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মা জানতে পারেন দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীর কীর্তি। পরের দিনই ওই বধূ বালুরঘাট থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন।

শীতের ভোরে... *তাপমাত্রার পতনে জবুথবু অমৃতসর। তার মধ্যেই জমির কাজে যেতে তৈরি ওঁরা। -পিটিআই*

মুখরিত পাখিদের কলতানে

প্রথম পাতার পর

'বছরের এমন সময়ই বাইরের দেশের পাখিরা আসে। কয়েকদিন আগে এসেও এদের দেখতে পাইনি। এদিন এসে পাখিদের আনাগোনা এবং হাঁকডাকে মন ভালো হয়ে গেল।' পাখিপ্রেমীদের একটা অংশের কথায়, সময়ের অনেক আগেই বিলের কচুরিপানা পরিষ্কার করা হয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে বনভোজন বন্ধ রয়েছে। তাতে পরিবেশ দূষণ অনেকটাই ঠেকানো সম্ভব হয়েছে। পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাস গ্রুপের সম্পাদক অরূপ গুহ বলেন, 'পরিযায়ী পাখিদের আগমন পাখিপ্রেমীদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের। পরিবেশ দূষণ কমার ফলে রসিকবিলে পাখির সংখ্যা অনেকটাই বাড়ছে।' বন দপ্তরের হিসাবে, গত বছর এখানে সাড়ে সাত হাজার পরিযায়ী পাখি এসেছিল। সেই সংখ্যা এবারে অনেকটাই বাড়বে বলে বন দপ্তরের আশা।

বিতর্ক

প্রথম পাতার পর

শনিবারের মতো এদিনও সভাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী উপস্থিত ছিল। শাসকদলের সভা নিয়ে কারও অভিযোগ পাইনি।' অভিযোগ পেলে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। মালিকরা নিজেদের ইচ্ছেতেই ট্রাক নিয়ে এদিন সভাস্থলের রাস্তায় যাননি বলে পুলিশ আধিকারিকের দাবি।

বাংলার মানুষের ভোটাধিকার রক্ষার পাশাপাশি বাংলা বিরোধীদের বিরুদ্ধে তৃণমূল এদিন চ্যাংরাবান্ধা বাইপাস থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে। পরে ভিআইপি মোড়ে এসে সভা করে। মেখলিগঞ্জের উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এলাকার বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী সভায় নানা তথ্য তুলে ধরেন। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, 'বাইরে থেকে লোক এনে আমাদের সভা করতে হয় না। দিদির টানে সবাই যে আমাদের পাশে আছেন তা এদিনের সভা প্রমাণ করে দিয়েছে।'

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে বিঁধে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'নিজের বাবাকে চোর বলেছি বলে যদি উনি প্রমাণ করতে পারেন তাহলে উনি ওঁর পায়ের জুতো দিয়ে আমাকে মারতে পারেন, নইলে অন্যদের মার খাওয়ার জন্য তৈরি থাকতে হবে।' পাশাপাশি তাঁর বক্তব্য, 'মেখলিগঞ্জের উন্নয়ন দেখতে হলে বিজেপির চোখে দু ফোঁটা করে হারপিক দিতে হবে। এছাড়া, বাংলায় কথা বলায় আমি বাংলাদেশি হলে হিন্দি ও গুজরাটি বলায় নরেন্দ্র মোদীকে পাকিস্তানি বলা উচিত।' পণ্যবাহী ট্রাক মডিফাই করার পাশাপাশি তাতে অতিরিক্ত পণ্য তোলা হচ্ছে বলে শুভেন্দু অভিযোগ জানিয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী এদিন বলেন, শুভেন্দু অধিকারী নিজেও এক সময় পরিবহণমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর সময় যে স্বচ্ছতায় কাজ হত তার থেকে বেশি স্বচ্ছতায় এখন কাজ হয়।' তবুও প্রাক্তন মন্ত্রীর অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

উন্নয়নের পাঁচালি মমতার

প্রথম পাতার পর

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে চলতে হবে। তাই আপনারা টাকাটা দিন।'

গত সাড়ে ১৪ বছরে রাজ্য সরকার কী কী করেছে, তা পেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'পর্যটন থেকে শুরু করে মাছ এবং ডিম উৎপাদনে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পেরেছি। ২০১১ সালের আগে রাজ্যের ২ লক্ষ পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ ছিল। আমরা গত সাড়ে ১৪ বছরে তা বাড়িয়ে ৯৯ লক্ষ করেছি। এই প্রকল্পের টাকাও আমাদের দিচ্ছে না। গ্রামীণ বাড়ি ও আবাসন প্রকল্পে ৬৭ লক্ষ ৬৯ হাজার বাড়ি তৈরি করে দিয়েছি। পুরোপুরি রাজ্য সরকারের টাকায় পথশ্রী প্রকল্পের কাজ চলছে।'

যদিও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য সরকারের উন্নয়নের দাবিকে তীব্র কটাক্ষ করেন। তাঁর ভাষায়, 'এটা ঢপের পাঁচালি।' মালদায় এক কর্মসূচিতে তিনি বলেন, 'এটা স্বেচ্ছাচারিতার পাঁচালি। আমরা বলি, এটা জলাঞ্জলির পাঁচালি। বাংলার গৌরব, সংস্কৃতির জলাঞ্জলি হয়েছে আপনার হাতেই।' নবান্নের সরকারি অনুষ্ঠানটিতে রাজ্য স্তরের প্রশাসনিক কর্তাদের পাশাপাশি জেলা শাসকরা ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন।

এসআইআর-এর জন্য যাতে উন্নয়নে বিঘ্ন না ঘটে, তা ওই বৈঠকে জেলা শাসকদের স্মরণ করিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভোটের কাজ করছেন করুন। কিন্তু উন্নয়নের যে কাজ চলছে, তাতে ঘাটতি রাখা যাবে না। মানুষের কাছে আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে।' সম্প্রতি কয়েকজন বিএলও এবং সাধারণ মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে এসআইআর আতঙ্কের যোগ আছে বলে তৃণমূলের অভিযোগ। তাঁদের প্রত্যেকের পরিবারকে ২ লক্ষ, অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন ১৩ জনকে ১ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকার দেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

তাঁর হিসেবে 'এসআইআর আতঙ্কে' রাজ্যে মৃতের সংখ্যা ৩৯। মমতার কথায়, 'আমি বেঁচে থাকতে এরাজ্যে ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না। আমি সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি করি। এরাজ্যে সব ধর্ম সুরক্ষিত। কেন্দ্রকে বলব ব্রিটিশদের মতো জোর করে কিছু করবেন না।'

ভোটের আগে বিহারে নীতীশ সরকারের মহিলাদের ১০ হাজার টাকা অনুদানের প্রসঙ্গ তুলে মমতা বলেন, 'অনেক রাজ্যে বিজেপি অনেক কিছু দেখানোর জন্য করছে। ভোটের আগে ১০ হাজার, তারপর বুলডোজার। আরে, আমরা তো প্রতি বছরই মহিলাদের ১২ হাজার করে দিই। ২ কোটি ২১ লক্ষ মহিলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছেন। ১ কোটি মেয়ে কন্যাশ্রী ও ২২ লক্ষের বেশি মেয়েকে রূপশ্রী প্রকল্পের টাকা দেওয়া হচ্ছে।'

চাপ বাড়ল প্রশান্তর,

প্রথম পাতার পর

ধৃত গাড়িচালক রাজু ঢালির মোবাইল থেকে পাওয়া ভিডিও ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে। চলতি সপ্তাহে ওই রিপোর্ট হাতে পেলে আদালতে প্রামাণ্য নথি হিসেবে গ্রাহ্য হবে বলে দাবি করছেন পুলিশকর্তারা। ইতিমধ্যে ওই ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্তে অনেকটা অগ্রগতি হয়েছে বলেও দাবি করেছেন তদন্তকারীরা। তা সত্ত্বেও বিডিও'র আগাম জামিন নিশ্চিত হওয়ার পরই বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট হাইকোর্টে আর্জি জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে শহর

প্রথম পাতার পর

শহরের নিকাশিনালাগুলির বেহাল অবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। বহু নালাতেই আবর্জনা জমে জল বেরোনোর পথ কার্যত বন্ধ। তার ফল গত বর্ষায় হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন শহরের মানুষ। যদিও পুরসভার দাবি, তারা নিয়মিত আবর্জনা সাফাই করছে। অসচেতন কিছু বাসিন্দা যত্রতত্র আবর্জনা ফেলায় সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

কমলার সুবাস কাঁটাতারের ওপারেও

প্রথম পাতার পর

এখন গ্রামের বাজারেও আমাদের কমলাকে লোকে 'দার্জিলিং কমলা' হিসাবেই কিনছে।'' পঞ্চগড়ের চাকলার হাট ইউনিয়নের বাগান মালিক মিজানুর সিদ্দিকীর কথা, 'আমাদের চা বাগান আছে। তার পাশেই পরীক্ষামূলকভাবে দার্জিলিং কমলার বাগান করেছিলাম। গত বছর প্রথম ফলন এসেছিল। এবছর প্রচুর ফলন হয়েছে। ভবিষ্যতে কমলা বাগান আরও সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা আছে।'

ওপার বংলার সমতলে দার্জিলিং প্রজাতির কমলা চাষে উৎসাহিত কৃষি বিজ্ঞানীরা। বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডিন সুভাষচন্দ্র রায়ের কথা, 'দার্জিলিংয়ের মান্দারিনের মতো আন্তর্জাতিক আইন মেনে এক দেশ থেকে অন্য দেশে বহু কৃষিজ প্রজাতির ফসল চাষ হচ্ছে। এক্ষেত্রে কলম কাটিং সহ নানা পদ্ধতিতে কমলার চাষ হতে পারে। যদিও কোনও অবস্থাতেই হুবহু একরকম ফল পাওয়া যাবে না। খানিকটা আলাদা হবেই। তবে বাংলাদেশে যা হয়েছে তা কৃষি বিজ্ঞানীদের অবশ্যই উৎসাহ দেবে।' বাংলাদেশের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এক আধিকারিক টেলিফোনে জানিয়েছেন, পদ্ধতিগতভাবে সেদেশের মাটি এবং আবহাওয়াতে দীর্ঘজীবী এবং রোগ প্রতিরোধকারী অথচ স্বাদে টক প্রজাতির কমলার গাছের সঙ্গে দার্জিলিংয়ের সুগন্ধি এবং সুস্বাদু প্রজাতির কমলার গাছের মিলন ঘটানো হয়েছে। ফলে যে প্রজাতি পাওয়া গিয়েছে তার ফল স্বাদে, গন্ধে দার্জিলিং মান্দারিনের মতো অথচ সমতলের তুলনায় উষ্ণ এলাকায় গাছটি রোগ প্রতিরোধ করে টিকে থাকতে সক্ষম।

সব মিলিয়ে দার্জিলিংয়ের মান্দারিন এখন যেন দুই বাংলার অঘোষিত দূত। কাঁটাতার, পাসপোর্ট, ভিসার ঝকমারি এড়িয়ে পাহাড়ের ঐতিহ্যকে সমতলে নতুন দুনিয়া গড়ে দিয়েছে প্রকৃতি। সীমান্তের ওপারে দ্বিতীয় উত্তরবঙ্গ মজেছে সিটংয়ের মিষ্টি ঘ্রাণে।

২ কোটির বেস প্রাইসে ভেঙ্কি-গ্রিনরা

নিলামে ১৩৫৫ জন

মুম্বই, ২ ডিসেম্বর : আবু ধাবিতে ১৬ ডিসেম্বর হতে চলা সংক্ষিপ্ত নিলামের জন্য মোট ১৩৫৫ জন ক্রিকেটার নাম লেখালেন। এর মধ্যে ২ কোটি টাকার সর্বাধিক বেস প্রাইসে রাখা হয়েছে ৪৫ জনকে। তার মধ্যে রয়েছেন দুইজন ভারতীয়-ভেঙ্কটেশ আইয়ার এবং রবি বিষ্ণোই। বাকি উল্লেখযোগ্যরা হলেন- ক্যামেরন গ্রিন, লিয়াম লিভিংস্টোন, মাথিশা পাথিরানা এবং ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভা প্রমুখ। তবে তারকা ক্রিকেটারদের মধ্যে নাম লেখাননি অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। গতবার তাঁকে ৪.২ কোটি টাকায় নিয়েছিল পাঞ্জাব কিংস। মাঝপথে আঙুলে চোট পাওয়ায় তাঁর পরিবর্তে আর এক অজি অলরাউন্ডার মিচেল ওয়েনকে দলে নেয় পাঞ্জাব। সেই ওয়েনকেই রিটেইন করেছে প্রীতি জিন্টার দল। মইন আলি এবং ফাফ ডু প্লেসি আগেই জানিয়েছিলেন পাকিস্তান সুপার লিগের খেলার জন্য আইপিএলের সংক্ষিপ্ত নিলামে নাম লেখাবেন না।

২ কোটির বেস প্রাইসে থাকা উল্লেখযোগ্য ক্রিকেটার

INDIAN PREMIER LEAGUE

ভেঙ্কটেশ আইয়ার, রবি বিষ্ণোই, ক্যামেরন গ্রিন, লিয়াম লিভিংস্টোন, মাথিশা পাথিরানা, জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, স্টিভেন স্মিথ, মুস্তাফিজুর রহমান, গাস অ্যাটকিনসন, বেন ডাকেট, জেমি স্মিথ, রাচিন রবীন্দ্র, ডেভিড মিলার।

প্রতিটি দল সর্বাধিক ২৫ জন ক্রিকেটার দলে নিতে পারবে। সেই হিসেবে ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজি মিলিয়ে এখনও ৭৭টি স্থান ফাঁকা। তার মধ্যে বিদেশিদের শূন্যস্থান ৩১। ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ফ্রাঞ্চাইজিদের পছন্দের ক্রিকেটারদের তালিকা জমা দিতে হবে। সেই তালিকায় জায়গা পাওয়া ক্রিকেটাররাই উঠবেন নিলামে।

আন্দ্রে রাসেলের অভাব পূরণে কলকাতা নাইট রাইডার্স ঝাঁপাতে পারে অজি অলরাইন্ডার গ্রিনের দিকে। তাদের হাতে রয়েছে সর্বাধিক ৬৪.৩ কোটি টাকা। তারপরই ৪৩.৩ কোটির পুঁজি নিয়ে থাকা চেন্নাই সুপার কিংসেরও একজন বিদেশির জায়গা খালি। দুই দলই আরও ৯ জন ক্রিকেটার নিতে পারবে। এছাড়াও লড়াই তীব্র হতে পারে লিভিংস্টোন, বিষ্ণোই, জোশ ইনগ্লিশদের নিয়েও।

করণের শতরানে জয় বাংলার

হিমাচলপ্রদেশ-২০৮/৫ বাংলা-২১২/৫
(৫ উইকেটে জয়ী বাংলা)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : ছন্দ ফিরল। জয় এল। অভিষেক শর্মা আতঙ্কও কাটল।

হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে শতরানের পথে বিধ্বংসী ব্যাটিং করণ লালের। মঙ্গলবার হায়দরাবাদে।

চুম্বকে এই হল সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে বাংলার মঙ্গলবারের খতিয়ান। শেষ ম্যাচে পাঞ্জাবের অভিষেক ব্যাটিং তাণ্ডবে ছারখার হয়ে গিয়েছিল বাংলা। সেই ধাক্কা সামলে আজ হিমাচলপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে ৫ উইকেটে জিতে জয়ের সরণিতে ফিরলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। ব্যাট হাতে ৫০ বলে ১১৩ রানের ইনিংস খেলে দলকে ভরসা দিলেন ওপেনার করণ লাল। মূলত তাঁর ব্যাটে ভর দিয়েই হিমাচলপ্রদেশের দখল নিল টিম বাংলা। হায়দরাবাদের জিমখানা ক্রিকেট মাঠে প্রথমে ব্যাটিং করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ২০৮/৫ করেছিল হিমাচল। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে করণ ও অভিষেক পোড়েলের (২৬ বলে ৪১) ওপেনিং জুটিতেই জয়ের ভিত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। পরে অভিষেক আউট হয়ে গেলেও করণকে থামানো যায়নি। বৈভব অরোরাদের বিরুদ্ধে তিনিই বাংলার নায়ক হিসেবে দলকে জিতিয়ে দিলেন।

ওপেনিংয়ের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই করণ এবার দারুণ ছন্দে। নিয়মিত রান করছেন। আজও করলেন। তাঁর ৫০ বলে ১১৩ রানের ইনিংসে রয়েছে ৮টি বাউন্ডারি ও ১০টি ছক্কা। ১৭.৩ ওভারে করণ যখন আউট হন, তখন বাংলার জয় সময়ের অপেক্ষা। স্বাভাবিকভাবেই করণই ম্যাচের সেরা হয়েছেন। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা হায়দরাবাদ থেকে বলছিলেন, 'দুর্দান্ত ব্যাটিং করল করণ। ওর ইনিংসের জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। যদিও আমাদের এখনও অনেক পথ চলা বাকি।' পরশু ফের ম্যাচ রয়েছে বাংলার। সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচের আগে করণের ফর্ম এখন বাংলার বড় ভরসা। যদিও বোলিং নিয়ে উদ্বেগ থাকছেই। শেষ ম্যাচে পাঞ্জাব ৩০০-র বেশি রান করেছিল। আজ হিমালচপ্রদেশও ২০৮ করেছে। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন অবশ্য মহম্মদ সামি (৩১/১), আকাশ দীপ (৩৫/০), মুকেশ কুমারদের (৪১/১) পারফরমেন্সে দুশ্চিন্তার কিছু দেখছেন না। তাঁর যুক্তি, 'টি২০ ক্রিকেটে বরাবরই ব্যাটারদের রাজত্ব চলে। এখানেও তাই হচ্ছে।' এদিকে, আজ বাংলা বনাম হিমাচলপ্রদেশ ম্যাচে জাতীয় নির্বাচক কমিটির সদস্য অজয় রাতরা হাজির ছিলেন। খেলার শেষে সামির সঙ্গে তিনি আলাদাভাবে কথাও বলেন। কী কথা হয়েছে, সেটা জানা যায়নি।

খেলা চলাকালীন হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে সেলফি নিতে মাঠে ঢুকে পড়লেন তাঁর এক ভক্ত। মঙ্গলবার।

প্রত্যাবর্তনে বরোদার জয়ের নায়ক হার্দিক

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : দুরন্ত শতরান বৈভব সূর্যবংশীর। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে ম্যাচে তবুও হার এড়াতে ব্যর্থ বিহার।

মুস্তাক আলির প্রথম দুই ম্যাচে রান পাননি বৈভব। মঙ্গলবার সেই আক্ষেপ মিটল। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে বিহারের হয়ে দেশের কনিষ্ঠতম ক্রিকেটার হিসাবে ঘরোয়া টি২০-তে শতরান করে ইতিহাস গড়লেন বৈভব। ৫৮ বলে শতরান পূর্ণ করেন তিনি। শেষপর্যন্ত ৬১ বলে ১০৮ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন বিহারের ১৪ বছরের এই ব্যাটার। তাঁর ব্যাটে ভর করেই মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৭৬ রান তোলে বিহার।

জবাবে মহারাষ্ট্র ১৯.১ ওভারে ৭ উইকেটে ১৮২ রান তুলে নেয়। সৌজন্যে পৃথ্বী শ-র ৩০ বলে ৬৬ রানের ইনিংস।

ব্যর্থ বৈভবের শতরান

অন্যদিকে, চোট সারিয়ে এদিন মাঠে ফিরলেন হার্দিক পান্ডিয়া। প্রত্যাবর্তনে বল হাতে সাফল্য পেলেন না। তবে ৪২ বলে ৭৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে জয় এনে দিলেন বরোদাকে। শুরুতে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ২২৮ রান তোলে পাঞ্জাব। অর্ধশতরান করেন আনমোলপ্রীত সিং (৩২ বলে ৬৯) ও অভিষেক শর্মা (১৯ বলে ৫০)। হার্দিকের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে ভর করে ৫ বল বাকি থাকতেই ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় বরোদা।

এদিকে, মুস্তাক আলিতে নজর কাড়ছেন শচীন তেন্ডুলকারের ছেলে অর্জুন। এদিন মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে গোয়ার জয় বড় অবদান রাখলেন তিনি। বল হাতে ৪ ওভারে ৩৬ রান দিলেও ৩ উইকেট নেন। পরে রান তাড়ায় নেমে ১০ বলে ১৬ রান করেন অর্জুন।

অন্যদিকে, ঘরোয়া ক্রিকেটে দুই বছর পর টি২০ খেলতে নেমে শতরান করলেন সরফরাজ খান (৪৭ বলে অপরাজিত ১০০)। তাঁর দাপটে এদিন অসমকে ৯৮ রানে হারাল মুম্বই। টসে হেরে মুম্বই ৪ উইকেটে ২২০ রান তোলে। সরফরাজকে যোগ্য সংগত করেন আজিঙ্কা রাহানে (৪২)। জবাবে অসম ১২২ রানে অল আউট হয়।

মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শতরানের পর বৈভব সূর্যবংশী। ইডেন গার্ডেন্সে মঙ্গলবার।

সমাধান দ্রুত চেয়ে ফেডারেশনকে চিঠি আনোয়ারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের পর এবার আনোয়ার আলির চিঠি অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে।

গত ১৬ মাস ধরে চলছে মোহনবাগান বনাম আনোয়ার আলি দলবদল বিতর্ক। যে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে উদ্যোগ না নেওয়ায় এবার এআইএফএফ-কে চিঠি দিলেন আনোয়ার। এর আগে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে ফিফাকে চিঠি দেয় মোহনবাগান। যার প্রাপ্তিস্বীকার করে ফিফাও জানায়, তারা এই বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে ফেডারেশনকে নির্দেশ দেবে। গত ১৩ নভেম্বর এই বিষয়ে এআইএফএফ-এর অ্যাপিল কমিটিতে শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হয়। এবার আনোয়ার নিজেই এই বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। ২০২৪ সালের ৮ জুলাই তিনি মোহনবাগানের সঙ্গে লোন-চুক্তি ভেঙে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেন। তারপর ১৭ জুলাই, ২০২৪ সালে বিষয়টি যায় প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটিতে। তারপর থেকেই এই বিষয়টি ঝুলে আছে ফেডারেশনের কাছে। এদিন আনোয়ারের আইনজীবী এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে একটি চিঠি দেন। যেখানে তিনি আনোয়ারকে তাঁর মক্কেল বলে উল্লেখ করে ঝুলে থাকা বিষয়টি সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আইনি নোটিশ পাঠাচ্ছেন বলে জানান। গত এক বছর ধরে বিষয়টি ফেডারেশনের অ্যাপিল কমিটির কাছে পড়ে থাকার উল্লেখও করেন এই চিঠিতে। ক্রমাগত শুনানি স্থগিত হওয়ায় প্রকাশ্যে তাঁর মক্কেলকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যা একজন নামী ফুটবলারের পক্ষে সম্মানহানিকর বলে জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটি আনোয়ারকে চার মাসের সাসপেনশন ও ১২.৯ কোটি টাকার জরিমানা করে। যা নিয়ে আনোয়ার ক্লাব দিল্লি এফসি ও ইস্টবেঙ্গল দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করলে বিষয়টি সেখানে অ্যাপিল কমিটির শুনানি না হওয়া পর্যন্ত রায়দান স্থগিত করে দেয়। তারপর থেকে আনোয়ার টানা ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলে চলেছে এবং অ্যাপিল কমিটির শুনানি অন্তত ১১ বার স্থগিত হয়ে গিয়েছে। এখন দেখার তাঁর আবেদনের পর কী হয়।

কেনের ৫২

ক্রাইস্টচার্চ, ২ ডিসেম্বর : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে বৃষ্টিবিঘ্নিত দিনে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে চাপে নিউজিল্যান্ড। প্রথম দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে তাদের স্কোর ২৩১/৯। তার মধ্যেও নজর কাড়লেন কেন উইলিয়ামসন (৫২)। তৃতীয় বলেই ডেভন কনওয়েকে (০) হারানোর পর টম ল্যাথামের (২৪) সঙ্গে কেনের ৯৪ রানের জুটি স্বস্তি দিয়েছিল কিউয়িদের। কিন্তু কেন আউট হওয়ার পর সেই ছন্দ তারা ধরে রাখতে পারেনি।

দ্বিতীয় টেস্টে নেই খোয়াজা

ব্রিসবেন, ২ ডিসেম্বর : পিঠের চোটের জন্য পারথে অ্যাসেজের প্রথম টেস্টে দুই ইনিংসেই পছন্দের ওপেনিংয়ে নামতে পারেননি তিনি। সেই চোটই কাল হল। ব্রিসবেনে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা গোলাপি বলের টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা উসমান খোয়াজা।

ইংল্যান্ডের প্রথম একাদশে জ্যাকস

পারথে প্রথম ইনিংসে চার নম্বরে নামতে বাধ্য হলেও ৩৮ বছরের খোয়াজাকে চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি। সেই ম্যাচের পর মঙ্গলবার প্রথমবার ব্যাট হাতে নামেন খোয়াজা। আধ ঘণ্টা অনুশীলন করলেও কখনোই স্বস্তিতে ছিলেন না তিনি। তারপরই দ্বিতীয় টেস্ট থেকে খোয়াজাকে বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় অজি টিম ম্যানেজমেন্ট। যদিও তাঁর পরিবর্ত হিসেবে কারও নাম ঘোষণা করা হয়নি। অস্ট্রেলিয়া শিবিরের তরফে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, খোয়াজা দলের সঙ্গে থেকে রিহ্যাব চালিয়ে যাবেন।

এই প্রসঙ্গে অজি পেসার স্কট বোল্যান্ড বলেছেন, 'নেটে খোয়াজাকে দেখে ভালো লাগছিল। কিন্তু ওর হয়তো মনে হয়েছে দ্বিতীয় টেস্টে নামার জন্য শরীর এখনও তৈরি না। পারথ টেস্টের পর থেকে ১০০ শতাংশ ফিট হওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিল খোয়াজা। কিন্তু পারল না। ওর জন্য খারাপ লাগছে।'

খোয়াজার বদলে পারথে দ্বিতীয় ইনিংসে ওপেনিংয়ে নেমে ম্যাচ জেতানো শতরান করেন ট্রাভিস হেড। গাব্বাতেও জেক ওয়েদারাল্ডের সঙ্গে হেডকেই ওপেনিংয়ে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সেক্ষেত্রে খোয়াজার বদলে অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টার বা উইকেটকিপার-ব্যাটার জোশ ইনগ্লিস প্রথম একাদশে আসতে পারেন।

এদিকে, গাব্বায় বল পড়ার ৪৮ ঘণ্টা আগেই প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিল ইংল্যান্ড। পিঠের চোটে ছিটকে যাওয়া পেসার মার্ক উডের বদলে সুযোগ পেয়েছেন স্পিনার অলরাউন্ডার উইল জ্যাকস। স্কোয়াডে পেসার জোশুয়া টাঙ্গ, বিশেষজ্ঞ স্পিনার শোয়েব বশির থাকা সত্ত্বেও ২৭ বছরের জ্যাকসকে বেছে নেওয়াটা কিছুটা অপ্রত্যাশিত। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, পারথের ভরাডুবির পর ব্যাটিংকে শক্তিশালী করতেই টাঙ্গ, বশিরকে টপকে জ্যাকসের অন্তর্ভুক্তি।

ব্রিসবেন টেস্টে ইংল্যান্ডের প্রথম একাদশ ঃ বেন ডাকেট, জ্যাক ক্রলি, ওলি পোপ, জো রুট, হ্যারি ব্রুক, বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জেমি স্মিথ, উইল জ্যাকস, গাস অ্যাটকিনসন, ব্রাইডন কার্স ও জোফ্রা আর্চার।

চলতি অ্যাসেজে সমতা ফেরানোর জন্য ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের মাথা খাটানোর পরামর্শ দিয়েছেন জিওফ্রে বয়কট। স্টোকস ব্রিগেডের উদ্দেশে প্রাক্তন ইংরেজ কিংবদন্তি বলেছেন, 'ইংল্যান্ডের প্লেয়ারদের কেউ বলেনি যে, তোমরা পজিটিভ, আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলো না। এই দলটাই সাম্প্রতিককালে উত্তেজক ক্রিকেট উপহার দিয়েছে। আমার পরামর্শ, পরিস্থিতি কঠিন হয়ে গেলে একটু মাথা খাটিয়ে ব্যাটিং করো।'

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের জন্য ফিল্ডিং অনুশীলনে স্টিভেন স্মিথ।

প্রথম টেস্টে রান না পেলেও ফুটবলে মজে জো রুট।

বরখাস্ত জাতীয় মহিলা হকি দলের কোচ

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : জাতীয় মহিলা হকি দলের হেডকোচের পদ থেকে বরখাস্ত হরেন্দ্র সিং। পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করল হকি ইন্ডিয়া।

লাগাতার খারাপ পারফরমেন্স তো রয়েছেই। সেই সঙ্গে দলের একের পর এক খেলোয়াড় হরেন্দ্র সিংয়ের বিরুদ্ধে খারাপ আচরণের অভিযোগ জানাচ্ছিল কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছে। সোমবার তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করা হল। যদিও বিবৃতিতে হকি ইন্ডিয়া জানিয়েছে, ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেছেন হরেন্দ্র।

গত বছর এপ্রিলে জাতীয় মহিলা হকি দলের দায়িত্ব দেওয়া হয় হরেন্দ্রকে। তাঁর প্রশিক্ষণেই এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতে ভারতের মেয়েরা। আবার তাঁর অধীনেই এফআইএইচ প্রো লিগ থেকে অবনমন হয়েছে ভারতের। যেখানে ১৬ ম্যাচ খেলে ভারত জিতেছে মাত্র দুইটি। এদিকে খেলোয়াড়দের সঙ্গে হরেন্দ্রর সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। অর্ধেকের বেশি প্লেয়ার নাকি তাঁকে আর কোচের পদে চাইছিলেন না। তাই পরিস্থিতি জটিল হওয়ার আগেই হরেন্দ্রর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হল।

লোবেরার নির্দেশেই অনুশীলন বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট অনুশীলনে যোগ দিলেন আলবার্তো রডরিগেজ। বুধবার কলকাতায় আসছেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস।

সোমবার গভীর রাতেই শহরে চলে এসেছিলেন আলবার্তো। এদিন যে শুধু মাঠে নামলেন তাই নয়, বাকিদের সঙ্গে বল পায়ে জোরকদমে প্রস্তুতি সারলেন বাগানের স্প্যানিশ ডিফেন্ডার। দেখে বোঝা গেল, ছুটিতে থাকলেও অনুশীলনের মধ্যেই ছিলেন আলবার্তো।

যোগ দিলেন আলবার্তো

এদিকে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত ভারতে আসার ভিসা পাননি সের্জিও লোবেরা। যদিও মনবীর সিং, আপুইয়া, রবসন রোবিনহোদের প্রস্তুতিতে কোনও খামতি থাকছে না। সহকারী কোচ বাস্তব রায় থাকলেও অনুশীলন চলছে সবুজ-মেরুনের স্প্যানিশ ফিটনেস কোচ সের্জিও গার্সিয়ার তত্ত্বাবধানে। সূত্রের খবর, তাঁর সঙ্গে নিয়মিত কথাবার্তা বলছেন লোবেরা। স্পেনে বসেই অনুশীলনে কী হবে তা ঠিক করে গার্সিয়াকে জানিয়ে দিচ্ছেন হাইপ্রোফাইল স্প্যানিশ কোচ। লোবেরার ছকে দেওয়া পরিকল্পনামাফিক কাজ করছেন ফিটনেস কোচের দায়িত্বে থাকা গার্সিয়া।

প্রশ্ন উঠতে পারে বাস্তব থাকতেও গার্সিয়া কেন? প্রথমত স্প্যানিশ হওয়ায় লোবেরার সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতায় সুবিধা হচ্ছে। কারণ যদিও শুধুই স্প্যানিশ যোগ নয়, আসলে বর্তমানে ফিটনেস ট্রেনার হিসাবে কাজ করলেও এর আগে রায়ো ভায়েকানোর অনূর্ধ্ব-১৯ দল সহ স্পেনের একাধিক ক্লাবে সহকারী ম্যানেজার হিসাবে কাজ করেছেন উয়েফা প্রো লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোচ গার্সিয়া।

সোমবার রাতে কলকাতায় পৌঁছেই মঙ্গলবার অনুশীলনে মোহনবাগানের আলবার্তো রডরিগেজ।

৭ তারিখ স্মৃতির বিয়ে নিয়ে জল্পনা

সাঙ্গলি, ২ ডিসেম্বর : সব কিছু ঠিক থাকলে ২৩ নভেম্বরই সংগীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেত স্মৃতি মান্ধানার। কিন্তু বিয়ের দিন সকালে স্মৃতির বাবা শ্রীনিবাস মান্ধানা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। যার জেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিয়ে স্থগিত করে দেন বিশ্বকাপজয়ী দলের সহ অধিনায়ক। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট ভাইরাল হয়েছে, যেখানে বলা হচ্ছে ৭ ডিসেম্বর হতে পারে স্থগিত হয়ে যাওয়া বিয়ে। যদিও স্মৃতির ভাই শ্রবণ বলেছেন, 'বিয়ের তারিখ নিয়ে কিছু জানা নেই আমার। আমি শুধু জানি, বিয়ে আপাতত স্থগিত রয়েছে।' শ্রবণের কথা শুনে অনেকেই স্মৃতি-পলাশের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয়ে। ২৪ নভেম্বর ভাইরাল ইনফেকশন ও অ্যাসিডিটির কারণে পলাশ হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরই তাঁর সঙ্গে এক মহিলার ঘনিষ্ঠ চ্যাটের খবর সামনে আসে। তবে সোমবার পলাশকে বাবা-মায়ের সঙ্গে বিমানবন্দরে দেখা যাওয়ার পরই স্মৃতির সঙ্গে তাঁর বিয়ে নিয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন নেটিজেনরা।

প্রয়াত হলেন রবিন স্মিথ

পারথ, ২ ডিসেম্বর : ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৬। মাত্র ৮ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার ছিল রবিন স্মিথের। তাঁর মধ্যেই ফ্রন্ট ফুটে স্কোয়ার কাটের জন্য নিজের আলাদা পরিচিতি গড়ে তুলেছিলেন ইংল্যান্ডের মিডল অর্ডার ব্যাটার। ১৯৯৩ সালে এজবাস্টনে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৬৩ বলে রবিন স্মিথের ১৬৭ রান সেই সময় ওডিআইয়ে ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের সর্বাধিক স্কোর ছিল। ৬২ টেস্টে তিনি ৪৩.৬৭ গড়ে ৯টি শতরান সহ ৪২৩৬ রান করেছিলেন। ৭১ ওডিআইয়ে ৪টি শতরান সহ ৩৯.০১ গড়ে তাঁর সংগ্রহে ছিল ২৪১৯ রান। সেই সব কীর্তি পেছনে ফেলে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পারথে সোমবার রাতে ৬২ বছর বয়সে নিজের বাড়িতে প্রয়াত হয়েছেন তিনি।

আজ দেশের ফুটবল তাকিয়ে দিল্লির দিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : বুধবার সারা দেশের ফুটবল মহলের নজর থাকবে দিল্লির জহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে সাইয়ের কনফারেন্স হলের দিকে।

গত ১২ এপ্রিল ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ফাইনালে মুখোমুখি হয় মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও বেঙ্গালুরু এফসি। ওই ম্যাচের পর কেটে গিয়েছে ২৩৪ দিন। এদেশের সর্বোচ্চ লিগ শুরু হয়ে অন্তত আট-নয়টা ম্যাচ হয়ে যায় অন্যান্য মরশুমে। এবার সেখানে লিগ কবে শুরু হবে তার কোনও হদিশ নেই। পরিস্থিতি এমনই যে দেশের সেরা ফুটবলারদের, দেশের শীর্ষ আদালত থেকে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন, সবার কাছে হাতজোড় করে মাঠে নামার সুযোগ করে দেওয়ার ভিক্ষা চাইতে হচ্ছে। গত অক্টোবর থেকে প্রতিদিনই যখন মনে হয়েছে, এবার হয়তো জগদ্দল পাথর সরে গিয়ে আইএসএল শুরু হবে। তখনই ফের বিষয়টি চলে গিয়েছে শীর্ষ আদালতের কাছে। অবশেষে গত ২১ নভেম্বর এই শীর্ষ আদালতেরই ডিভিশন বেঞ্চ এই লিগ শুরু করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া দপ্তরকে দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ দেয়। সেই বহুকাঙ্ক্ষিত সভা অবশেষে বুধবার হতে চলেছে। যেখানে এআইএফএফ, এফএসডিএল, ব্রডকাস্টার, আইএসএল থেকে তৃতীয় ডিভিশন আই লিগ পর্যন্ত সব ক্লাব ডাক পেয়েছে। কিন্তু এই সভার আগে তৈরি হয়েছে একাধিক প্রশ্ন। প্রথমত ক্রীড়ামন্ত্রী এই এতগুলো বৈঠকে আলোচনা কী করবেন? লিগ শুরু করার সিদ্ধান্ত কি তিনিই নেবেন? নাকি এআইএফএফ-কে নির্দেশ দেবেন? তাছাড়া চার নম্বরে থাকা 'পোটেনশিয়াল বিডার্স' অর্থাৎ সম্ভাব্য দরপত্র যারা দিতে পারে সেইসব কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা। এই বৈঠকেরই বা অর্থ কী? যেখানে কোনও দরপত্রই জমা পড়েনি, সেখানে সম্ভাব্য বিডার্স হিসাবে কারা সভায় যাবেন? সবমিলিয়ে এখনও প্রচুর ধোঁয়াশা। যা বুধবারের বৈঠকের পর কাটতে পারে বলে আশায় ভারতীয় ফুটবল। অভিজ্ঞমহল বলছে, ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যের সঙ্গে হয়ত এফএসডিএল কর্তাদের বা স্বয়ং মুকেশ আম্বানিরই কিছু কথাবার্তা হয়েছে। যা খুলে দিতে পারে আইএসএল এবং অন্যান্য লিগ শুরুর দরজা। যা খবর তাতে এই মরশুমের লিগ করার জন্য হয়ত স্বল্পমেয়াদী এবং পরবর্তী ১৫ বছরের জন্য আলাদা চুক্তি করাও হতে পারে। বৃহস্পতিবার বা আগামী সোমবার শীর্ষ আদালতে আলোচনার রিপোর্ট জমা পড়তে পারে।

এদিকে, সোমবার কলকাতায় ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার ও সৈকত গঙ্গোপাধ্যায় এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কর্তা কামারুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে বৈঠক করেন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন না মোহনবাগানের কোনও প্রতিনিধি। প্রকাশ্যে বলা হচ্ছিল, কল্যাণ আলোচনায় ডাকা সত্ত্বেও না করে দেয় মোহনবাগান। এরই পালটা হিসাবে এদিন এআইএফএফের তরফে সামাজিক মাধ্যমে মোহনবাগান অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের সচিব সৃঞ্জয় বসুর ও বাকি দুই ক্লাবের চিঠি প্রকাশ করে বলা হয়, তিন ক্লাব আগ্রহ প্রকাশ করাতেই ফেডারেশন সভাপতি আলোচনায় বসেন। পরে তাঁকে মোহনবাগানের তরফে সভা পিছিয়ে ৩ তারিখ করতে বলা হয়। ফেডারেশন তখন ক্রীড়া দপ্তরের ডাকা বৈঠকের চিঠি মোহনবাগানকে পাঠিয়ে দেয়। মোহনবাগান যে সঠিক তথ্য দিচ্ছে না, এই কথাই বলা হয়েছে বিবৃতিতে।

রোকো ম্যাজিকে নজর সিরিজ জয়ে

টি২০ বিশ্বকাপের জার্সি উদ্বোধন

রায়পুর, ২ ডিসেম্বর : ছবিটা আমূল বদলে গিয়েছে!

টেনশনের চোরাস্রোত নেই। বদলে ফুরফুরে মেজাজ। আর এমন মেজাজ নিয়েই বুধবার রায়পুরের মাঠে একদিনের সিরিজে দ্বিতীয় ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নামছে টিম ইন্ডিয়া।

মহেন্দ্র সিং ধোনির মহল্লায় উত্তেজক ম্যাচ দেখেছে দুনিয়া। টিম ইন্ডিয়ার ৩৪৯ রানও যেখানে নিরাপদ বলে মনে হয়নি। কিন্তু তারপরও ১৭ রানে প্রথম একদিনের ম্যাচ জিতে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছে লোকেশ রাহুলের ভারত। আগামীকাল রায়পুরের মাঠেও বড় রানের ম্যাচ হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তার আগে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। খটকা একটাই, রাঁচির মাঠে চার নম্বরে সুযোগ পেয়ে রান না পাওয়া রুতুরাজ গায়কোয়াড়। নাকি ঋষভ পন্থ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় টিম ইন্ডিয়ার ঐচ্ছিক অনুশীলনে দুইজনকেই দেখা গিয়েছে। নেটে ব্যাটও করেছেন ঋষভ-রুতুরাজরা। কিন্তু তাঁদের নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি।

প্রবল লড়াই করে খুব কাছে গিয়েও ম্যাচ জিততে না পারার হতাশায় থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা দলে দুই বদলের সম্ভাবনা রয়েছে। জানা গিয়েছে, অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা ও কেশব মহারাজকে প্রথম একাদশে ফেরানো হচ্ছে আগামীকাল। রাঁচির মাঠে যাই হয়ে থাকুক না কেন, রায়পুরে সিরিজে সমতা ফেরাতে মরিয়া প্রোটিয়ারা। অধিনায়ক বাভুমা আজ সাংবাদিক সম্মেলনে ইঙ্গিত দিয়েছেন, সব ম্যাচ রাঁচির মতো হবে না। ফলে টেস্ট সিরিজ জয়ের আত্মবিশ্বাসে ভরপুর দক্ষিণ আফ্রিকা একদিনের সিরিজকেও স্মরণীয় করে রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ম্যাচের ফল কী হবে, আগামীকালই জানা যাবে। তার আগে দুই প্রতিপক্ষের লড়াইয়ের আসরে মূল আকর্ষণ হয়ে উঠেছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। 'রোকো' জুটিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা চলছে। সমাজমাধ্যমে তাঁদের অবসরের সিদ্ধান্ত বদলে টেস্টে ফেরার দাবিও উঠে গিয়েছে। কারণ, ধোনির মাঠে 'রোকো' জুটি প্রমাণ করে দিয়েছে, তাদের মধ্যে এখনও বিস্তর ক্রিকেট বেঁচে। হিটম্যান রাঁচিতে করেছিলেন ৫৭। ঠিক যখন মনে হচ্ছিল, ফের তাঁর ব্যাটে সেঞ্চুরির দেখা মিলবে। সেই সময়ই তিনি আউট হয়ে যান। কোহলিকে থামানো যায়নি। রাঁচির মাঠে একদিনের ক্রিকেট কেরিয়ারের ৫২ নম্বর শতরান করে টিম ইন্ডিয়ার রানকে তিনিই ৩৫০-এর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিরাট রোশনাইয়ে মজে গিয়েছিল দুনিয়া। সেই ঘোর এখনও চলছে। তার সঙ্গে রয়েছে, 'রোকো'-র ভবিষ্যৎ জল্পনাও। সঙ্গে কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে রোহিত-বিরাটের দূরত্বের কথাও কারও অজানা নয়।

সামাজিক মাধ্যমে চর্চা, এইরকমই নাকি হতে চলেছে ভারতের টি২০ বিশ্বকাপের জার্সি।

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা

দ্বিতীয় ওডিআই আজ

সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট
স্থান : রায়পুর
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

রাঁচির পর রায়পুর। মাঠ ও শহর বদলে গেলেও 'রোকো'-কে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজের জল্পনা থামেনি। তাঁরা কি ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপে খেলবেন? স্পষ্ট জবাব এখনও জানে না দুনিয়া। কিন্তু তাঁদের খেলা উচিত, এমন দাবি প্রবলভাবে উঠে গিয়েছে। দুই বছর পরের একদিনের বিশ্বকাপ খেলতে হলে দুই প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককেই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। কোহলি নিশ্চিত করে দিয়েছেন দিল্লির হয়ে তিনি বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন। সূত্রের খবর হিটম্যানও তাঁর পথেই হাঁটতে চলেছেন।

এমন অবস্থায় মহা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আরও একটি বিষয়। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের খবর, আগামীকাল রায়পুরে গৌতম গম্ভীর-অজিত আগরকারদের সঙ্গে বিসিসিআই শীর্ষকর্তাদের বৈঠক হতে পারে। আর সেই বৈঠকে 'রোকো' জুটিকে নিয়ে কোচ গম্ভীরকে সতর্ক করা হতে পারে, এমন সম্ভাবনার খবর সামনে আসছে। শেষপর্যন্ত সেই বৈঠক হবে কি না, হলে তার ফল কী হতে পারে, সময়ই তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে রোকো বনাম গুরু গম্ভীর লড়াই ক্রমশ জমজমাট হয়ে উঠেছে।

যার দ্বিতীয় পর্ব আগামীকাল রায়পুরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। রোকো জল্পনার মাঝে আগামীকাল রায়পুরে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের মঞ্চেই উদ্বোধন হতে চলেছে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ বিশ্বকাপের জার্সিও। সবমিলিয়ে 'রোকো'-কে কেন্দ্র করে রায়পুর এখন জমজমাট।

বিমানবন্দরে জাতীয় নির্বাচকের সঙ্গে বৈঠক কোহলির

বিজয় হাজারেতে খেলবেন বিরাট

রায়পুর, ২ ডিসেম্বর : দফায় দফায় বিস্তর আলোচনা হল। যার নির্যাস, চলতি মাসে শুরু হতে চলা বিজয় হাজারে ট্রফিতে দিল্লির জার্সিতে খেলবেন বিরাট কোহলি। দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে মঙ্গলবার রাতের দিকের খবর, বিজয় হাজারে ট্রফিতে হয়তো খেলতে দেখা যাবে ভারতীয় ক্রিকেটের আরেক মহাতারকা রোহিত শর্মাকেও।

ডিডিসিএ জানিয়েছে, বিরাট নিজেই তাদের ফোন করে আসন্ন বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলার বিষয়ে নিশ্চয়তা দেন। এই প্রসঙ্গে ডিডিসিএ-র সভাপতি রোহন জেটলি বলেছেন, 'বিরাট কোহলি আসন্ন বিজয় হাজারে ট্রফিতে দিল্লির হয়ে খেলবে। ও নিজেই এই কথা জানিয়েছে। তবে কয়টি ম্যাচে বিরাটকে পাওয়া যাবে, তা এখনও নিশ্চিত নয়।'

সোমবার রাঁচি থেকে রায়পুর যাওয়ার পথে বিমানবন্দরেই জাতীয় নির্বাচক কমিটির অন্যতম সদস্য প্রজ্ঞান ওঝার সঙ্গে বিরাট, রোহিতের বৈঠক হয়। আজ রায়পুরের মাঠে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের আগেও জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রতিনিধির সঙ্গে 'রোকো'-কে আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, এই দুই বৈঠকের ফলই হল বিরাটের বিজয় হাজারেতে খেলতে রাজি হওয়া।

এরইমধ্যে আজ অন্য একটি বিষয় সামনে এসেছে প্রবলভাবে। টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে রোকোর দূরত্ব ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে রাঁচির একদিনের ম্যাচে বিরাট-রোহিতের ১৩৬ রানের পার্টনারশিপ ও কোহলির শতরানের পর তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল আরও সামনে এসেছে।

আজ সন্ধ্যায় রায়পুরের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের সময় আরও একটি বিষয় সামনে এসেছে। নেটে কোহলি যখন ব্যাটিং করছিলেন, সামান্য দূরে আম্পায়ারের ভূমিকায় ছিলেন হিটম্যান। আবার নেটে রোহিতের ব্যাটিংয়ের সময়ও কোহলি ছিলেন আম্পায়ারের ভূমিকায়। তাঁদের মধ্যে অনুশীলনের মাঝে ও পরে দীর্ঘসময় আলোচনাও হয়েছে। সেই আলোচনার কোথাও ছিলেন না গুরু গম্ভীর। যিনি কোচ হওয়ার পর থেকেই দুটি অ্যাজেন্ডা নিয়ে আসরে নেমেছিলেন। প্রথম অ্যাজেন্ডা ছিল, দলের সিনিয়ারদের হটাও। দ্বিতীয় অ্যাজেন্ডা ছিল, প্রথম একাদশে বিশেষজ্ঞ ক্রিকেটারের বদলে অলরাউন্ডারদের বাড়বাড়ন্ত। দুটি মিশনে ধাক্কা খেয়েছেন কোচ গম্ভীর। আর সেই ধাক্কার পর এখন 'রোকো' জুটিই তাঁর চাকরি বাঁচানোর ঢাল হিসেবে সামনে এসেছেন।

এদিকে, বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলের রিহ্যাব শুরু হয়ে গিয়েছে। যদিও ঠিক কবে তিনি ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে পারবেন, স্পষ্ট নয়। ৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলা টি২০ সিরিজে কি শুভমানকে দেখা যাবে? সূত্রের খবর, সম্ভাবনা কম।

টেস্টে হার নিয়ে গম্ভীরকে শাস্ত্রীয় বার্তা

'কোচ থাকলে সব দায় আমি নিতাম'

রায়পুর, ২ ডিসেম্বর : বিরাট কোহলির নান্দনিক শতরানে ওডিআইয়ের সিরিজের প্রথম ম্যাচে জয় এসেছে। বুধবার রায়পুরে দ্বিতীয় ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু ঘরের মাঠে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে হারের ক্ষত ভারতীয় ক্রিকেট সমাজে এখনও দগদগে। জোড়া ম্যাচ হারের জন্য বিশেষজ্ঞদের চোখে ভিলেন নম্বর ওয়ান হয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। শুভমান গিলদের হেডস্যারের উপর এবার ক্ষোভ উগরে দিলেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী।

২০১৭ থেকে ২০২১-শাস্ত্রী চার বছর ভারতীয় দলের কোচ ছিলেন। তাঁর আমলে বিরাটের নেতৃত্বে ঘরের মাঠে মাত্র দুটি টেস্ট হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া। সঙ্গে ছিল ৪২ মাস টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে এক নম্বরে থাকার অহংকার। সেখানে গম্ভীরের কোচিংয়ে ঘরের মাঠে ইতিমধ্যে ৯টির মধ্যে পাঁচটি টেস্ট হেরে বসে আছে ভারতীয় শিবির। যা মানতে পারছেন না শাস্ত্রী। 'প্রভাত খবর' নামক এক পডকাস্ট শোয়ে শাস্ত্রী বলেছেন, 'আমাকে একটা কথা বলুন। গুয়াহাটি টেস্টে ভারত ১০০/১ থেকে ১৩০/৭ হল কীভাবে? এই ভারতীয় দল এতটাও খারাপ না। দলে একাধিক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে। প্লেয়ারদেরও দায়িত্ব নেওয়া উচিত। ওরা যেদিন ব্যাট হাতে নিয়েছে সেদিন থেকে স্পিন খেলছে। আমি গম্ভীরের পক্ষও নিচ্ছি না। এই ব্যর্থতার দায় ১০০ শতাংশ গম্ভীরেরও। এই ঘটনা যদি আমি কোচ থাকার সময় হত, তাহলে সবার আগে দায় আমি নিতাম। তবে টিম মিটিংয়ে ক্রিকেটারদের থেকেও জবাবদিহি চাইতাম। কেউ রেহাই পেত না।'

টেস্টে গম্ভীরের অলরাউন্ডার-প্রীতি বিশেষজ্ঞদের খুব একটা পছন্দ নয়। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকা অলরাউন্ডার জ্যাক কালিস অবশ্য উলটো পথেই হেঁটেছেন। গম্ভীরের পাশে দাঁড়িয়ে কালিস বলেছেন, 'যে কোনও ফরম্যাটে অলরাউন্ডার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে দলের ভারসাম্য ঠিক থাকে। ব্যাটিং লম্বা হয়, বোলিংয়েও বৈচিত্র্য আসে। সব ফরম্যাটেই অলরাউন্ডাররা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।'

ইডেন গার্ডেন্সে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম টেস্ট আড়াই দিনে শেষ হওয়ার পর পিচ নিয়ে কম শব্দ খরচ হয়নি। পারথে অ্যাসেজের প্রথম টেস্টে যবনিকা পড়তে লেগেছিল মাত্র দুইদিন। আশ্চর্যজনকভাবে পারথের বাইশ গজকে 'ভেরি গুড' রেটিং দিয়েছিল আইসিসি। ইডেনের পিচের ভাগ্যে জুটেছিল ডিমেরিট পয়েন্ট। যা নিয়ে সরব হয়েছেন সুনীল গাভাসকার।

টেস্টে প্রথম দশ হাজারি সানি বলেছেন, 'একটা ধারণা আছে, বাইশ গজে পেস-বাউন্স থাকলেই সেই পিচ কখনোই খারাপ হতে পারে না। কিন্তু যে পিচে বল শুরু থেকেই ঘোরে, নীচু হয় সেটা খুব খারাপ। আইসিসি-ও এই মানসিকতা নিয়ে চলছে। যার জন্য উপমহাদেশের পিচকে খারাপ রেটিং দেওয়া হয়।'

হিটম্যান আবেগে টেম্বা, রোকোয় মজে হর্ষিত

রায়পুর, ২ ডিসেম্বর : কী অদ্ভুত মিল!

দুই দল। দুই দেশ। দুই ক্রিকেটার। তাঁদের ভাবনা, পরিকল্পনাও ভিন্ন।

অথচ বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার সুবাদে তাঁদের মধ্যে মিলে সুর মেরা তুমহারা।

জোড়া টেস্ট জয়ের পর দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা রাঁচিতে প্রথম একদিনের ম্যাচে খেলেননি। সাজঘরে বসে তিনি দেখেছেন তাঁর সতীর্থদের লড়াই। সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার রোকোর ম্যাজিক। বুধবার রায়পুরে সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচের আগে প্রোটিয়া অধিনায়ক রোকো আবেগে ডুব দিয়েছেন। ২০০৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপের সময় তিনি হিটম্যানকে দেখেছিলেন। সেই সময় বাভুমা স্কুলে পড়তেন। সম্প্রতি রাঁচিতেও সেই রোহিত সঙ্গে বিরাটকে দেখে প্রোটিয়া অধিনায়ক বলছেন, 'রোহিত, বিরাটরা কিংবদন্তি। ভারতীয় দলে ওদের উপস্থিতি পুরো দলটাকেই বদলে দিয়েছে। ২০০৭ সালের টি২০ বিশ্বকাপের সময় প্রথম রোহিতকে দেখেছিলাম আমি। তখন স্কুলে পড়তাম। সেই রোহিত ম্যাজিক এখনও দেখছি।'

একদিকে প্রোটিয়া অধিনায়ক বাভুমা যখন 'রোকো'-য় মজে, তখন একই ছবি টিম ইন্ডিয়ার পেসার হর্ষিত রানার জন্যও। তাঁকে বলা হয় কোচ গৌতম গম্ভীরের মানসপুত্র। এহেন হর্ষিত আজ বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে রোকো জুটিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'বিরাট ও রোহিতভাইয়ের মতো অভিজ্ঞরা দলে থাকলে কখনোই মাঠে চাপ অনুভব হয় না। বরং দলের অন্দরে সবসময় একটা পজিটিভ ব্যাপার থাকে। যা পুরো দলেরই কাজে লাগে।' নিয়মিতভাবে সুযোগ পাওয়ার পরও তাঁর ক্রিকেট স্কিল নিয়ে প্রশ্ন ছিল। এমনকি কোচ গম্ভীরের জন্যই তিনি ভারতীয় দলের তিন ফর্ম্যাটেই খেলছেন, এমন কথাও শোনা গিয়েছে।

হর্ষিত অবশ্য মাঠের বাইরের এইসব কথায় কান দিতে নারাজ। তাঁর মতে, 'বাইরের দুনিয়ায় সবসময়ই মানুষ কিছু না কিছু বলছে। সেই সব কথা শুনতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আমি এসব নিয়ে না ভেবে নিজের কাজটা করে যেতে চাই। মাঠে সেরাটা দিতে চাই।' রাঁচি একদিনের ম্যাচে প্রোটিয়া শিবিরে প্রাথমিক ধাক্কাটা হর্ষিতই দিয়েছিলেন। মার্কো জানসেনদের পালটা লড়াই শুরুর আগে হর্ষিত ধাক্কায় চাপে পড়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। রাঁচির একদিনের ম্যাচ প্রসঙ্গে হর্ষিত বলছেন, 'দল আমার থেকে কী চায়, সেটা জানি। মাঠে সেই চেষ্টাই করেছিলাম। তাছাড়া রাঁচির পিচ ছিল ব্যাটিং সহায়ক। শুরুতে ওদের কয়েকটা উইকেট পেয়ে যাওয়ার ফলে আমাদের কাজটা সহজ হয়ে গিয়েছিল।'

> বিরাট ও রোহিতভাইয়ের মতো অভিজ্ঞরা দলে থাকলে কখনোই মাঠে চাপ অনুভব হয় না। বরং দলের অন্দরে সবসময় একটা পজিটিভ ব্যাপার থাকে। যা পুরো দলেরই কাজে লাগে। -হর্ষিত রানা

রাঁচির একদিনের ম্যাচে যাই হোক না কেন, রায়পুরে আগামীকাল দ্বিতীয় ওয়ান ডে ম্যাচে নয়া শুরু চাইছেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক বাভুমা। প্রথম ম্যাচে বিশ্রাম নিলেও আগামীকাল তিনি দলে ফিরছেন। মহেন্দ্র সিং ধোনির মহল্লায় ৩৪৯ রানও একটা সময় নিরাপদ মনে হচ্ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ জিততেও পারত। ব্যবধান ছিল মাত্র ১৭ রানের। এমন কথা শুনিয়ে প্রোটিয়া অধিনায়ক আজ বলেছেন, 'রাঁচিতে আমাদের রান তাড়ার শুরুটা ভালো হয়নি। তবে পরে আমরা খেলা ধরে নিয়েছিলাম। জিততে হয়তো পারিনি আমরা। কিন্তু দুই দলের ব্যবধান ছিল ১৭ রানের। আগামীকাল নতুন ম্যাচ। দেখা যাক কী হয়।'

২০০৭ সালে টি২০ বিশ্বকাপের সময় রোহিত শর্মার খেলা টিভিতে দেখার পরই তাঁর ভক্ত হয়ে যান টেম্বা বাভুমা।

গোয়ায় সুপার কাপের সেমিফাইনালের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের মহম্মদ বশিম রশিদ, আনোয়ার আলি, হামিদ আহদাদরা।

জয়কে নিয়ে সিদ্ধান্ত আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : কার্ড সমস্যায় সুপার কাপ সেমিফাইনালে দুই উইংব্যাক মহম্মদ উবেশ ও খাইমিনথাং লুংদিমকে ছাড়াই মাঠে নামবে পাঞ্জাব এফসি। উলটোদিকে ইস্টবেঙ্গলের জয় গুপ্তার খেলা নিয়েও ধোঁয়াশা ক্রমশ বাড়ছে।

সুপার কাপ সেমিফাইনাল খেলতে মঙ্গলবার গোয়া পৌঁছল পাঞ্জাব। চলতি মরশুমে দুরন্ত ছন্দে রয়েছে প্যানাজিওটিস দিম্পেরিসের

ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলতে গোয়ায় পাঞ্জাব

দল। বেঙ্গালুরু এফসি-র সঙ্গে একই গ্রুপে থেকেও নকআউটের ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছে তারা। আসলে আইএসএলের ভবিষ্যৎ ঘিরে ধোঁয়াশা থাকায় অনেক দলই হাত গুটিয়ে বসে আছে। তবে পাঞ্জাব এফসি সেই পথে হাঁটেনি। শেষ চারের লড়াইয়ের আগে আবার নতুন বিদেশি বেদে ওসুজি যোগ দিয়েছেন শিবিরে।

ফলে অস্কার ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গলের লড়াইটাও যে সহজ হবে না তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে লাল-হলুদ শিবিরে চিন্তার নাম জয় গুপ্তা। রবিবার অনুশীলনে চোট পান তিনি। সোমবার তাঁকে বিশ্রাম দিয়েছিলেন ব্রুজোঁ। এদিন মাঠে এলেও ফিজিওর কাছেই অনেকটা সময় কাটিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের এই সাইডব্যাক। আবার একথাও ঠিক এদিন সিচুয়েশন প্র্যাকটিস করাননি অস্কার। মূলত সেটপিস অনুশীলনে জোড় দেন তিনি। শেষদিকে পেনাল্টির মহড়াও চলল বেশ কিছুক্ষণ। সেখানে অবশ্য জয়কে দেখা গিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত কি তাঁকে মাঠে নামাতে পারবেন ব্রুজোঁ? ম্যানেজমেন্ট এই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে। তবে সূত্রের খবর, জয়কে খেলানোর ব্যাপারে ম্যাচের আগেরদিন সকালে অর্থাৎ বুধবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন অস্কার। তবে একান্তই তাঁকে মাঠে নামানো না গেলে বিকল্প হিসেবে লালচুংনুঙ্গাকে তৈরি রাখছে ইস্টবেঙ্গল।

ঋষভের শতরান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটর ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার অগ্রগামী সংঘ ৩২০ রানে নবোদয় সংঘকে হারিয়েছে। সিয়াম কলেজের মাঠে টসে জিতে অগ্রগামী ৪৫ ওভারে ৫ উইকেটে ৩৭৮ রান তোলে। ম্যাচের সেরা ঋষভ আগরওয়াল ৭৮ বলে ১২৩ রান করেন। প্রিন্স জয়সওয়াল ৭৮ রানে নেন ৩ উইকেট। জবাবে নবোদয় ১৯.৪ ওভারে ৫৮ রানে গুটিয়ে যায়।

সুদীপের দাপটে জয়ী মিলনপল্লি

ম্যাচের সেরা সুদীপ সিংহ।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ৩ উইকেটে রবীন্দ্র সংঘকে হারিয়েছে। তরাই স্কুল মাঠে প্রথমে রবীন্দ্র ৩৭.৫ ওভারে ২০২ রানে অল আউট হয়। তহসিন রাজা ও সানি রায় ৩০ রান করেন। প্রজ্জ্বল ঠাকুর ৩১ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন আদিত্য সাহা (২২/২) ও সুদীপ সিংহও (২৪/২)। জবাবে মিলনপল্লি ৩৮ ওভারে ৭ উইকেটে ২০৩ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সুদীপ ৭৭ রান করেন। অরবিন্দকুমার যাদবের অবদান ২৯। আয়ুষ দাস ৩২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। বুধবার খেলবে বান্ধব সংঘ ও তরুণ তীর্থ।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
মালদা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা অমৃতা বালা - কে 01.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 65D 27362 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন " ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির অবদান প্রশংসনীয়, তারা সমাজের সকল স্তরের ব্যক্তিদের জন্য জীবন পরিবর্তনকারী সুযোগগুলিতে সমানভাবে প্রবেশাধিকার প্রদান করে। এই এক কোটি টাকার পুরস্কারের অর্থ আমাকে আমার আর্থিক অবস্থানকে শক্তিশালী করতে এবং আমার প্রিয়জনদের আরও কার্যকরভাবে সাহায্য করতে সক্ষম করে তুলবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরা হয়ে রত্না বর্মন। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের ক্রিকেট শুরু

বালুরঘাট, ২ ডিসেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের একদিনের ক্রিকেটে বালুরঘাট ভেনুর খেলা মঙ্গলবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে শিলিগুড়ি ১০৩ রানে বর্ধমানকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে প্রথমে শিলিগুড়ি ৪৫ ওভারে ৫ উইকেটে ২৩১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা রত্না বর্মন ১৪০ রানে অপরাজিত থাকে। গীতাংশী দাসের অবদান ৩৯। সিমরন দাস ২৫ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে বর্ধমান ৪০.৪ ওভারে ৮ উইকেটে ১২৮ রানে আটকে যায়। পায়েল ৪৮ ও তানিয়া ঘোষ ১৭ রান করে। শিঞ্জিনী সরকার ১৯ রানে ফেলে দেয় ৩ উইকেট।

বড় জয় নদিয়ার

মালদা, ২ ডিসেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের ক্রিকেট শুরু হল। মালদা কেন্দ্রের খেলায় অংশ নিচ্ছে জলপাইগুড়ি, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ। মঙ্গলবার নদিয়া ১৯৬ রানে হারায় মুর্শিদাবাদকে। টসে জিতে নদিয়া ৪৫ ওভারে ৩ উইকেটে ২৪৬ রান তোলে। ম্যাচের সেরা ঈশিতা বিশ্বাসের অবদান ৯৪ রান। জবাবে মুর্শিদাবাদ ২১.১ ওভারে ৫০ রানে গুটিয়ে যায়। নন্দিনী বিশ্বাসের শিকার ৯ রানে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে রিম্পা বিশ্বাসও (১৫/২)।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছে ইশিতা বিশ্বাস। ছবি : জসিমুদ্দিন আহম্মদ

নেতাজিকে হারাল বিবেকানন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে মঙ্গলবার বিবেকানন্দ ক্লাব ২-১ গোলে হারিয়েছে নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাবকে। বিবেকানন্দের গোল করেন দেবাশিস রাই ও অভিষেক দাস।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে জিৎ বর্মন। ছবি : দেবদর্শন চন্দ

জেনকিন্স লিগে জিতল ২০২৫

কোচবিহার, ২ ডিসেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে মঙ্গলবার ২০২৩ ব্যাচের প্রাক্তনীদের ৬৫ রানে হারিয়েছে ২০২৫ ব্যাচ। ২০২৫ প্রথমে ১০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩৮ রান করে। অনির্বাণ দাস ১৯ বলে ৫৫ রান করেন। ২০২৩ জবাবে ১০ ওভারে ৭৩ রানে গুটিয়ে যায়। আয়ুষ রায়ের অবদান ২১ রান। ৩৮ রানের সঙ্গে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা জিৎ বর্মন।